Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা খানম

রোলঃ 23090121096

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মাহমুদা খানম

রোলঃ 23090121096

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মাহমুদা খানম, আইডিঃ ------- বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে হালাল ও হারাম উপার্জন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মাহমুদা খানম

আইডিঃ 23090121096

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রারম্ভ 8

মূলকথা..9

উপাজর্ন বলেত কী বুঝায়..11

ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে উপার্জন 11

উপার্জনের প্রকারভেদ...12

ইসলামে উপার্জনের উৎস 12

ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি...13

রিজিক আল্লাহ প্রদত্ত 14

ইসলামে পেশা ও শ্রমের মর্যাদা..15

হালাল ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানার হুকুম..16

হালাল কি? 17

হালাল উপার্জন কি? 17

হালাল উপার্জনের মূলনীতি...18

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্র 21

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে যা আবশ্যক বৈশিষ্ট্য...32

হালাল জীবিকা উপার্জনে শ্রেষ্ঠতম মানুষদের প্রচেষ্টা..35

ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব 39

পারিবারিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব 41

ব্যক্তিগত জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব 41

সামাজিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব...42

রাষ্ট্রীয় জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব..43

আর্থিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব...43

হালাল ও সৎ উপার্জনের ফজিলত..45

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হালাল উপার্জনের ভূমিকা..46

ইবাদত কবুলে হালাল উপার্জনে ভূমিকা 48

দোয়া কবুলে হালাল উপার্জনে ভূমিকা 49

জান্নাত লাভে হালাল উপার্জনে ভূমিকা...50

হালাল রিজিকের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া 52

হারাম কি?...53

হারাম উপার্জন কি?...53

হারাম উপার্জনের প্রকারভেদ..54

হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানার হুকুম...55

হারাম উপার্জনের কতিপয় কারণ সমূহ...56

হারাম উপার্জনের ক্ষেত্র সমূহ :...59

হারাম উপার্জনের কুফল..85

ইবাদত কবুল না হওয়ায় হারাম উপার্জনের ভুমিকা 89

দোয়া কবুল না হওয়ায় হারাম উপার্জনের ভুমিকা 90

পারিবারিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব...92

ব্যক্তিগত জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব..93

সামাজিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব..93

রাষ্ট্রীয় জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব 94

আর্থিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব 94

হারাম উপার্জন করে এমন ব্যক্তির উপহার গ্রহণ বা তার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার বিধান
....95

ইসলামে অনলাইনের মাধ্যমে উপার্জন...96

ইসলামে বিনোদন জগৎের মাধ্যমে উপার্জন...97

ইসলামে খেলাধুলার মাধ্যমে উপার্জন 98

ইসলামে পেশা হিসাবে রাজনীতি 101

ইসলামে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এর মাধ্যমে উপার্জনের বিধান................104

ইসলামে অবৈধ উপার্জনকারীর অবস্থান..116

হারাম উপার্যন থেকে বাঁচার উপায়..117

হারাম উপার্জন থেকে ফিরে আসা..121

আল্লাহর জন্য হারাম পরিত্যাগ করার সুফল 125

হালাম-হারাম উপার্জনের বিষয় পারিবারিক শিক্ষা..126

বাস্তব জীবনে হালাল ও হারাম উপার্জনের ঘটনা..128

হালাম ও হারাম উপার্জন নিয়ে উপলব্ধি 129

উপসংহার 130

শেষ কথা..132

রেফারেন্স..133

প্রারম্ভ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ-তালার জন্য যিনি আর-রহমান ও রহিম, যিনি চন্দ্র-সূর্যের মালিক, যার হাতে আমাদের জন্ম-মৃত্যু, যিনি সারা জাহানের সৃষ্টিকর্তা এবং বিচার দিনের মালিক, যিনি ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসাবে আমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। অগণিত দরুদ, শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার-পরিজন এবং সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুমের উপর।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা (IOM) এর সকল উস্তাদ, উস্তাজা এবং সকল সহপাঠীদের যাদের জন্য আমার আলেম কোর্সের এই তিনটি বছরের সফর সহজ এবং প্রাণবন্ত হয়েছে।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আমার থিসিসের মনোনীত উস্তাদ, মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদকে যার তত্ত্বাবধায়কে একটি সফল থিসিস রুপায়ত্তর করতে পেরেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

মূলকথা

ইসলাম হচ্ছে এই দুনিয়ার জন্য বাস্তবসম্মত একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। আমাদের ধর্ম হচ্ছে নীতিমালার সমাহার। ইসলামের ইবাদত ও জ্ঞানের মৌলিক শাখা-প্রসার অনেকগুলো স্তর আছে। আমাদের দ্বীনে 'উসূল', ধর্মের মূল নির্যাস' তথা মূলনীতি আছে, এই কেন্দ্রে যেসব বিষয় থাকবে সেগুলো আমাদের ধর্মের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নীতিমালা, যা অপরিহার্য বিষয়বলি। যেমন : ফরজ ইবাদত কালেমা, সালাত, রোজা, যাকাত, হজ্জ।

কিন্তু এই এই ফরজ বিধান ছাড়াও একজন পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে হলে আল্লাহর কিছু নীতিমালা মেনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের জীবন পরিচালনা করতে হয়। যেহেতু ইসলাম আমাদের পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা করে দিয়েছে তাই বলা বাহুল্য যে একজন মানুষ কিভাবে খাবে, পরিধান করবে, কোন উপায়ে আয় করবে কিভাবে ব্যয় করবে এমনকি তার সারা জীবন কিভাবে অতিক্রম করবে তার নীতিমালা দেয়া আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নীতিমালা হলো হালাল ও হারাম উপার্জন । যার জিকির আল্লাহ তায়ালা কোরানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করেছেন।

"হে মুমিনগণ, আমি তোমাদের যে রিজিক দান করেছি তা থেকে পবিত্র বস্তু আহার কর।" (সূরা বাকারাহ: ১৭২)।

এবং আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সাল্লাম তার জীবনে এর বাস্তবায়ন করে আমাদের জন্য পদপ্রদর্শন করে গেছেন।

আবূ হুরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"আল্লাহ তাআলা পবিত্র এবং তিনি শুধু পবিত্র বস্তুই কবুল করে থাকেন।" (সহীহ মুসলিম - ১০১৫)

মানুষের জীবনের সাথে উৎপ্রভাতভাবে যুক্ত রয়েছে জীবিকা, তাই ইসলামে রয়েছে বিনষ্ট ও বিস্তারিত জীবিকার বিধান।

একজন মুসলিম অবশ্যই এ বিধানের অনুসরণ করবে কেননা ঘুম হতে জাগ্রত হওয়া থেকে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রতিটি কর্ম একজন মুসলিম অনুযায়ী করতে বাধ্য আর এটাই হলো আল্লাহর নিকট পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ।

জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজন উপার্জন আর এই উপার্জনের সাথে একজন মুসলিমের ইহকাল, পরকাল জরিত।

মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক,সামাজিক রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে উপার্জন প্রভাব ফেলে। উপার্জন হতে হবে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী যাকে আমরা হালাল বা বৈধ উপার্জন বলি। আর আল্লার নিষেধকৃত উপার্জন হলো হারাম উপার্জন যা একজন মুসলিমের দুনিয়া ও আখিরাত নষ্ট করে।

বৈধ ও হালাল উপার্জনের উপর নির্ভর করা এবং অবৈধ ও হারাম উপার্জন বর্জন করা মুসলিমের জন্য অন্যতম ফরয ইবাদত।

উপাজর্ন বলেত কী বুঝায়

উপার্জন শব্দটির সমর্থক শব্দগুলো হচ্ছে আয়, রোজগার, কামাই, লাভ, প্রাপ্তি, সংগ্রহ, অর্জন ইত্যাদি। পরিভাষায় উপার্জন হলো, জীবন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করা। অন্যভাবে বলা যায় যে, Income is the monetary payment received for goods or services, or from other sources, as rents or investments.
আরবিতে 'উপার্জন' হলো الكَسب (আল-কাসব), এর আক্ষরিক অর্থ 'অর্জন করা' বা 'লাভ করা। ইসলামী পরিভাষায়, এটি হলো এমন বৈধ ও হালাল উপায়ে সম্পদ অর্জন করা যা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশিত পথে অনুমোদিত।
জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনই হলো উপার্জনের প্রধান উদ্দেশ্য।

হাদিসে বলা হয়েছে, "শ্রেষ্ঠ উপার্জন হলো (শ্রমজীবীর) হাতের উপার্জন; যদি সে (তার কাজে) হিতাকাঙ্ক্ষী হয়"।

ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে উপার্জন

ইসলামি শরিআতে হালাল ও হারাম উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেহেতু পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য জীবিকা প্রয়োজন সহেতু উপার্জন করতেই হবে। যদিও জীবিকা আল্লাহর তরফ থেকে আসে তার মানে এমন না যে ঘরে বসে থাকলেই খাবার চলে আসবে। এর জন্য আমাদের পরিশ্রম করে উপার্জন করতে হয় আর কি উপায়ে উপার্জন করতে হবে সেই পথ আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। আর যে আল্লাহ বিশ্বাসী ঈমানদার মুমিন বান্দা সে অবশ্যই আল্লাহর এই বিধান মেনে চলবে তবেই সেই মুমিন আর না হয় কাফের বলে বিবেচিত হবে।

কুরআনে বলা হয়েছে, নামাজ শেষ হওয়ার পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করো।
(সূরা জুমু'আ-র ১০ নম্বর আয়াত)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রয়োজনীয় সম্পদ উপার্জন ও অনুসন্ধান করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। (কিতাবুল কাসব : ৭১)

উপার্জনের প্রকারভেদ

আল্লাহ তায়ালা তার সমগ্র সৃষ্টিকে মানুষের খাদেম করেছেন। মানুষ নির্দেশিত পথে তা থেকে উপার্জন বা সম্পদ আহরণ করবে। ইসলাম এমন একটি জীবনবিধান যেখানে কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। সেজন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হালাল বা বৈধ সুস্পষ্ট এবং হারাম বা অবৈধও স্পষ্ট আর এ দুই এর মধ্যবর্তী বিষয়গুলো হলো সন্দেহজনক। আর বেশিরভাগ লোকই সেগুলো সম্পর্কে সঠিক পরিচয় জানে না। অতএব, যে ব্যক্তি সন্দেহের মধ্যে পতিত হলো তার উদাহরণ ওই রাখালের মতো যে পশু চরায় সংরক্ষিত ভূমির সীমানায় এমনভাবে যে, যে কোনো সময়, সে তাতে প্রবেশ করবে। (বোখারি, ৪র্থ খ- : ৫২)।
উপার্জন দুই ধরনের।

ক. হালাল উপার্জন **খ.** হারাম উপার্জন।

ইসলামে উপার্জনের উৎস

কেয়ামতের দিন আদম সন্তানকে তার উপার্জনের উৎস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তাদের সেই উৎসের জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য মুমিনের জন্য হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কেয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও সস্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না। ১. তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩. ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪. তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫. সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কি-না। (তিরমিজি, ৪র্থ খ- : ২৪১৭)।

ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি

ইসলামের মূলনীতি হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা আর আল্লাহর বিধান মানা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়। কিন্তু অনেক ধার্মিক মানুষ রয়েছেন যারা সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদির বিষয়ে অনেক সচেতন হলেও হালাল ও হারাম উপার্জনের বিষয়ে মোটেও সচেতন না। আল্লাহ তাআলার পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থায় উপার্জন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার নীতিমালা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামে উপার্জনের মূলনীতি হল আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী বৈধ উপায়ে উপার্জন করা আর আল্লাহর নিষেধ অনুযায়ী হারাম উপার্জন বর্জন করা।

তেমনি জীবিকা নির্বাহের জন্য হালাল উপার্জন এবং হালাল উপার্জনের নীতিমালা প্রয়োগ করা আমাদের জন্য ফরজ ইবাদতের সমান।

এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি হাদীস প্রনিধানযোগ্য। তিনি, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

“ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।”

মাকতাবাতু দারুল বায, ১৪১৪ হি/১৯৯৪ খ্রী.খ ৬.পৃ. ১২৮)

অবৈধ উপার্জন থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পদ জেনে শুনে অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার জন্য তা বিচারকগণের নিকট পেশ করো না।”(সূরা বাকারা ১৮৮ আয়াত।)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের শুধু সৃষ্টিই করেননি,

জীবন পরিচালনার জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র করে দিয়েছেন। সে সঙ্গে উপার্জন করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ বলেন, তিনিই তো তোমাদের জন্য জমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তার রিজিক থেকে তোমরা আহার কর। আর তার নিকটই পুনরুত্থান। (সুরা মুলক : ১৫)

রিজিক আল্লাহ প্রদত্ত

রিজিক আমাদের জন্য আকাশী প্রস্তুত করা হয় নিয়ে অতিরিক্ত ভয় পেয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন "আকাশে তোমাদের রিযিক ও প্রতিস্রুত সবকিছু নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের পালনকর্তার কসম মাত্রার মতোই এটা সত্য"
(সূরা যারিয়াত ২২-২৩)

রিজিক তালাশ করা বান্দার দায়িত্ব। যখন ক্ষুধা অনুভব করব তখন ক্ষুধার নিবারণের উপায় উপকরণ না খুঁজে ঘরে বসে আল্লাহর উপর ভরসা করে থাকবো না, বরং ক্ষুধা নিবারণের উপায় খুঁজবো আর আল্লাহর দেয়া পথে উপার্জন করবো এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখবো নিশ্চয়ই তিনি আমাদের তৃষ্ণা মিটাবেন এবং আহার দান করবেন। অন্যান্য জীবন উপকরণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।
অতঃপর সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো তালাশ কর স্মরণ করো তোমরা সফল কাম হও (সূরা জুমাআ ১০)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহর উপর ভরসা করতে, তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে পাখির মত রিযিক দান করতেন। ভোরবেলা পাখিরা খালিপেটে (বাসা থেকে) বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যাবেলা উদর পূর্তি করে (বাসায়) ফিরে আসে।" (তিরমিযী ২৩৪৪, আহমাদ ৩৭২।)

ইসলামে পেশা ও শ্রমের মর্যাদা

ইসলাম শ্রমের মর্যাদা ও শ্রমিকের মর্যাদা দিয়েছে। কারণ শ্রম ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কিছুই অর্জন করা যায় না। শ্রমই হলো সব উন্নয়ন ও উৎপাদনের চাবিকাঠি। যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নতি করতে পারে। শ্রম আল্লাহ প্রদত্ত মানবজাতির জন্য এক অমূল্য শক্তি ও সম্পদ। পবিত্র কোরআন ও হাদিসে শ্রমের প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইসলামে বৈধ ভাবে উপার্জন করে খেতে মানুষকে বার বার উৎসাহিত করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের জিজ্ঞাসায় এসেছে, কোন খাবারটা ভালো, কোন কামাইটা ভালো।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন ভাষায় বলেছেন-
عمل الرجل بيده، كسب الرجل بيده

'অর্থাৎ নিজের উপার্জিত আয় ‘আতয়াব’, মানে অতি উত্তম, বেশি ভালো'।

অর্থাৎ ইসলাম মানুষকে অলস বসে থাকার, অন্যের ধন-সম্পদে নজর দেওয়ার, বেকার-ভাতা গ্রহণ করার জন্য বসে থাকার এবং দান-সদকা নির্ভর থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেনি। এর বিপরীতটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। মানুষ আয় করবে সেখান থেকে ব্যয়ও করবে। এটার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

যে ব্যক্তি স্বহস্তে পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জন করে জীবন ধারণ করে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান এবং তাকে কখনো শাস্তি দেবেন না।’ (জামিউল আখবার: ১০৮৫)।

হালাল ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানার হুকুম

প্রত্যেক মুমিনের জন্য হালাল-হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা জরুরি। কারণ ইসলামী বিশ্বাস অনুসারে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের তাদের জীবন, আমল এবং নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। হাশরের দিন আল্লাহর প্রশ্নে বলা যাবে না আমি জানতাম না। কারন আল্লাহ তালাহ কোরান সুন্নাহ দ্বারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে আমাদের অবগত করেছেন।

আল্লাহ সরাসরি প্রশ্ন করেছেন, "বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?" (সূরা যুমার: ৯)।

আহমাদ বিন আহমাদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বলেন,

معرفة الحلال من الحرام فرض عين على كل مسلم مكلف ليكون على بصيرة من دينه حتى لا يقع في المحظور ويخالف أحكام الإسلام،

‘শরী‘আতের বিধান প্রযোজ্য এমন মুসলিমের জন্য হারাম-হালাল জানা ফরয, যাতে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে এমন জাগ্রত জ্ঞানসম্পন্ন হন যেন নিষিদ্ধ বিষয়ে পতিত না হন এবং ইসলামী বিধানের বিরোধিতা না করেন’।

এতে বুঝা যায় হালাল ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে সঠিক ধরনা না থাকলে ইহকাল ও পরকাল দুই নষ্ট হবে। তাই হালাল ও হারাম উপার্জন সম্পর্কে জেনে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে।

হালাল, হারাম উপার্জন জানার আগে হালাল- হারাম কি, তা আমাদের আগে জানতে হবে।

হালাল কি?

হালালের আভিধানিক অর্থ হল المباح বা বৈধ। পরিভাষায় হালাল হল,
و المباح الذي انحلت عنه عقد الحظر وأذن الشارع في فعله
'হালাল ঐ বৈধ জিনিস যা নিষেধাজ্ঞার বন্ধন হতে মুক্ত এবং শরী'আত যে কর্মের প্রতি অনুমোদন দেয়'।

হাদীছের ভাষায়,
الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

'আল্লাহ তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হালাল করেছেন তা হালাল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে যেসব জিনিস হারাম করেছেন তা হারাম। আর যেসব জিনিস সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন তা তিনি ক্ষমা করেছেন'।
(তিরমিযী ১৭২৬, গায়াতুল মারাম ২, ৩, মিশকাত ৪২২৮।)

হালাল উপার্জন কি?

হালাল উপার্জন মানে বৈধ উপার্জন। আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত ও অনুমোদিত পন্থায় যে আয় উপার্জন করা হয় তাকে বলে হালাল উপার্জন। হালাল উপার্জনে মানুষের কল্যাণ নিহিত। রিজিক নির্ধারিত হলেও তা অর্জনের পথ হতে হবে হালাল। তাই, মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী পরিশ্রম করতে হবে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ
'হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্ত ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' (বাক্বারাহ ২/১৬৮)।

"রিজিকের পিছনে ছোটো না, বরং সৎ পথে থেকে রিজিককে নিজের দিকে টেনে আনো।"
— মুয়াজ (রাঃ)
জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে শরীআতে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

হালাল উপার্জনের মূলনীতি

হালাল উপার্জনের মূলনীতি বলতে আমরা সাধারণত যাবতীয় বৈধ পন্থাকেই বুঝি। যা কল্যাণকর ও হিতকর এবং যাবতীয় অবৈধ ও অকল্যাণ হতে মুক্ত। ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। হালাল উপার্জন বলতে বুঝায় উপার্জনের ক্ষেত্রে বৈধ ও শরীআত সম্মত পন্থা অবলম্বন। হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে; কৃষক, দিন মজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী হয়। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস। মূলত,ইসলাম যে সব পেশাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে সেসব পেশ কিংবা পন্থায় উপার্জন ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করা বৈধ বলে বিবেচিত। ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা ও মূলনীতি ঠিক রেখে বৈধ যে কোন পণ্যের ব্যবসা করার মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলামী শরীআত হালাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। ইসলামে উপার্জনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় মূলনীতি রয়েছে। এ নীতিগুলো অনুসরণ না করলে উপার্জন হালাল হবে না। যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

উপার্জেয় বস্তুটি হালাল হওয়া :

ব্যক্তি যা উপার্জন করবে সে উপার্জেয় বস্তুটি অবশ্যই হালাল হতে হবে আর ইসলাম কল্যাণকর সকল বস্তুকে মানবজাতির জন্য হালাল করেছে । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, يَاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۔ وَّ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ-اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْن "হে মানুষ পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র যা রয়েছে তা থেকে আহার কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:১৬৮]

উপার্জেয় বস্তুটি পবিত্র (তাইয়্যিব) হওয়া :

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَ كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلٰلًا طَيِّبًا-وَّ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْٓ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ
"আর আহার কর আল্লাহ যা তোমাদের রিযক দিয়েছেন তা থেকে হালাল, পবিত্র বস্তু । আর তাক্বওয়া অবলম্বন কর আল্লাহর যার প্রতি তোমরা ঈমান রাখো ।" [সূরা আল-মায়িদাহ: ৫:৮৮]

সুতরাং শুধুমাত্র হালাল হলেই চলবে না; বরং তা অবশ্যই তাইয়্যিব (পবিত্র ও উত্তম) হতে হবে । এখানে তাইয়্যিব বলতে ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত ইত্যাদি বস্তু উদ্দেশ্য। এমন উপায় অবলম্বন করতে হবে যা মূলগতভাবেই নির্ভেজাল, খাঁটি ও পবিত্র, অবশ্য অধিকাংশ মুফাসসির আয়াতে হালাল শব্দ দ্বারা 'মূলগত বৈধতা' এবং 'তাইয়্যিব' দ্বারা পদ্ধতিগত বৈধতার অর্থ গ্রহণ করেছেন এবং এ দু'শব্দ দিয়ে দু'টি মূলনীতির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

উপার্জনের ক্ষেত্রে মাধ্যমটিও বৈধ হওয়া:

শুধুমাত্র উপার্জেয় বস্তুটি হালাল ও তাইয়্যিব হলে যথেষ্ট নয়, বরং উপার্জনের মাধ্যমটিও বৈধ হতে হবে । তাই উপার্জনের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় উপায় ও মাধ্যমটিও অবশ্যই বৈধ পন্থায় হতে হবে । কেননা যাবতীয় অবৈধ উপায় ও পন্থায় অর্থসম্পদ উপার্জন করতে ইসলাম নিষেধ করেছে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে এ বিষয়ে মুমিনদেরকে সর্তক করা হয়েছে । মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُم ْ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা ।" [সূরা আন-নিসা, ৪:২৯।

উপার্জনে কম বা বেশি হওয়াকে পরীক্ষা হিসেবে মনে করা :

বেশি বা কম উপার্জন করার মধ্যে আল্লাহ পরীক্ষা করে থাকেন। এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَ نَعَّمَهٗ ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَكْرَمَنِ ؕ وَ اَمَّآ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ ۬ فَيَقُوْلُ رَبِّيْٓ اَهَانَنِ

"আর মানুষ তো এমন যে, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর তাকে সম্মান দান করেন এবং অনুগ্রহ প্রদান করেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার উপর তার রিযককে সঙ্কুচিত করে দেন, তখন সে বলে, 'আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন (ফজর: ১৫-১৬)

কেবল সম্পদ অর্জনই আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় নয়:

কেবল সম্পদ অর্জন আল্লাহর নৈকট্য লাভে বাঁধাও হতে পারে, এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, وَ مَآ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِيْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا-فَاُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَ هُمْ فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْن "আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয়, যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে। তবে যারা ঈমান আনে

ও নেক আমল করে, তারাই তাদের আমলের বিনিময়ে পাবে বহুগুণ প্রতিদান। আর তারা (জান্নাতের) সুউচ্চ প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে। (সাবা-৩৭)

রিযক দেরীতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন না করা :

রিযক দেরীতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, لا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ، فَإِنَّهُ لَنْ يَمُوتَ الْعَبْدُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ أَخْذِ الْحَلالِ، وَتَرَكِ الْحَرَام

ِ ‘রিযক দেরিতে আসছে বলে অবৈধ পন্থা অবলম্বন করো না। কেননা কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মারা যায় না যতক্ষণ না তার নির্ধারিত শেষ রিযক তার কাছে পৌঁছে যায়। অতঃপর তোমরা হালাল রিযক সুন্দরভাবে তালাশ করো। হালাল গ্রহণ কর, আর হারাম থেকে বিরত হও।’"(মুসতাদরাক হা/২১৩৪; সিলসিলাতুস সহীহাহ্ হা/২৬০৭ হাদীসটি বিশুদ্ধ)

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্র

ইসলাম হালাল ভাবে উপার্জন করার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র তেরি করে দিয়েছে যা মানুষ যুগ যুগ ধরে করে আসছে। হালাল উপার্জন করার জন্য বিভিন্ন পেশা উল্লেখ করা হলো।

ব্যবসা বাণিজ্য

পৃথিবীতে সবচেয়ে বরকতময় পেশার একটি হলো ব্যবসা। সৎ ব্যবসায়ীকে আল্লাহ তায়ালা শহীদের মর্যাদা দিবেন।

“সত্যবাদী ও বিশ্বাসী ব্যবসায়ীগণ বিচার দিবসে নবী, ওলী ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে”।
(তিরমিযী, হাদীস নং ১২০৯)

ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব রা: বলেন,
“মানুষের সঙ্গে এমন আচরণ করুন যাতে আপনি মারা গেলে তারা আপনার জন্য কাঁদে এবং আপনি বেঁচে থাকলে তারা আপনার সঙ্গে থাকতে চায়।” এটি ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত লেনদেনে সততা এবং ভাল আচরণকে
প্রভাবিত করে।

-গাজালী রহ. – ধর্মতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক বলেন,
“যে ব্যক্তি ব্যবসা করতে চায় তার উচিত বাণিজ্যের আইন, শর্তাবলী এবং অনুমোদিত ও নিষিদ্ধের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভালমত জানা, যাতে সুদ, জালিয়াতি বা প্রতারণায় জড়িয়ে পড়া এড়ানো যায়।”

ইবনে তাইমিয়াহ রহ. – ইসলামী পণ্ডিত, বলেন
“ইসলামে ব্যবসায়িক লেনদেনের লক্ষ্য হল পারস্পরিক সম্মতি, যা কেবল লেনদেন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যথাযথ, সৎভাবে প্রকাশের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।”

ইবনে খালদুন রহ. – ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক বলেন,

বাণিজ্য বলতে মূলধন বৃদ্ধি করে, কম দামে পণ্য ক্রয় করে এবং বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বোঝায় এবং এটি কেবল সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য সনাক্ত করার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।

ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে মৌলিকভাবে ইসলামের দু'টি মূলনীতি রয়েছে।

এক- ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও কায়কারবার গুলো বৈধ হতে হবে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ও অবৈধ কারবারকে ইসলাম বৈধতা দেয় না।

দুই- ব্যবসা-বাণিজ্য সকল অবস্থায় বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি, ভেজাল ও ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় থাকতে পারবে না।

ইসলামে ব্যবসার মূলনীতি

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞান ও স্বাধীনতা দিয়েছেন। তবে বল্গাহীন স্বাধীনতা দেননি। ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করেই সব কিছু করতে হবে।
নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়। (ইবনে মাজাহ: ২৩৪১)
ইসলামে ব্যবসার অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যবসায়ীদের নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের সঙ্গে পরকালে হাশর হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সব ব্যবসায়ীর জন্য এ ফজিলত নয়। বরং যারা ব্যবসায় ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ করবে তাদের জন্যই এ ফজিলত। ইসলামে ব্যবসার মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

ব্যবসায় কারো ক্ষতি করা যাবে না :

সবসময় ব্যবসার মাধ্যমো মানুষের উপকার করার মানসিকতা থাকতে হবে। কারও ক্ষতি যেন না হয় সেদিকে সজাগ থাকতে হবে। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দেন যে,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار

ঁ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অন্যের ক্ষতি করা কোনোটিই উচিত নয়। (ইবনে মাজাহ: ২৩৪১)

ব্যবসায় গ্রাহকের কাছ থেকে আমরা শুধু লাভ করছি তা নয়; বরং আমরা তাদের জিনিস ও সেবা প্রদান করছি। যদি আমরা যৌক্তিক লাভ করে থাকি এবং একচেটিয়া ব্যবসা না করি তবে সমাজের জন্য এটি একটি বড় সহায়তা। ভালো জিনিস যৌক্তিক দামে প্রদান করায় সমাজের মানুষ সন্তুষ্ট হবে, তাতে মহান আল্লাহও আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেন। যখন ব্যবসায়ী ও গ্রাহক উভয় পক্ষ অনুভব করবে আমরা উপকৃত হয়েছি তখন সেখানে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে। ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ হয়ে যাবে। যা একটি সুগঠিত সমাজের জন্য প্রয়োজন। এতে উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সাওয়াব পাবেন।

ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা যাবে না :

এ ধরনের অপকর্ম ইসলামে মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে চিহ্নিত। মন্দ জিনিস ভালো বলে চালিয়ে দেওয়া, ভালোর সঙ্গে মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে ধোঁকা দেওয়া ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম। বিখ্যাত সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

একদিন রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে গিয়ে একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তিনি খাদ্যের ভিতরে হাত প্রবেশ করে দেখলেন ভিতরের খাদ্যগুলো ভিজা বা নিম্নমান। এ অবস্থা দেখে রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাবারের পন্যের মালিক এটা কী? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসুল! এতে বৃষ্টি পড়েছিল। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সেটাকে খাবারের উপরে রাখলে না কেন; যাতে লোকেরা দেখতে পেত? যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়। (মুসলিম: ১০২)

মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যাবে না :

মিথ্যা একটি নিন্দনীয় ও বড় ধরনের অপরাধ। ব্যবসার সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ আরও বেশি মারাত্মক ও ক্ষতিকর। কোনো মুসলিম সত্যের সঙ্গে মিথ্যার সংমিশ্রণ করতে পারে না। সত্যকে গোপন করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَلۡبِسُواْ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُواْ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُون
َ তোমরা সত্যের সঙ্গে অসত্যের মিশ্রণ ঘটাবে না। জেনেশুনে সত্য গোপন করো না। (সুরা বাকারা, আয়াত: ৪২)

একজন মুমিনের দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, যা মেনে নেওয়া যায়; কিন্তু একজন মুমিনের মধ্যে মিথ্যা ও খিয়ানতের দোষ থাকাকে কোনোক্রমেই মেনে নেওয়া যায় না। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

أيكون المؤمن جبانًا؟ قال: نعم. قيل: أيكون بخيلاً؟ قال: نعم. قيل: أيكون كذابًا؟ قال: لا
একজন মুমিন দুর্বল হওয়া কি স্বাভাবিক? তিনি বললেন, হ্যাঁ- হতে পারবে। আবারও জিজ্ঞাসা করা হলো, মুমিন কি কৃপণ হতে পারে? বললেন, হ্যাঁ। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, একজন মুমিন মিথ্যুক হতে পারে? বললেন, না। (বাইহাকি শুআবুল ঈমান: ৪৮১২)

হাদিসে একজন মুমিনের অন্যান্য দুর্বলতা বা দোষের কথা স্বাভাবিক বলা হলেও মিথ্যাকে স্বাভাবিক ভাবে মেনে নেওয়া হয়নি।

ওজনে নিজ স্বার্থরক্ষায় কমবেশি করা যাবে না :

অন্যকে দেয়ার সময় ওজনে কম দেওয়া আর নেয়ার সময় বেশি করে নেয়া জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَيۡلٌ لِّلۡمُطَفِّفِينَ -ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ - وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُون َ ◌ٌ
ধ্বংস যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের জন্য। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। আর যখন তাদেরকে মেপে দেয় অথবা ওজন করে দেয় তখন কম দেয়। (সুরা মুতাফফিফিন: ১-৩)

সুতরাং তুমি যখন কাউকে দেবে তখন কম দেবে না। তুমি যে কাজটি তোমার নিজের জন্য পছন্দ করো না, তা অন্যের জন্য কীভাবে পছন্দ কর। তুমি যখন নিজের জন্য নাও তখনতো তোমাকে মাপে কম দিলে তুমি সন্তুষ্ট হবে না। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

ৃ তুমি তোমার নিজের জন্য যা ভালোবাসো তা অন্যের জন্যও ভালোবাসার আগ পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। (বুখারি: ১৩)

নিজে ঠকা যাবে না এবং অপরকেও ঠকানো যাবে না :

এক ব্যক্তি রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করল, যে সে বেচা-কেনাতে প্রতারিত হয়। রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَال

ৃ যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে, তখন তুমি বলে দিবে যে কোনো প্রতারণা বা ঠকানোর দায়িত্ব আমি নেব না। তোমার জন্য তিনদিন পর্যন্ত পণ্য ফেরত দেওয়ার অধিকার রয়েছে। (বুখারি: ৬৯৬৪)

ব্যবসার সাথে সুদকে মেশানো যাবে না :

সুদ একটি মারাত্মক অপরাধ। সুদ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। ব্যবসার নামে কোন প্রকার সুদ চালু করা যাবে না। সুদের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ

যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন দণ্ডায়মান হবে শয়তানের আসরে মোহাবিষ্টদের মতো । কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় (ব্যবসা) ওতো সুদের মতো, অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫)

মহান আল্লাহ আরও বলেন,

يَمۡحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرۡبِي ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খায়রাতকে বর্ধিত করেন। (সুরা বাকারা, আয়াত: ২৭৬)

লেনদেন যদি সুদ সংক্রান্ত হয় তবে হাদিসে এসেছে, জাবের ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে,

ّلَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ» ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاء
আল্লাহর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুদ গ্রহণকারী, প্রদানকারী, হিসাবকারী এবং সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেন তারা সকলেই সমান। (মুসলিম: ১৫৯৮)

অনুমান ভিত্তিক ব্যবসা করা হতে বিরত থাকা :

বৃক্ষস্থিত ফলকে বৃক্ষ হতে আহরিত ফলের বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুযাবানা বলে। বিভিন্ন ধরণের মুযাবানা বর্তমানেও প্রচলিত আছে। ক্ষেতে অকীর্তিত খাদ্য শস্য যথা গম, বুট ইত্যাদিকে শুকনা পরিষ্কার করা খাদ্য যথা, গম, বুট ইত্যাদির বিনিময়ে অনুমান করে বিক্রি করাকে মুহাকালা বলে। সুদের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলোকেও সুদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। (ইবনে কাসির)

অপরের মাল হনন করার চেষ্টা করা যাবে না :

ব্যবসার জটিল মারপ্যাঁচে অন্যের মাল হরণ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন,

ًَّٰيَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡ হে ঈমানদারগন তোমরা একে অপরের মাল অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। (সুরা নিসা, আয়াত: ২৯)

হাদিসে এসেছে একটি ব্যবসায়িক লেনদেনে উভয় পক্ষই খুঁতসহ পণ্যেও সঠিক বর্ণনা দিতে হবে। ইসলামের বিজনেস কন্ডাক্ট সম্পর্কে জাবির (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

আল্লাহ তার প্রতি দয়া বর্ষণ করুক যে বিক্রির সময়, ক্রয়ের সময় এবং অভিযোগের সময় সদয় থাকে। (বুখারি: ২০৭৬)

মজুদ করা যাবে না :

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে অন্তঃসারশূন্য ও বরবাদ করার জন্য যত প্রকার অর্থনৈতিক দুর্নীতি আছে তন্মধ্যে অন্যতম হল মজুদদারী। মজুদদারির প্রভাবে দ্রব্যমূল্য আকাশচুম্বী হয়। এতে মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় এবং জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ শুধুমাত্র পাপী ব্যক্তিই মজুদদারী করে থাকে। (মুসলিম: ১৬০৫)

উপরোক্ত বিষয় গুলা দ্বারা বুজা যায় হালাল ব্যবসায় উপার্জন হিসেবে সেরা কিন্তু তাতেও ইসলামের মূলনীতি মেনে বলতে হবে।

চাকরি

চাকরি জীবিকা উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। জীবিকার জন্য বেশির ভাগ মানুষের প্রথম পছন্দ চাকরি। সেখানে ব্যর্থ হলে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অন্য পেশায় যায়। চাকরি হলো নির্দিষ্ট বেতনের বিনিময়ে অন্যের কাজ করা বা কারো অধীনে ক্রিয়া সম্পাদন করা। মূলত চাকরি নিয়োগকর্তা কর্তৃক আরোপিত লিখিত বা মৌখিক শর্তাবলি পালনের চুক্তি। ইসলামে চুক্তি পালনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী চাকরি করলে চাকরিতে ব্যয়িত সময় ও সেবা প্রদান ইবাদতে পরিণত হবে, ইনশাআল্লাহ।

চাকরিকে ইবাদতে পরিণত করতে প্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হলো চাকরির ক্ষেত্র বৈধ হওয়া। চাকরির ক্ষেত্র বৈধ না হলে উপার্জিত অর্থ-সম্পদও বৈধ হবে না। কাজেই চাকরি নির্বাচন করার সময়ই এমন চাকরি পরিহার করতে হবে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। যেমন—সুদি কারবারের ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবহন, পরিবেশনসংক্রান্ত চাকরি ইসলামে অনুমোদিত নয়।

চাষাবাদ

চাষাবাদ মানব জীবনের অপরিহার্য অংশ। এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম পেশা। ইসলামে চাষাবাদের গুরত্ব অনেক।

চাষাবাদের উপযোগী করে মহান আল্লাহ এই জমিনকে বহু আগেই সাজিয়ে রেখেছেন।

কোরআন বলছে, 'তুমি ভূমিকে দেখবে শুষ্ক। পরে আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা শস্যশ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং তা উদ্গত করে সব ধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।' (সুরা : হজ, আয়াত : ৫)

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে এসেছে, নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি তোমাদের আদম (আ.) সম্পর্কে বলব। তিনি কৃষিকাজ করতেন।' (মুসতাদরাক হাকেম, হাদিস : ৪১৬৫)

হাজারো নবীর পিতা হজরত ইবরাহিম (আ.)। তাঁর সম্পর্কে মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'আমি তোমাদের ইবরাহিম (আ.) সম্পর্কে বলব। তিনি চাষবাস করতেন।' (মুসতাদরাক হাকেম, হাদিস নম্বর-৪১৬৫)

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) চাষাবাদ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লামা সুরুখসি (রহ.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) জারফ নামক স্থানে চাষাবাদ করেছেন। (আল-মাবসুত লিস সুরুখসি : ২/২৩)

আল-কোরআনে চাষাবাদের গুরুত্ব:

পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে চাষাবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে, 'তিনিই (আল্লাহ) আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি সব ধরনের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; তারপর তা থেকে সবুজ ফসল নির্গত করি, যা থেকে ঘন শস্যদানা উৎপাদন করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি বের করি আর আঙুরের বাগান সৃষ্টি করি এবং জয়তুন ও আনারও। এরা একে অন্যের সদৃশ ও বিসদৃশ। লক্ষ করো তার ফলের প্রতি, যখন তা ফলবান হয় এবং তার পরিপক্বতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো। ঈমানদারদের জন্য এগুলোয় অবশ্যই নিদর্শন আছে।' (সুরা : আনআম, আয়াত : ৯৯)

শুষ্ক বীজ ও শুষ্ক আঁটির ভেতর থেকে শ্যামল ও সতেজ বৃক্ষ বের করে দেওয়া একমাত্র জগৎস্রষ্টারই কাজ। এর মধ্যে মানুষের চেষ্টা ও কর্মের প্রভাব নেই। আল্লাহর কুদরতে বীজ ও আঁটির ভেতর থেকে যে নাজুক অঙ্কুর গজিয়ে ওঠে, তার বেড়ে ওঠার পথ থেকে প্রতিবন্ধক ও ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেওয়াই কৃষকের মূল চেষ্টার বিষয়। লাঙল চষে মাটি নরম করা, সার দেওয়া, পানি দেওয়া—এতটুকুই কৃষকের কাজ। আসল কাজ হচ্ছে বীজ ও আঁটি থেকে বৃক্ষের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, অতঃপর তাতে রংবেরংয়ের রকমারি পাতা গজানো এবং তা ফলে-ফুলে সুশোভিত হওয়া। এ ক্ষেত্রে মানবীয় কর্মের কোনো প্রভাব নেই।

তাই অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা কি ওই বীজগুলো দেখো না, যা তোমরা মাটিতে ফেলে দাও? এগুলো থেকে তোমরা ফসল উৎপাদন করো, না আমি করি?’ (সুরা : ওয়াকিয়া, আয়াত : ৬৩-৬৪)

কোরআনের অলৌকিকতা হলো, কোরআন চাষবাসের কথা বলছে, অথচ সেখানে ঐশী চেতনা জাগ্রত করতে চেয়েছে। কোরানে আছে, ‘মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ করুক। আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি। পরে আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি এবং আমি তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙুর, শাকসবজি, জাইতুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফল ও গবাদি খাদ্য। এটা তোমাদের ও তোমাদের জীবজন্তুর ভোগের জন্য।’ (সুরা : আবাসা, আয়াত : ২৪-৩২)

মৃত ভূমিকে জীবিত করার জন্য মহান আল্লাহ সুদূর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। সেই পানি জমিনকে জীবিত করে তোলে। এই পুনর্জীবন পুনরুত্থানের প্রতীক।
কোরআনের আছে, ‘আকাশ থেকে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি। তা দিয়ে আমি সৃষ্টি করি বাগান ও পরিপক্ক শস্যরাজি ও সমুন্নত খেজুরগাছ, যার মধ্যে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর। (এগুলো) আমার বান্দাদের জীবিকাস্বরূপ। বৃষ্টি দিয়ে আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে। এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে।’ (সুরা : ক্বফ, আয়াত : ৯-১১)

মরুময় আরবে মহানবী (সা.) জন্মগ্রহণ করেছেন। তথাপি তাঁর বহু বাণী রয়েছে কৃষিকাজের গুরুত্বের ওপর।
তাঁর এ হাদিসটি আছে, ‘যে মুসলমান কোনো বৃক্ষ রোপণ করে কিংবা বীজ বপন করে, তারপর তা থেকে কোনো পাখি, মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে, তাহলে এর বিনিময়ে তার জন্য একটি সদকার সওয়াব রয়েছে।’ (বুখারি শরিফ, হাদিস : ২১৩৭; মুসলিম শরিফ, হাদিস : ১৫৫৩)

এতে বুঝা যায় কৃষি কাজ করে উপার্জন করা হালাল হয় এমন কি অন্য সৃষ্টির মঙ্গলও বটে।

শ্রম নির্ভর পেশা

ইসলামে শ্রমের মর্যাদা অত্যধিক। শ্রম দ্বারা অর্জিত খাদ্যকে ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য হিসেবে আখ্যা দিয়েছে এবং জীবিকা অন্বেষণকে উত্তম ইবাদত হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। মহানবী

(সা.) বলেছেন, "ফরজ ইবাদতের পর হালাল রুজি অর্জন করা একটি ফরজ ইবাদত।" (বায়হাকী)

শ্রমনীতি প্রণয়নের কাজটা সর্বপ্রথম ইসলামই করেছে। ইসলামই প্রথম শ্রমিকের প্রতি যথার্থ দৃষ্টি দিয়েছে। তাকে দিয়েছে সম্মান ও মর্যাদা আর শ্রমের স্বীকৃতি। আল্লাহর রাসূল সঃ যখন এই নীতি চালু করেন তখন সমাজে শ্রমিকদের মানুষই মনে করা হতো না, অধিকারতো অনেক পরের ব্যাপার।

মানুষের প্রয়োজনীয় কোনো কাজই তুচ্ছ নয়। মুচি জুতা সেলাই করেন, নাপিত চুল কাটেন, দর্জি কাপড় সেলাই করেন, ধোপা কাপড় পরিষ্কার করেন, জেলে মাছ ধরেন, ফেরিওয়ালা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, তাঁতী কাপড় বুনেন, কুমার পাতিল বানান, নৌকার মাঝি মানুষ পারাপার করেন। এসব কাজ এতই জরুরি যে, কাউকে না কাউকে অবশ্যই কাজগুলো করতে হবে। কেউ যদি এসব কাজ করতে এগিয়ে না আসতেন, তা হলে মানবজীবন অচল হয়ে পড়ত। কোনো কাজই নগণ্য নয় এবং যারা এসব কাজ করেন, তারাও হীন বা ঘৃণ্য নন।

ইসলাম সমাজের আর দশজন সদস্যের মতো নাগরিক হিসেবে তাদের প্রাকৃতিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দিয়েছে। শ্রমিক হিসেবে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে অনেক মূলনীতি ও বিধিও প্রবর্তন করেছে। যাতে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা হয়।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) শ্রমকে ভালোবাসতেন। তিনি নিজ হাতে জুতা মেরামত করেছেন, কাপড়ে তালি লাগিয়েছেন, মাঠে মেষ চরায়েছেন। নবীজী ব্যবসা পরিচালনাও করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে নিজ হাতে পরিখা খনন করেছেন। বাড়িতে আগত মুসাফির কর্তৃক বিছানায় পায়খানা করে রেখে যাওয়া কাপড় ধৌত করে মানবতা ও শ্রমের মর্যাদা সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

শ্রমিকের মর্যাদা সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, "শ্রমজীবী আল্লাহর বন্ধু।" (বায়হাকী) মহানবী এ ব্যাপারে আরো বলেন, "নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর নেই। আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ) নিজের হাতে কাজ করে খেতেন।" (বুখারী)

রাসূল সঃ শ্রমিকদের অধিকার সম্বন্ধে বলেন- তারা তোমাদের ভাই আল্লাহ্ তাদের দায়িত্ব তোমাদের উপর অর্পণ করেছেন। কাজেই আল্লাহ যাদের উপর এরূপ দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন তাদের কর্তব্য হলো তারা যে রকম খাবার খাবে তাদেরকেও সেরকম খাবার দেবে, তারা যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরাবার ব্যবস্থা করবে। যে কাজ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ও

সাধ্যতীত তা করার জন্যে তাদেরকে কখনও বাধ্য করবে না। যদি সে কাজ তাদের দিয়েই করাতে হয় তা হলে সে জন্যে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য অবশ্যই করতে হবে। (বুখারী)

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,
“শ্রমিককে তার শ্রমের প্রাপ্য তার ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগেই প্রদান কর”। (ইবনে মাজহা ২৪৪৩)

ইসলাম সর্বোপরি সামাজিক ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কথা অনস্বীকার্য আমাদের সভ্যতা নির্মিত হচ্ছে শ্রমিকের ঘামের উপর। তাই বলা যায় শ্রম নির্ভর উপার্জন অন্যতম হালাল ও বৈধ উপার্জন।

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে যা আবশ্যক বৈশিষ্ট্য

হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে কিছু আবশ্যকীয় বিষয়
মেনে চলতে হয়। উপার্জনে এই বিষয়গুলা উপস্থিত থাকলেই হালাল উপার্জনের বৈশিষ্ট্য হবে।

সততা :

উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে সততা থাকতে হবে।
উপার্জেয় বস্তু হালাল এবং পদ্ধতিগতভাবে হালাল হলেও সততা না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না। আর সততা অর্জন করার মাধ্যমে জান্নাতে যাওয়ার বিরাট সুযোগ রয়েছে । হাদীসে এসেছে, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "সৎ ও আমানতদার ব্যবসায়ী (ক্বিয়ামতের দিন) নবীগণ, সিদ্দিক্বীন ও শহীদগণের সাথে থাকবে।

আমানতদারি :

আমানতদারি এমন একটি গুণ যা হালাল উপার্জন করার জন্য অপরিহার্য। আমানতদারি না থাকলে উপার্জন হালাল হবে না । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَ لْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ

"আর যদি তোমরা একে অপরকে বিশ্বস্ত মনে কর, তবে যাকে বিশ্বস্ত মনে করা হয়, সে যেন স্বীয় আমানত আদায় করে এবং নিজ রব আল্লাহকে ভয় করো"(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২৮৩।)

ওয়াদা পালন করা :

চাকরি বা ব্যবসায় যেসব ওয়াদা করা হবে তা অবশ্যই পালন করতে হবে। ওয়াদা পালন করে হালাল উপার্জন করার পাশাপাশি আল্লাহর ভালবাসাও পাওয়া যায়। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ "
হ্যাঁ, অবশ্যই যে নিজ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তবে নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে ভালবাসেন।"(সূরা আলে 'ইমরান: ৩:৭৬)

তাছাড়া ওয়াদাপূরণ জান্নাতে যাওয়ার কারণ। হযরত উবাদা ইবনে সামিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ : اُصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ ، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ ، وَأَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ 'তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ের নিশ্চয়তা দাও, আমি তোমদেরকে জান্নাতে যাওয়ার যামীন হব, যখন কথা বলবে সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তা পূরণ করবে, যখন আমানত গ্রহণ করবে তখন তা আদায় করবে, তোমাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে, তোমাদের চক্ষুগুলো নীচু করে রাখবে এবং হাতগুলো নিয়ন্ত্রনে রাখবে'।

আন্তরিকতা :

উপার্জন হালাল করার জন্য উক্ত কাজে আন্তরিক হতে হবে। কথা ও কাজের গরমিল পাওয়া গেলে হালাল উপার্জন থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আন্তরিকতার ঘাটতি মুনাফিকের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِم-

"তারা তাদের মুখে বলে, যা তাদের অন্তরসমূহে নেই।" (আ-ল ইমরান-১৬৭)

স্বচ্ছতা:

উপার্জন হালাল করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা থাকতে হবে, কোনো গোজামিল বা অস্পষ্টতা থাকতে পারবে না । আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।"(আহযাব-৭০) আল্লাহ তা'আলা আরও এরশাদ করেন,

قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللهُؕ-وَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى الْاَرْضِؕ-وَ اللهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْر

"বলুন, 'তোমরা যদি তোমাদের অন্তরসমূহে যা আছে তা গোপন কর অথবা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন। আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা আছে, তাও তিনি জানেন। আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান('"[আ-ল ইমরান-২৯)

শৃঙ্খলা :

ব্যক্তির মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হবে। এমন বিধি-বিধান যা কুর'আন সুন্নাহ বিরোধী নয়

তা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُم -

"হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের।" (নিসা-৫৯)

ইলম অর্জন :

যেহেতু দেশে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু নেই, সেজন্য ব্যক্তিকে হালাল উপার্জন করার জন্য ইলম অর্জন করতে হবে। কারণ তাকে জানতে হবে কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللهِ الَّتِىْٓ اَخْرَ جَ لِعِبَادِهٖ وَ الطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ - "বলুন, 'কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযক?"[আ'রাফ-৩২]

অবশ্যই হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্য গুলো দেখে তারপর বিবেচনা করতে হবে।

হালাল জীবিকা উপার্জনে শ্রেষ্ঠতম মানুষদের প্রচেষ্টা

প্রথম মানব আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল যুগের শ্রেষ্ঠ মানবগণ হালাল জীবিকা উপার্জনে তৎপর ছিলেন। তাদের অনুসরণ করলে হালাল উপার্জনের প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং হারাম উপার্জনের চিন্তা চেতনা বিদূরিত হবে। নবী-রাসূলগণ মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে বসে থাকেননি। বরং কাজ করেছেন। ঐ সমস্ত শ্রেষ্ঠ মানবদের জীবিকা উপার্জনের কিছু দিক এখানে তুলে ধরা হ'ল, যা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা আমাদের কর্মজীবনে তা বাস্তবায়ন করতে পারি।

নবী-রাসুলের জীবনে হালাল উপার্জন :

কুরআন-হাদিস, ইসলামের ইতিহাস পড়লে যানা যায় সব নবীই হালাল ভাবে পরিশ্রম করে জীবিকানির্বাহ করতেন। ইসলামের সব নবী ঘাম ঝরিয়ে নিজে শ্রমিক হয়ে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আল্লাহ তার নবীদের উদ্দেশে বলেছেন, হে রাসুলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ থেকে আহার কর এবং সৎকাজ কর। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত। (সুরা মুমিনুন: ৫১)

আদম (আঃ) :

মানব জাতির আদি পিতা আদম (আঃ) ছিলেন একজন কৃষক। যিনি জমিতে ফসল ফলাতেন এবং নিজ হাতে কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরী করতেন। আর এ কাজে তাঁর স্ত্রীও সাহায্য করতেন। তিনি একজন রাজ মিস্ত্রীও ছিলেন।

দাউদ (আঃ) :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه ِ,

'আল্লাহর নবী দাঊদ (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন'।

ইবনু আববাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, كَانَ دَاوُدُ زَرَّادًا وَكَانَ آدَمُ حَرَّاثًا وَكَانَ نُوحٌ نَجَّارًا وَكَانَ إِدْرِيسُ خَيَّاطًا وَكَانَ مُوْسَى رَاعِيًا

‘দাঊদ (আঃ) ছিলেন বর্ম নির্মাতা, আদম (আঃ) ছিলেন কৃষক, নূহ (আঃ) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রী, ইদ্রীস (আঃ) ছিলেন দর্জি, মূসা (আঃ) ছিলেন রাখাল’।

ইদ্রীস (আঃ) :

সর্বপ্রথম ইদ্রীস (আঃ) প্রথম ব্যক্তি যিনি সুতার তৈরী সেলাইযুক্ত পোষাক তৈরী করেন।

নূহ (আঃ) :

নূহ (আঃ) নিজ কওমের ছাগল চরাতেন। তিনি কাঠ মিস্ত্রীও ছিলেন। তিনি প্লাবনের পূর্বে স্বহস্তে কাঠের নৌকা তৈরী করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْه ‘সে নৌকা নির্মাণ করতে লাগল, আর যখনই তার কওমের প্রধানদের কোন দল তার নিকট দিয়ে গমন করত, তখনই তার সাথে উপহাস করত’ (হূদ ১১/৩৮)।

ইউসুফ (আঃ) :

ইউসুফ (আঃ) ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। আল্লাহ
তা‘আলা কুরআনে বলেন,قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم
‘ইউসুফ বলল, আপনি আমাকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত করু।নিশ্চয়ই আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও (এ বিষয়ে) বিজ্ঞ’ (ইউসুফ ১২/৫৫)।

মূসা (আঃ) :

মূসার দৈহিক শক্তি ও আমানতদারিতার কারণে আট বা দশ বছর শো‘আয়েব (আঃ)-এর ছাগল চরানোর বিনিময়ে তার কন্যাকে বিবাহ করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِين
‘নিশ্চয়ই কর্মচারী হিসাবে উত্তম হবে সে ব্যক্তি, যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত’।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) :

আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কয়েক কীরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর ছাগল চরাতেন। এ বিষয়ে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَم ‘আল্লাহ

তা‘আলা এমন কোন নবী প্রেরণ করেননি, যিনি বকরী চরাননি। তখন তাঁর ছাহাবীগণ বলেন, আপনিও? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আমি কয়েক কীরাতের (মুদ্রা) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের ছাগল চরাতাম’

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كَانَ زَكَرِيَّاءُ نَجَّارًا ‘যাকারিয়া (আঃ) ছিলেন কাঠ মিস্ত্রী।

খোলাফায়ে রাশেদীন :

আবুবকর (রাঃ) : আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) ছিলেন জাহেলী যুগ থেকেই একজন সৎ ব্যবসায়ী। কুরাইশদের মধ্যে তিনি ছিলেন ধনাঢ্য ব্যক্তি। ইসলাম কবুল করার পর তার সম্পদ গোলাম আযাদ ও ইসলাম প্রচারের কাজে ব্যয় করেন। কিন্তু যখন তিনি খলীফা নিযুক্ত হন, তখনও কাপড় নিয়ে বাজারে বিক্রির জন্য বের হন। পরে ওমর ও আবু ওবায়দার পরামর্শক্রমে ভাতা নির্ধারণ করলে তা থেকে সংসার চালান।

ওমর ফারূক (রাঃ) : ওমর (রাঃ) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

ওছমান (রাঃ) : ওছমান (রাঃ) জাহেলী যুগে ও ইসলামী যুগে কাপড় বিক্রয় করতেন এবং এর মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আলী (রাঃ) : আলী (রাঃ) নিজ হাতে কাজ করতেন। তিনি খেজুরের বিনিময়ে কুপ থেকে পানি তুলে অন্যের জমিতে সেচ দিতেন। তার কষ্ট এমন পর্যায়ে পৌঁছতো যে হাতে রশির দাগ পড়ে যেত।

অন্যান্য ছাহাবী :

খাববাব ইবনে আরত ছিলেন কর্মকার, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসূদ (রাঃ) ছিলেন রাখাল, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) তীর প্রস্তুতকারী ছিলেন, জোবায়ের ইবনে আওয়াম দর্জী, বেলাল ইবনে রাবাহ ও আম্মার ইবনে ইয়াসির গোলাম ছিলেন। সালমান ফারসী ক্ষুরকার ও খেজুর গাছে পরাগায়নের কাজ করতেন। বারা ইবনে আযেব ও যায়েদ বিন আরকাম ছিলেন ব্যবসায়ী।

উপরোক্ত মহান ব্যক্তিদের কর্মজীবন থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত। হালাল জীবিকা গ্রহন আমাদের জীবন হবে কল্যাণকর।

ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য হালাল ও সৎ উপার্জনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

হালাল উপার্জন স্বতন্ত্র একটি ইবাদত; যা দোয়া ও আমল কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। কেয়ামতের ভয়ানক দিবসে মহান আল্লাহ প্রত্যেক বিশ্বাসী বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করবেন। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন হবে, তুমি কোন পথে উপার্জন করেছ? তাই ইসলামে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।

পবিত্র কোরআনে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা ইসলাম নির্দেশিত বৈধ পথে আয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, 'হে মানবজাতি, তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু আহার করো, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (সুরা বাকারা ১৬৮)

হালাল উপায়ে জীবিকা উপার্জনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় ধনী দরিদ্রের মাঝে সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে। কৃষক দিন মজুর, ক্রেতা-বিক্রেতা, শ্রমিক-মালিক এবং অধস্তনদের সাথে উর্ধ্বতনদের সুদৃঢ় ও সংগতিপূণ সম্পর্ক তৈরী হয়। ফলে সকল শ্রেণীর নাগরিকই তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় এবং সমাজ সংসারে নেমে আসে শান্তির সুবাতাস।

ইসলাম যে পেশাকে অবৈধ বলে ঘোষনা করেছে সেসব পন্থায় উপার্জন ব্যতীত অন্যান্য পন্থায় উপার্জন করা বৈধ বলে বিবেচিত। ইসলাম প্রদত্ত সীমারেখা ও মূলনীতি ঠিক রেখে বৈধ যে কোন পণ্যের ব্যবসা করার মাধ্যমে উপার্জনকে ইসলামী শরী'আত হালাল হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। এছাড়া যদি কেউ বৈধ উপায়ে যোগ্যতানুযায়ী চাকুরী করে এবং ঘুষ সহ যাবতীয় অবৈধ লেন-দেন ও অসৎ মানসিকতা থেকে দুরে থাকে তবে সেটাও জীবিকার্জনের হালাল পন্থা হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

অতঃপর সকল বিশ্ববাসীর উদ্দেশে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা হালাল উত্তম রিজিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত: ১৭২)।

প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنِ

ً ‘হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারাহ ২/১৬৮)।

অন্যত্র তিনি বলেন,َفَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْن 'আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হ’তে আহার কর এবং আল্লাহর নে‘মতের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর’ (নাহল ১৬/১১৪)।

সাঈদ বিন ইয়াযীদ বলেন,

خمس خصال بها تمام العلم، وهي: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، والعمل على السنة، وأكل الحلال، فإن فقدت واحدة لم يرفع العمل.

‘পাঁচটি গুণে ইলমের পূর্ণতা রয়েছে। আর তা হ’ল আল্লাহকে চেনা, হক বুঝা, আল্লাহর জন্য ইখলাছপূর্ণ আমল করা, সুন্নাহ মোতাবেক আমল ও হালাল খাদ্য গ্রহণ করা। আর এর একটি নষ্ট হ’লে আমল কবুল হবে না’।

পারিবারিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব

পারিবারিক দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । পারিবারিক দায়িত্ব পালনে তাকে উপার্জন করে পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানসহ অন্যান্য মৌলিক চাহিদা রয়েছে মেটাতে হয়, এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"আর সন্তানের পিতার উপর কর্তব্য, বিধি মোতাবেক মায়েদেরকে খাবার ও পোশাক প্রদান করা ।"[সূরা আল-বাক্বারাহ: ২:২৩৩]

হালাল উপার্জন কঠিন হতে পারে, কিন্তু তাতে পরিবারে রিজিক বাড়ে। বরকত- রহমত বর্ষণ হয় আর সম্মান বৃদ্ধি পায়। পরিবারের সদস্যরা ঘন ঘন অমঙ্গল,অঘটন অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটন হতে রক্ষা পায়।

আল্লাহর দেয়া নীতিমালা অনুযায়ী বৈধ বা হালাল উপার্জন পরিবারকে পবিত্র ও কল্যাণকর জীবন প্রদান করে। পারিবারিক সদস্যদের ইবাদত কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।পরিবারের সদস্যদের জীবনে আল্লাহর নিয়ামত ও বারাকাহ আসে।

উত্তরাধিকারীদের স্বচ্ছল রেখে যাওয়ার উপায় হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এভাবে বলেছেন, إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ "

তোমাদের সন্তান সন্তুতিদেরকে সক্ষম ও সাবলম্বী রেখে যাওয়া, তাদেরকে অভাবী ও মানুষের কাছে হাত পাতা অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।"

হালাল উপার্জন বৈধ ও নৈতিক উপায়ে অর্জিত হয়, হালাল উপার্জন পরিবারের জন্য মঙ্গলজনক।

পারিবারিক জীবনে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে পারিবারিক বরকত,শান্তি অর্জিত হয়, না হয় আস্তে আস্তে পরিবার থেকে বরকত,রহমত ওঠে যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব

হালাল উপার্জনের জন্য সঠিক নিয়ত থাকা প্রয়োজন যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মূল লক্ষ্য।

হালাল আয় মানসিক শান্তি দেয় এবং জীবন সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে।

দুনিয়ার সাময়িক সুখের লোভে হারাম পথে উপার্জন করা উচিত নয়, বরং হারাম বর্জন করে হালাল পথে চলাটাই একজন মুমিনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।
যদিও সৎ উপার্জনে দেরি হতে পারে, কিন্তু শেষমেশ তা সম্মান ও শান্তি নিয়ে আসে। মৃত্যুর পর যখন হিসাব নেওয়া হবে, তখন হালাল উপার্জনই সবচেয়ে বড় নাজাতের কারণ হবে।
সৎ পথে উপার্জন করতে সময় লাগে, কষ্ট হয়, কিন্তু এতে ঘুম শান্তির হয় এবং মাথা সবসময় উঁচু করে চলা যায়।
যে ব্যক্তি হালাল পথে উপার্জন করে, সে শুধু পরিবারের ভরণপোষণ করে না, বরং সে জান্নাতের পথেও এগিয়ে যায়।
যদিও সৎ উপার্জনের ঘামে যতই ক্লান্তি থাকুক, তাতেই থাকে জীবনের সবচেয়ে পবিত্র পরিশ্রমের গন্ধ।
"সৎ পথে উপার্জন করা মানে নিজের বিবেক, পরিবার আর সৃষ্টিকর্তার কাছে পরিষ্কার থাকা—এটাই প্রকৃত সাহস।"
জীবনে শুধু কত টাকা রোজগার করলাম সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং কোথা থেকে এবং কীভাবে সেই উপার্জন হলো আসল তাহলে ব্যক্তি জীবনের দুনিয়া ও আখিরাত সুন্দর ও সহজ হয়।

সামাজিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব

যখন সমাজের মানুষ বৈধ পথে উপার্জন করে, তখন সমাজে অপরাধ, যেমন চুরি, ডাকাতি এবং সুদ কমে যায়। এতে সামাজিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।
হালাল উপার্জন মানুষকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং এর ফলে সমাজে সুষম অর্থনৈতিক ও নৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়। হালাল উপার্জন যেমন ব্যক্তিগতভাবে উপকারী, তেমনি এটি সসমাজের উপর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এটি সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করে এবং নৈতিক অবক্ষয় রোধ করে। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ দিয়ে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ করা যায়।
"সৎ পথে উপার্জন করা মানুষ সমাজের আসল বীর। কারণ তারা হারাম থেকে বাঁচে, লোভের কাছে নত হয় না।"
হালাল উপার্জনের ফলে সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে একটি সুষম ভারসাম্য ফিরে আসে। যখন হালাল উপার্জনের পরিমাণ বাড়ে, তখন সমাজে সৎ ও আল্লাহভীরু মানুষের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, যা সামগ্রিকভাবে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি ঘটায়।

রাষ্ট্রীয় জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব

রাষ্ট্রীয় জীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম।
যখন সকল নাগরিক হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবনযাপন করে, তখন তাদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটি একটি শান্তিপূর্ণ ও সহযোগী সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

কোরানে আছে, "তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো"সূরা শুরা (৪২:১৩):
এই আয়াতটি একটি সম্পূর্ণ ইসলামী জীবনব্যবস্থা ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেয়। যেকোনো উপার্জন হতে হবে রাষ্ট্রীয় আইন ও ইসলামী শরিয়ত অনুযায়ী বৈধ।
হালাল উপার্জন নীতি অনুসরণ করলে সমাজে জুলুম, শোষণ ও বঞ্চনা কমে আসে, যা রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আর্থিক জীবনে হালাল উপার্জনের প্রভাব

হালাল উপার্জনে আল্লাহর পক্ষ হতে অর্থে বরকত ও রহমত লাভ হয়। উপার্জনে বরকত লাভ করতে হলে একমাত্র হালাল পন্থায় হতে হবে। কেননা বরকত দানের মালিক মহান আল্লাহ। তিনি শুধু বৈধ উপার্জনকেই বরকত মন্ডিত করেন এবং যাবতীয় অবৈধ উপার্জনের বরকত নষ্ট হয়ে যায় আর অপচয় বৃদ্ধি পায়, ফলে সম্পদের প্রাচুর্য লাভে বিলম্ব হয়। অন্যদিকে হালাল উপার্জন কম হলেও তাতে বরকতের কারণে খুব স্বল্প সময়েই বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

“যে টাকা ঘামে কামাই, সে টাকায় বরকত থাকে – এটাই সত্যিকারের সম্পদ”

পৃথিবী উপার্জন করার একমাত্র ক্ষেত্র আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, জীবন পরিচালনার জন্য এ পৃথিবীকে কর্মক্ষেত্র করে দিয়েছেন। সে সাথে উপার্জন করার জন্য অসংখ্য ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা এরশাদ করেন, هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖؕ- وَ اِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝

“তিনিই তো তোমাদের জন্য যমীনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ কর এবং তাঁর রিযক থেকে তোমরা আহার কর। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।” [সূরা আল-মুলক: ৬৭:১৫]

হালাল উপার্জনের সম্ভাব্য কিছু মাধ্যম মানবজীবনে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

হালাল উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে অসৎ ও অনৈতিক পথ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা। হালাল উপার্জনের মাধ্যমে মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হয়, যা ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

হালাল ও সৎ উপার্জনের ফজিলত

হালাল জীবিকা গ্রহণ করা ওয়াজিব। হালাল জীবিকা উপার্জন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একজন মুসলিমরে জীবনে হালাল উপার্জনের ফজিলত অপরিহার্য ভুমিকা পালন করে। একজন মুসলিম কর্মক্ষেত্রে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয় সর্বক্ষেত্রে হালালকে গ্রহণ করবে এবং হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে বলেন,

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذَا دُعُوْا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْن-َ

‘অথচ মুমিনদের কথা তো কেবল এটাই হ’তে পারে যে, যখন তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূলের দিকে ডাকা হয় তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেওয়ার জন্য, তখন তারা বলবে আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর এরাই হ’ল সফলকাম’ (নূর ২৪/৫১)।

সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তি স্বহস্তে উপার্জিত হালাল রিজিক আহার করল, সে বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে।’ (জামিউল আখবার: ৩৯০)।

আল্লাহর নির্ধারিত পন্থা হালাল উপার্জনের ফজিলত অপরিসীম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে হালাল উপার্জনের ভূমিকা

সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই জান্নাত লাভ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। এটি বান্দার বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধি অর্জনের দলীল। শেষ দিবসের সুসংবাদের অঙ্গিকার।

হাদিসে বলা হয়েছে, "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জনের জন্য ক্লান্ত হয়ে রাত্রি যাপন করে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।" (ইবনে আবিদ দুনিয়া, ইসলাহুল মাল, পৃ. ৭৮, দারুল কুতুব, কায়রো, ২০১৮)

মানুষ যত আমল করে সবের মুলে থাকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রত্যাশা। যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন, তার সবকিছুই অর্জিত হবে অনায়াসে।

নামাজ, রোজা, জিকির-আজকার ও গুনাহ পরিত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। হালাল উপার্জন করা আর হারাম উপার্জন বর্জন করা অন্যতম ইবাদত। এটা আল্লাহর হুকুম যা মান্য করলে মুমিন আর অমান্য করলে কাফের। আর আল্লাহ কে সন্তুষ্ট করতে হলে অবশ্যই আমাদের তার হুকুম মানতে হবে। তবেই আল্লাহ তায়ালা বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন।
রাসুল (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের বোঝা থেকে মুক্তি দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির মাধ্যমে মানুষের সন্তুষ্টি তালাশ করে, আল্লাহ তাকে মানুষের ওপর ছেড়ে দেবেন" (তিরমিজি, হাদিস: ২৪১৪)।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, বান্দা যদি সর্বদা তার রবের সন্তুষ্টির আকাঙ্খা করতে থাকে। এক সময় আল্লাহ তায়ালা জিব্রাইল (আ.)-কে বলে দেন, অমুক বান্দা আমার সন্তুষ্টি পেতে উৎসুক, তাই তাকে আমি আমার দয়ার চাদরে ঢেকে নিলাম।-(মুসনাদে আহমদ ২২৪৫৪)

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি। রাসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, "তোমরা কি সন্তুষ্ট?" তারা বলবে, "কেন সন্তুষ্ট হব না, যখন আপনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছে যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেননি?"

আল্লাহ বলবেন, “আমি কি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু দেব না?” তারা বলবে, “হে আমাদের রব, এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?” আল্লাহ বলবেন, “আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি প্রকাশ করব, এরপর আমি কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না।” (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস: ৭৩৭৪)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো জান্নাতের সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার। আর এই পুরুস্কার কোন কম দামী জিনিস নয়, এটি পেতে হলে আল্লাহর হুকুম মেনে দুনিয়াবি কষ্ট হলেও হালাল উপার্জন করতে হবে।

ইবাদত কবুলে হালাল উপার্জনে ভূমিকা

ইবাদত কবুলের অন্যতম শর্ত হালাল উপার্জন।
হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদ, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তাঁর ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। বান্দা যে সব ইবাদত করে থাকে হালাল উপার্জনও তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত।
এ বিষয়ে কুরআনে বলা হয়েছে, فَٱبۡتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزۡقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥٓۖ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ
“তাই আল্লাহর কাছে রিযক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁরই কাছে তোমাদেরকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে” (সূরা আল-‘আনকাবূত: ২৯:১৭।)

পৃথিবীতে মানবজাতির আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য, আল্লাহর ইবাদত করা। ইরশাদ হয়েছে, ‘আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি যেন তারা আমার ইবাদত করবে।’ (সুরা : জারিয়াত, আয়াত : ৫৬)

আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য উপার্জন হালাল উপায়ে হওয়া জরুরি। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, “হে মানুষ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অতিপবিত্র। তাই তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না।

মানুষ জীবনে যা উপভোগ করে, সবই তার রিজিক। তবে রিজিক পবিত্র এবং বৈধ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। প্রথমত ব্যবহার্য বা উপভোগ্য বস্তু বা বিষয়টি হালাল তথা পবিত্র ও অনুমোদিত হতে হবে। দ্বিতীয়ত তা প্রাপ্তি বা অর্জনের মাধ্যম হালাল তথা বৈধ হতে হবে।

হারাম বস্তু হালাল পন্থায় অর্জন করলেও তা যেমন হারাম, অনুরূপ হালাল বস্তু হারাম পন্থায় উপার্জন করলেও তা হারাম।

মহান আল্লাহ এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র খাদ্যবস্তু আছে তা হতে তোমরা আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৬৮)

অজু ছাড়া যেমন নামাজ শুদ্ধ হয় না, ঠিক তেমনি হারাম উপায়ে উপার্জিত খাবার ভক্ষণ করে ইবাদত বা দোয়া করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না। দয়াময় আল্লাহ সব নবী-রসুলকে

নেক আমলের নির্দেশের পূর্বে হালাল উপার্জিত আহার ভক্ষণের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো এবং সৎকর্ম করো।তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি পূর্ণ অবগত। (সুরা মু'মিনুন, আয়াত ৫১)

মহান আল্লাহ আরও ইরশাদ করেন, হে মুমিনগণ! তোমরা হালাল পবিত্র উত্তম রিজিক আহার করো, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। (সুরা বাকারা, আয়াত ১৭২)

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, ওই দেহ জান্নাতে যাবে না, যা হারাম (খাদ্য) থেকে উৎপন্ন। (সুনানে তিরমিজি)

হালাল রিজিক উপার্জন অন্যতম একটি ফরজ ইবাদত। কষ্ট করে ইবাদত করে যদি সেই ইবাদত কবুলই না হলো তাহলে ইহকাল, পরকাল দুই নষ্ট। তাই ইবাদত কবুলের জন্য অবশ্যই হালাল উপার্জনের উপর নির্ভর করতে হবে, এর মাধ্যমে ই আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে।

দোয়া কবুলে হালাল উপার্জনে ভূমিকা

দোয়া কবুল হতে হলে অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় মাধ্যম হলো জীবিকা হালাল হতে হবে।হালাল উপার্জন স্বতন্ত্র একটি ইবাদত; যা দোয়া ও আমল কবুল হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত।
ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেন, হালাল খাওয়া, হালাল পান করা, হালাল পরিধান করা ও হালাল খেয়ে পরিপুষ্ট হওয়া দো'আ কবুল হওয়ার শর্ত।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করে উষ্কখুষ্ক চুল নিয়ে ধুলিমলিন অবস্থায় দুই হাত আকাশের দিকে তুলে দো'আ করে, ইয়া রবব, ইয়া রবব! অথচ তার খাদ্য হারাম, তার পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে পরিপুষ্ট হয়েছে হারাম খেয়ে, তাহলে তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে?
(সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর: ২৩৯৩ এবং ১০১৫)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেনঃ 'আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং পবিত্র এবং কেবলমাত্র পবিত্র বস্তুই তিনি গ্রহণ করে থাকেন।'

আর আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, হে রাসূল! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর। (অনুরূপভাবে) তিনি মুমিনদেরকে বলেছেন, 'হে ঈমানদারেরা! আমার দেয়া পবিত্র খাদ্য থেকে আহার গ্রহণ করো। এরপর নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তির প্রসঙ্গ বললেন, যে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে ধুলি-মলিন অবস্থায় (কোন পবিত্র স্থানে উপস্থিত হয়ে) দু'হাত আকাশের দিকে তুলে (দোয়া করে) হে আল্লাহ! হে আল্লাহ! অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও লেবাস সবকিছু হারাম। এমনকি সে এ পর্যন্ত হারাম খাদ্যে জীবন ধারণ করেছে। সুতরাং তার দোয়া কিভাবে কবুল হবে!

দোয়া কবুল না হলে আমাদের দুনিয়া, আখিরাত দুই বৃথা। মুমিনদেরকে হালাল উপায়ে উপার্জিত পবিত্র ও শরীয়াত অনুমোদিত খাদ্য গ্রহণ করার জন্য বলা হয়েছে। দুনিয়া ও আখিরাত দুইয়ের জন্যই আমাদের দোয়া কবুল প্রয়োজন আর দোয়া কবুলের জন্য অবশ্যই আমাদের হালাল উপায়ে উপার্জন করতে হবে।

জান্নাত লাভে হালাল উপার্জনে ভূমিকা

মানুষের দু'টি জীবন রয়েছে, একটি ইহলৌকিক, অপরটি পারলৌকিক। অতএব, হালাল পন্থায় উপার্জনকারী পরকালে জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্যপ্রাপ্ত হতে পারে। আর অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী ব্যক্তি দুনিয়ার জীবনে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পরকালীন জীবনে তার জন্য ভয়াবহ আযাব ও শাস্তি অপেক্ষা করছে। তাই হালাল পন্থায় উপার্জনকারী দুনিয়াতে কখনও সমস্যায় থাকলেও আখেরাতে জান্নাতে যাবার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

এ বিষয়ে হাদিসে পাকে এসেছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الجَنَّةَ
"যে ব্যক্তি হালাল-পবিত্র খাবার খায় ও সুন্নাতের উপর আমল করে এবং মানুষ তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে"।

হালাল উপার্জন করা আল্লাহর পথে বের হওয়ার শামিল,হালাল উপার্জন করার জন্য প্রয়োজনে বিদেশেও যেতে হতে পারে।

সেজন্য এটিকে কুরআন মাজীদে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সাথে হালাল উপার্জনকে বর্ণনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ- وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

"আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে।" [সূরা আল-মুযযাম্মিল: ২০]

হালাল উপার্জন আখেরাত বিমুখতা নয় আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে হালাল উপার্জন করার ক্ষেত্র তৈরি করে দিয়েছেন। সেজন্য উপার্জন করতে বৈধভাবে চাকুরী, ব্যবসায়-বাণিজ্য বা অন্য কিছু করা আখেরাত বিমুখতা নয়।

মহানবী (সা.) আরও ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি স্বহস্তে উপার্জিত হালাল রিজিক আহার করল, তাঁর জন্য জান্নাতের সব দরজা খোলা থাকবে। অন্য হাদিসে এসেছে, সে বিদ্যুৎগতিতে পুলসিরাত পার হয়ে যাবে। (জামিউল আখবার)

হালাল রিজিকের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

যে কোন ভালো আমলে টিকে থাকা এত সহজ না সব সময় শয়তানের ওয়াসওয়াসা থাকে। যেহেতু হালাল উপার্জন একটি অন্যতম ইবাদত তাই এতে টিকে থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালার কাছে আমাদের আন্তরিকভাবে চাইতে হবে, দোয়া করতে হবে
কিছু দোয়া দেয়া হলো,

**“আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বিহালালিকা আন হারামিকা ওয়াগনিনী বিফাদ্বলিকা আম্মান সিওয়াকা। অর্থ: হে আল্লাহ! হারামের পরিবর্তে আপনার হালাল রিজিক আমার জন্য যথেষ্ট করুন। আপনি ছাড়া অন্য সবার অমুখাপেক্ষিতা থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

**"আল্লাহুম্মাগফির লী জাম্বী, ওয়া ওয়াসসী লী ফী রিজকী ওয়া বারিকলী ফীমা রাজাকতানী।"
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাগফির লী জাম্বী, ওয়া ওয়াসসী লী ফী রিজকী ওয়া বারিকলী ফীমা রাজাকতানী।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমার গুনাহ মাফ করে দিন, আমার রিজিকে প্রশস্ততা দান করুন এবং আপনি আমাকে যে রিজিক দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন।

**"আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফে'আন ওয়া রিয্‌কান তাইয়্যেবান ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান।"
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা ইলমান নাফে'আন ওয়া রিয্‌কান তাইয়্যেবান ওয়া 'আমালান মুতাক্বাব্বালান।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করি।

হারাম কি?

যেসব কাজ বা বস্তু কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট নির্দেশে অবশ্য পরিত্যাজ্য, বর্জনীয় তাকে হারাম বলে।
সূরা আল-আরাফ, আয়াত ১৫৭: "তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য পবিত্র ও উত্তম বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র ও অনুত্তম বস্তু হারাম করেছেন।"

হারাম উপার্জন কি?

ইসলামে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অবৈধ কোনো পন্থায় অর্থ উপার্জন কে হারাম উপার্জন বলে। এই ধরনের উপার্জনের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ব্যবহার করাও হারাম।
ইসলাম হারাম উপার্জনকে নিষিদ্ধ করেছে। কারণ এটা উপার্জনকারীর জন্য দুর্ভাগ্য ও বিপদ ডেকে আনে। পরকালীন কঠিন শাস্তির সাথে সাথে এর কারণে মানুষের হৃদয় কঠোর হয়, ঈমানী নূর নির্বাপিত হয়, আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত হয়। দো'আ কবুলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। অতএব হারাম আয়-উপার্জন পরিত্যাগ করা প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।
হারাম উপার্জনের ভয়াবহ পরিনতির ব্যাপারেও সতর্ক করা হয়েছে।

“অন্যের হক মেরে উপার্জন কখনো রিজিক নয়, সেটা আজাবের কারণ।” — ইবনে কায়্যিম (রহঃ)

জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে শরী'আতে সার্বিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ
‘হে মানবকুল! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্ত্ত ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ (বাক্বারাহ ২/১৬৮)।

“হারাম উপার্জন মানুষকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে, কারণ সেখানে থাকে না পরিশ্রমের ঘাম, থাকে শুধু পাপের ছাপ।

হারাম উপার্জনের প্রকারভেদ

হারাম উপার্জন দু'ভাবে হতে পারে: একটি বস্তুগত হারাম অপরটি হলো পদ্ধতিগত হারাম।

১) মূল সম্পদটাই হারাম :

বস্তুগত হারাম কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগতভাবেই হারাম। এগুলোকে কোনভাবেই হালাল করার সুযোগ নেই। যেমন: মদ, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, শুকরের গোশত, মৃত প্রাণির গোশত চুরি-ডাকাতি বা ছিনতাই করা করা জিনিস বা টাকা পায়সা, সুদ ও ঘুষের মাধ্যমে প্রাপ্ত টাকা ইত্যাদি।

কেউ যদি সরাসরি সেই জিনিসটা উপহার দেয়া বা সেই টাকা দ্বারা উপহার কিনে দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা জায়েয নাই।

অনুরূপভাবে চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই করা খাদ্যদ্রব্য খাওয়া জায়েয নয়।

অনুরূপভাবে মদ ও নেশাদার বস্তু, হারাম প্রাণীর গোস্ত ইত্যাদিগুলো মূলত:ই হারাম। তাই এগুলো উপভোগ করা, উপহার দেয়া ও নেয়া সবই হারাম।

২) মূল সম্পদটা হালাল কিন্তু তা উপার্জনের পদ্ধতি হারাম :

পদ্ধতিগত হারাম কিছু কিছু বস্তু রয়েছে যা মূলগত হারাম নয়, পদ্ধতির কারণে হারাম, অথবা যে সম্পদে হালাল ও হারামের মিশ্রণ রয়েছে। যেমন, সুদী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদিতে চাকুরী করে প্রাপ্ত বেতন, এমন ব্যবসা যাতে হালাল-হারামের মিশ্রণ, ঘুষ বা জুয়া, লটারী, ধোঁকা, প্রতারণা, মওজুদদারী, কালোবাজারী, মুনাফাখোরী, ফটকাবাজারী, চোরাচালান, চটকদার ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা করা, ওযন ও পরিমাপে কম দেয়া, মালে ভেজাল মেশানো, ভেজাল পণ্য বিক্রি করা, বেশ্যাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, অশ্লীল নাচ-গান, মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা, মূর্তি বানানো ও মূর্তির ব্যবসা, ভাগ্য গণনার ব্যবসা, জবরদখল, লুন্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, মাস্তানী, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ছিনতাই, আত্মসাৎ, চোরাইমাল ক্রয়-বিক্রয়, খেয়ানত, ধাপ্পাবাজি, সিন্ডিকেট করে জিনিসপত্রের দাম বাড়ানো ইত্যাদি। এ প্রকার উপার্জন মিশ্রিত তাই এপ্রকার উপার্জন ভক্ষণ করা যদিও উত্তম না তবুও জায়েজ।

হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানার হুকুম

হারাম উপার্জন সম্পর্কে জানা না থাকলে উপার্জনকে শতভাগ হালাল করা যাবে না। সেজন্য কোনটি হারাম উপার্জন তা সম্পর্কেও জানতে হবে । এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم "অথচ তিনি তোমাদের জন্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন। (সূরা আল-আন'আম: ১১৯)

হারাম উপার্জনের কতিপয় কারণ সমূহ

তাক্বওয়াশূন্য হৃদয় :

হারাম উপার্জনে লিপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে যাওয়া। আল্লাহভীতি মানুষকে হারামে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর আল্লাহকে ভয়,লজ্জা করে কোন অন্যায় কর্ম ত্যাগ করাই প্রকৃত ঈমানদারের কাজ । রাসূল (সাঃ) বলেন,

اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ. قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَسْتَحِى وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ وَلَكِنْ مَنِ اسْتَحَى مِنَ اللهِ حَقَّ الْحَيَاءِ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقَّ الْحَيَاءِ-ِ

‘তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা কর। আমরা বললাম, আল-হামদুলিল্লাহ! হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমরাতো আল্লাহকে লজ্জা করি! রাসূল (সাঃ) বললেন, বিষয়টা এমন নয়; বরং আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করা হ’ল তুমি তোমার মস্তিষ্ককে যাবতীয় অন্যায় চিন্তা-চেতনা থেকে রক্ষা করবে, পেটকে যাবতীয় হারাম খাদ্য থেকে বাঁচাবে, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী বিপদসমূহ স্মরণ করবে। আর যে পারলৌকিক সফলতা কামনা করে, সে যেন পার্থিব চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত কর্মকান্ড সম্পাদন করবে সেই যথাযথভাবে আল্লাহকে লজ্জা করল’(আহমাদ ৩৬৭১, তিরমিযী ২৪৫৮, সহীহ তিরমিযী ২০০০)

হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি দূর হয়ে গেলে মানবাত্মা অনুভূতিশুন্য হয়ে পড়ে। ফলে তার মাঝে হালাল-হারাম যাচাই-বাছাই করার কোন তাকীদ অনুভূত হয় না।

দ্রুত উপার্জনের লালসা :

হারাম উপার্জনের আরেকটি কারণ হলো দ্রুত উপার্জনের লালসা। কিছু মানুষ রয়েছে যারা দ্রুততার সাথে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় উন্মত্ত থাকে। যে কোন ভাবে যে কোন পন্থায় তারা আয়ের ব্যবস্থা করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। সুতরাং স্বল্প সময়ে অধিক উপার্জন করাই তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য ও ইপ্সিত লক্ষ্য হয়ে থাকে। যার ফলে তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে যে নির্ধারিত জীবিকা পেত, তার সীমালংঘন করে দ্রুত উপার্জন করতে চেষ্টা করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

اَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلاَّ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَإِنَّ الرُّوْحَ الأَمِيْنَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : وَإِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ، نَفَثَ فِيْ رُوْعِيْ أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلاَ فَاتَّقُوْا اللهَ وَأَجْمِلُوْا فِيْ الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِيْ اللهِ فَإِنَّهُ لاَ يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ.

'হে লোক সকল! আমি সে সব বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ প্রদান করেছি, যেগুলো তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। আর যেসব বিষয় তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখবে সেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। নিশ্চয়ই রূহুল আমীন অন্য বর্ণনায় রূহুল কুদুস (জিবরীল) আমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছেন যে, রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মরবে না। অতএব হে মানবমন্ডলী! আল্লাহকে ভয় কর! আর জীবিকা অন্বেষণে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, জীবিকা আসতে বিলম্ব হ'লে অবশ্যই আল্লাহর অবাধ্যতা করে তা অর্জন কর না। কেননা আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত তাঁর নিকটে যা আছে তা পাওয়া যায় না।
(সহীহ: শুআবূল ঈমান ১০৩৭৬, সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব ১৭০০, সিলসিলাতুস সহীহাহ ২৮৬৬, মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ্ ৩৪৩৩২, আল মুসতাদরাক লিল হাকিম ২১৩৬, শারহুস্ সুন্নাহ ৪১১১, ৪১১২)

অতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্টির অভাব :

অবৈধ পন্থায় উপার্জনের অন্যতম কারণ হ'ল, মাত্রাতিরিক্ত লোভ ও অল্পেতুষ্ট না হওয়া। আর অতিরিক্ত লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ চুরি-ডাকাতি করতেও দ্বিধান্বিত হয় না। যেমন রাসূল (সাঃ) বলেন, مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِى غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ 'ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ ছেড়ে দিলে তা যতটুকু না ক্ষতি সাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চাইতে অধিক ক্ষতি সাধন করে তার দ্বীনের'।
(তিরমিযি ২৩৭৬, আহমদ ১৫৩৫৭, ১৫৩৬৭, দারেমি ২৭৩০)
তাই লালসার বশবর্তী হওয়া উচিত নয়। কেননা লোভ জীবিকা তো বৃদ্ধি করেই না; বরং তা ব্যক্তিকে কষ্টে নিপতিত করে ও নিঃস্ব করে।

হারাম জীবিকার স্বরূপ ও তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অবহেলা :

আমাদের সমাজের অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তার হুকুম কি, ব্যক্তি ও সমাজের উপরে এর কুপ্রভাব কি, এর মাধ্যমগুলি কি কি এসব সম্পর্কে

অধিকাংশ মানুষ একদিকে যেমন অজ্ঞ অন্যদিকে সেগুলি সম্পর্কে জানার ব্যাপারেও চরম অবহেলা। অথচ সালাফে ছালেহীন হারাম ভক্ষণের ব্যাপারে কতই না সতর্ক ছিলেন! যেমন আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন,

لأَبِى بَكْرٍ غُلاَمٌ يُخْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَىْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ الْغُلاَمُ تَدْرِى مَا هَذَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَمَا هُوَ قَالَ كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ، إِلاَّ أَنِّى خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِى فَأَعْطَانِى بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِى أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَىْءٍ فِى بَطْنِهِ. (২১৩৬. জাহিলিয়্যাতের (ইসলাম পূর্ব) যুগ

‘আবুবকর (রাঃ)-এর এক দাস ছিল, তাকে খারাজ দেওয়া হ’ত। তার খারাজ থেকে আবুবকর (রাঃ) খেতেন। একদা তার নিকটে কিছু আসল, আবুবকর (রাঃ) তা থেকে খেলেন। অতঃপর দাসটি বলল, আপনি কি জানেন, এটা কি? আবু বকর বললেন, কি সেটা? দাসটি বলল, জাহেলী যুগে আমি একজনের গণকী করেছিলাম। আর আমি যে এ বিষয়ে দক্ষ ছিলাম তাও নয়; বরং তাকে আমি ধোঁকা দিয়েছিলাম মাত্র। অতঃপর সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত উপঢৌকন আমাকে দেয়, যা আপনি খেলেন। অতঃপর আবুবকর (রাঃ) মুখে হাত ঢুকিয়ে যা কিছু পেটে ছিল সবই উদগীরণ করে বের করে দিলেন।

হারাম উপার্জনের ক্ষেত্র সমূহ :

যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় হারাম উপার্জনের ক্ষেত্র তেরি হয়েছে। এর মধ্যে বহুল পরিচিত কিছু ক্ষেত্র তুলে ধরা হলো।

নিষিদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্য :

ইসলাম মানুষকে কোনো ক্ষেত্রেই লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। সব ক্ষেত্রেই রয়েছে নির্দিষ্ট নীতিমালা। আয়-উপার্জন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি।

“যে ব্যক্তি ব্যবসা করতে চায় তার উচিত বাণিজ্যের আইন, শর্তাবলী এবং অনুমোদিত ও নিষিদ্ধের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ভালমত জানা, যাতে সুদ, জালিয়াতি বা প্রতারণায় জড়িয়ে পড়া এড়ানো যায়।”
(-গাজালী রহ. – ধর্মতত্ত্ববিদ, আইনজ্ঞ এবং দার্শনিক)

“ইসলামে ব্যবসায়িক লেনদেনের লক্ষ্য হল পারস্পরিক সম্মতি, যা কেবল লেনদেন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য যথাযথ, সৎভাবে প্রকাশের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।”
(ইবনে তাইমিয়াহ রহ. – ইসলামী পণ্ডিত)

বাণিজ্য বলতে মূলধন বৃদ্ধি করে, কম দামে পণ্য ক্রয় করে এবং বেশি দামে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের প্রচেষ্টাকে বোঝায় এবং এটি কেবল সরবরাহ ও চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য সনাক্ত করার মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে।
(ইবনে খালদুন রহ. – ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক)

মৌলিকভাবে ইসলামের দু’টি মূলনীতি রয়েছে।

এক- ব্যবসায়িক পণ্য, উপাদান ও কায়কারবারগুলো বৈধ হতে হবে। অবৈধ পণ্যের ব্যবসা ও অবৈধ কায়কারবারকে ইসলাম বৈধতা দেয় না। যেমন, মদ, জুয়া, সুদ, ঘুষ ইত্যাদির ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হওয়া ইসলামে অনুমোদন নেই। কারণ, এসব বিষয়কে ইসলামে

মৌলিকভাবেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। সুতরাং আপনার ব্যবসার সাথে এসবের সংমিশ্রণ আপনার ব্যবসাকে কলুষিত করে।

দুই- ব্যবসা-বাণিজ্য সকল অবস্থায় বৈধ পন্থায় হতে হবে। অর্থাৎ সেখানে কোনো ধরনের ধোঁকাবাজি, ভেজাল ও ফাঁক-ফোকর থাকতে পারবে না। কোনো ধরনের মিথ্যার আশ্রয় থাকতে পারবে না।

“ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম, যারা আলস্নাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথে চলে।” (আল বায়হাকী ২০০৩)

ব্যবসা-বাণিজ্যের নিষিদ্ধ কর্মবিধি

ধোঁকা-প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা :

ব্যবসায়ে ধোঁকা-প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি করা নিষিদ্ধ। একদিন রাসুল (সা.) একজন খাদ্য বিক্রেতার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি খাদ্যের ভেতরে হাত প্রবেশ করিয়ে দেখলেন, খাদ্যগুলো ভেজা বা নিম্নমানের।

পরিমাণ ও ওযনে কমতি করা :

ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে পরিমাণ ও ওযনে ঠকানোর মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন জঘন্য কাজ। আল্লাহ তা‘আলা এহেন কারবারীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় হুঁশিয়ার বাণী নাযিল করেছেন।
তিনি বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ-

‘যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্য দুর্ভোগ। এরা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় এবং যখন মেপে দেয় তখন কম করে দেয়’ (তাত্বফীফ ৮৩/১-৩)।

এ ধরনের কর্মকান্ড তারাই করে থাকে, যারা অত্যধিক ধূর্ত। এভাবে তারা মানুষকে ঠকিয়ে অসৎ পন্থায় আয় করে। অথচ এই অন্যায়কর্ম সম্পাদনের কারণে পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ أُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِم.ْ

‘যখনই কোন জনগোষ্ঠী মাপ ও ওযনে কম দেয়, তখনই তাদেরকে দুর্ভিক্ষ, খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি ও অত্যাচারী শাসকের মাধ্যমে শাস্তি দেয়া হয়’।

পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করা :

পণ্য বিক্রির জন্য মিথ্যা শপথ করা নিষিদ্ধ। মিথ্যা ধ্বংস করে মানবতাবোধ, ঘটায় নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। তার ওপর রয়েছে সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ। রাসুল (সা.) বলেন, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তিন ব্যক্তির সঙ্গে কোনো ধরনের কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। তাদের একজন হলো, যে তার ব্যাবসায়িক পণ্যকে মিথ্যা কসম খেয়ে বিক্রি করে। (মুসলিম, হাদিস : ১০৬)

ব্যবসায়ের সঙ্গে সুদ মেশানো :

ব্যবসায়ের সঙ্গে সুদ মেশানোও ব্যবসায়ীর জন্য হারাম। কবিরা গুনাহর মধ্যে একটি হলো সুদ। এর পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘যারা সুদ খায়, তারা তার মতো (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচাকেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।’

(সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ২৭৫)

তাই ব্যবসায়ীর জন্য উচিত, তার ব্যবসায়ের মতো পবিত্র জিনিসে যাতে সুদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

তাই ব্যবসায়ীর জন্য উচিত, তার ব্যবসায়ের মতো পবিত্র জিনিসে যাতে সুদের অনুপ্রবেশ না ঘটে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

জটিল মারপ্যাঁচে অন্যের মাল হরণ করা

ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও জঘন্য অপরাধ। ইসলাম মানে শান্তি, সহজ। এখানে কোন জটিলতা নেই, এর নীতিমালা ও পরিস্কার তাই কোন কাজেই অসৎ ভাবে কোন কিছু জটিল করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস কোরো না। তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ।

(সুরা : নিসা, আয়াত : ২৯)

নিষিদ্ধ চাকরি

চাকরি জীবিকা উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। জীবিকার জন্য বেশির ভাগ মানুষের প্রথম পছন্দ চাকরি। চাকরিকে ইবাদতে পরিণত করতে প্রথম যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হলো চাকরির ক্ষেত্র বৈধ হওয়া। চাকরির ক্ষেত্র বৈধ না হলে উপার্জিত অর্থ-সম্পদও বৈধ হবে না। কাজেই চাকরি নির্বাচন করার সময়ই এমন চাকরি পরিহার করতে হবে, যা ইসলামে অনুমোদিত নয়। যেমন—সুদি কারবারের ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত বা মাদকদ্রব্য প্রস্তুতকরণ, পরিবহন, পরিবেশনসংক্রান্ত চাকরি ইসলামে অনুমোদিত নয়।
ইসলামে নিষিদ্ধ মাধ্যমে চাকরি করলেই তা হারাম উপার্জন বলে গন্য হবে।

নিষিদ্ধ চাষাবাদ

ইসলামে সরাসরি চাষাবাদ নিষিদ্ধ নয়, বরং তা একটি প্রশংসিত কাজ। তবে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষতিকর বা অনৈতিক চাষাবাদ, যেমন- মাদকদ্রব্য, বিষাক্ত ও ক্ষতিকর ফল বা গাছ উৎপাদন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া, অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল করে চাষাবাদ করাও নিষিদ্ধ।

মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের চাষ: মাদকদ্রব্য যেমন গাঁজা, আফিম, হেরোইন ইত্যাদির চাষ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

ক্ষতিকর ও বিষাক্ত ফল বা গাছের চাষ: এমন কোনো ফল বা গাছ চাষ করা যাবে না, যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বা বিষাক্ত।
যেসব উদ্ভিদ হাওয়া কিংবা যার কেবল ক্ষতিকারক
শুকুর পালন, মদের জন্য আঙ্গুর বানানো এবং বিক্রয় করা ইসলামে বৈধ নয়।

অবৈধভাবে অন্যের জমি দখল: অন্যের জমি জোরপূর্বক দখল করে সেখানে চাষাবাদ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং তা একটি গুরুতর অপরাধ।

অন্যের জমিজমাসহ যে কোনো রকম সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা কবিরা গুনাহ। কেউ যদি বিচার ব্যবস্থা ব্যবহার করেও অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রহণ করে, তাও হারামই থাকে, বৈধ হয়ে যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, আর তোমরা একে অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না এবং মানুষের সম্পদের কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার জন্য বিচারকদের কাছে উপস্থাপন করো না। (সুরা বাকারা: ১৮৮)

বিভিন্ন বর্ণনায় নবিজির (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যের সম্পদ বিশেষত জমিজমা আত্মসাৎ করার ভয়াবহ শাস্তির ঘোষণা এসেছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি কারো সামান্য পরিমাণ জমিজমা দখল করে, কেয়ামতের দিন ওই জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। তাকে সাত স্তর জমির নিচে ধসিয়ে দেওয়া হবে।

হজরত সাঈদ ইবনে জায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কারো জমির কোনো অংশ জুলুম করে কেড়ে নেয়, কেয়ামতের দিন ওই জমিনের সাত স্তর তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। (সহিহ বুখারি)

মাদক ব্যবসা

মদ ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ইসলামে নিকৃষ্টতম হারাম খাদ্য, পানীয় ও হারাম কাজগুলোর মধ্যে মদ গ্রহণ করা অন্যতম। পবিত্র কোরআনুল কারিমের সুরা মায়িদায়

সুস্পষ্টভাবে মদের নিষেধাজ্ঞার কথা এসেছে। এটাকে বলা হয়েছে, শয়তানের নিকৃষ্ট অপবিত্র কাজ।
তাই মদের ব্যবসা বা চাকরি বা যেকোনো ভাবে জরিত থেকে উপার্জন হারাম হবে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
'হে মুমিনরা! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমার বেদি ও জুয়ার তীর অপবিত্র, শয়তানি কাজ। সুতরাং এসব পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলতা অর্জন করো।'
(সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৯০)

মদের ব্যবসা করা হারাম বহু সহিহ হাদিসে মদ সেবন, বেচাকেনা, পরিবেশন ইত্যাদির ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে।এমনকি হাদিস শরিফে মদ পানকারী, ক্রয়-বিক্রয়কারী ও মূল্য ভক্ষণকারী সবার ওপর লানত করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনু ওয়ালা (রহ.) এর সূত্রে বর্ণিত যে তিনি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.)-এর নিকট আঙুরের রস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এক পেয়ালা মদ হাদিয়াস্বরূপ নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি জান না যে আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন? সে বলল, না। অতঃপর সে এক ব্যক্তির সঙ্গে কানাকানি করল।
রাসুলুল্লাহ (সা.) সে ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে গোপনে কী বললে? সে বলল, আমি তাকে তা বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। এরপর তিনি বলেন, যিনি তা পান করা হারাম করেছেন। তিনি তার বিক্রিও হারাম করে দিয়েছেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর সে মশকের মুখ খুলে দিল এবং তার মধ্যে যা কিছু ছিল সব পড়ে গেল। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১৫৭৯)
তাই মদ পানের মতো মাদকের ব্যবসা করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েজ।
(কিতাবুল আছল : ২/৫১৫)

মদের ফ্যাক্টরি বা দোকানে চাকরি করা হারাম
মদ নিকৃষ্টতম হারাম ও নাপাক বস্তু। এর সঙ্গে কোনো ধরনের সম্পৃক্ততাই বৈধ নয়। তাই ফ্যাক্টরিতে মদ বানানোর কাজ, বহন ইত্যাদিও হারাম। এমনকি অমুসলিমদের কাছে বিক্রয় করা বা অমুসলিমদের পরিবেশন করে পান করানোও হারাম। (ফাতাওয়া
খানিয়া : ৩/২২৩, রদ্দুল মুহতার : ৬/৩৯২)

মদ পানকারীর ন্যায় মদ পরিবেশনকারীর ওপরও হাদিসে লানত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলা লানত করেন, মদের ওপর, লানত করেন তা পানকারী,

পরিবেশনকারী, প্রস্তুতকারী, যে প্রস্তুত করতে বলে, বিক্রেতা-ক্রেতা, বহনকারী, যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার মূল্য ভক্ষণকারী—সবার ওপর।'
(মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ৫৭১৬, কিতাবুল আছার : বর্ণনা-৭৫০)

সুদ বা রিবা

অবৈধ বা হারাম উপার্জনের অন্যতম নিকৃষ্ট উপার্জন মাধ্যম হলো রিবা বা সুদ। ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থের উপরে সময়ের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণই ইসলামী শরীয়তে সুদ। এছাড়া একই জাতীয় দ্রব্যের লেনদেনে কমবেশি করাও ইসলামে সুদ বলে গণ্য। কুরআন ও হাদীসে অত্যন্ত কঠিনভাবে সুদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এর কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরানে আছে"যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির মত দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল করে। তা এজন্য যে, 'তারা বলে, ব্যবসা তো সুদের মত।'(সূরা বাকারাহ-এর ২৭৫-২৭৯) অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে অবৈধ করেছেন। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই এবং তার বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা (এই নিষেধাজ্ঞার পরে) পুনরায় (সুদের কারবার) আরম্ভ করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না।

বিভিন্ন হাদীসে সুদের পাপের ভয়াবহতা ও ঘৃণ্যতা বুঝাতে বিভিন্ন উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসে সুদকে ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্যতর ও ভয়ঙ্করতর পাপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

বর্ণিত আছে, সুদ সত্তর প্রকার পাপের সমষ্টি। তার মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম হলো- আপন মায়ের সঙ্গে ব্যভিচারের সমতুল্য।
(মুসান্নাফে আবদুর রাজ্জাক : ১৫৩৪৫)

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমিন হও। (আল-বায়ান)

সুদের মতো ভয়াবহ গোনাহ আর হয় না। পবিত্র কোরআনে সুদের ক্ষেত্রে যত কঠোর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, অন্য কোনো গোনাহের ব্যাপারে এমনটি করা হয়নি।
"আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন আর সদকা বা দানকে বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ কোনো পাপী, কৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না"।সূরা বাকারাহ, আয়াত (২:২৭৬)

"হে মুমিনগণ, তোমরা সুদ খাবে না, বহুগুণ বৃদ্ধি করে। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমরা সফল হও"।
সূরা আল-ইমরান, আয়াত (১৩০)

"আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাকো, যাতে তা মানুষের সম্পদে মিশে বৃদ্ধি পায়, আল্লাহর কাছে তা বাড়ে না। আর তোমরা যদি যাকাত দিয়ে থাকো, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তবে তারাই সম্পদ বৃদ্ধি করে"।
সূরা রূম, আয়াত (৩০:৩৯)

"আর তাদের (ইহুদিদের) সুদের কারণে, যা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, অথচ তারা তা গ্রহণ করেছিল এবং তাদের সম্পদ থেকে মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছিল। আর তাদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের জন্য আমরা শাস্তির ব্যবস্থা করেছি"।
সূরা আন-নিসা, আয়াত (৪:১৬১)

সুদের ভয়াবহতা:

সুদ খাওয়া বা এর মাধ্যমে উপার্জন করা এতটাই ভয়ংকর যে কোরানে বিভিন্ন জাগায় এ সম্পর্কে আয়াত নাজিল হয়েছে।

১. সুদ খাওয়া আল্লাহ তা'আলা এবং রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া।
(সূরা বাক্বারা ২৭৯)

২. সুদ খাওয়ার জন্য আখিরাতে পাগল অবস্থায় উঠবে।
(সূরা বাকারা ২৭৫)

৩. সুদ খাওয়ার কারণে কিয়ামতের মাঠে শ্বাসরোধ হওয়া অবস্থায় উঠবে।
(উমদাতুত তাফসির ১/৩৩০)

৪. সুদ খাওয়ার জন্য হালাল রিজিক থেকে বঞ্চিত হতে হবে।
(সূরা নিসা ১৬০-১৬১)

৫. সুদ খাওয়া কোন এলাকায় গযব নাজিলের কারণ।
(আত তারগিব ওয়াত তারহিব - ৩/৬৯)

৬. সুদ খাওয়া এলাকায় দুর্ভিক্ষের কারণ।
(মুসনাদে আহমাদ - ১৭৮২২)

৭. সুদ খাওয়া মানে আযাব হিসাবে পেটে সাপ ঢুকানো।
(ইবনে মাজাহ ২২৭৩)

৮. সুদ খাওয়া নিজ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার সমান।
(ইবনে মাজাহ ২২৭৪)

৯. সুদ খাওয়া মানে নিজেকে এবং নিজের আখিরাত ধ্বংস করা।
(বুখারী ২৭৬৬)

১০. সুদ খাওয়ার আযাব হিসাবে রক্তের নদীতে সাতার কাটা।
(বুখারী ২০৮৫)

১১. সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া, সুদের হিসাব লেখা এবং সুদের সাক্ষী থাকা ব্যক্তি অনবরত রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর লা'নতপ্রাপ্ত।
(নাসায়ী ৫১০৩)

১২. সুদ খাওয়া ৩৬ বার ব্যভিচারের চেয়ে বড় অপরাধ।
(মুসনাদে আহমাদ ২২০০৭)

১৩. সুদখোর সুদ খাওয়া অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তা'আলার হক হলো তাকে জান্নাত না দেওয়া।
(আল মুসতাদরক লিল হাকিম ২২৬০)

১৪. কিয়ামতের আগে সুদ, জিনা এবং মাদক এই তিন অপরাধ বেড়ে যাবে। যার ফলে আযাব গজব ও বেড়ে যাবে।
(আত তারগিব ওয়াত তারহিব ৩/৭০)

১৫. কিয়ামতের আগে সকল মানুষের গায়ে সুদের হাওয়া হলেও লাগবে। অর্থাৎ সুদের ব্যাপকতা বেড়ে যাবে।
(আবু দাউদ ৩৩৩১)

১৬. সুদে বাহ্যিকভাবে যদিও দেখা যায় সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এর ফলে তার শেষ পরিণতি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় এবং তার পরবর্তী প্রজন্ম ও ভয়ংকর বিপদে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
(ইবনে মাজাহ ২২৭৯)

এতে বুঝা যায় সুদের উপার্জন শুধু হারামই নয় একটি অভিশাপ। এর থেকে দুরে থাকা এবং আল্লাহর পথে উপার্জন করা একজন মুসলিম হিসেবে আমাদের কর্তব্য।

ইন্সুরেন্স-বীমা

এটি হারাম উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে এই ধরনের বীমার প্রচলন অধিক। আর এরই বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারটি সাম্প্রতিককালীন উলামাগণের অধিকতর বিতর্কের বিষয় হয়ে পড়েছে। বর্তমানের মুসলিম-বিশ্বের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিসম্পন্ন উলামাগণের মতে তা অবৈধ। অধিকাংশ উলামাগণের ঐ জামাআত বলেন যে, এই বীমাতে জুয়ার গন্ধ আছে এবং সূদও। জুয়া এই জন্য বলা হচ্ছে যে, টাকা আদায়ের ব্যাপারটা এক পক্ষের (বীমাকারীর) তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত। কিন্তু অপর পক্ষের (কোম্পানীর) তরফ থেকে তা সন্দিগ্ধ। বীমাকারী কিস্তীতে যে টাকা আদায় করে, তার সবটাই ডুবে যেতে পারে। আবার তার চাইতে বেশীও পেতে পারে। আর একেই জুয়া বলা হয়।

সকল ধরনের বীমা কার্যকলাপও জুয়ার অন্তর্গত। জীবন বীমা, গাড়ি বীমা, বাড়ি বীমা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বীমা, বিশেষ কোন পণ্যের বীমা, সাধারণ বীমা ইত্যাদি। এমনকি বর্তমানে গায়ক-গায়িকারা কণ্ঠস্বর বীমাও করে থাকে। বীমাগুলোতে ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণ সরূপ টাকা প্রাপ্তির আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে টাকা জমা রাখা হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন হলেই ক্ষতি সমপরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। নতুবা নয়। ক্ষতিপূরণ জমা দেয়া টাকা থেকে কম, উহার সমপরিমাণ অথবা তা থেকে অনেকগুণ বেশিও হয়ে থাকে।

সূদ আছে এই জন্য বলা হচ্ছে যে, এখানে টাকা দিয়ে বিনিময়ে টাকাই দেওয়া-নেওয়া হয়, যাতে কম বেশীও হয়ে থাকে। বীমাকারী কম টাকা জমা করলেও পাওয়ার সময় তার চেয়ে অনেক বেশীও পেয়ে

ঘুষ আদান প্রদান

ঘুষ ইসলামে অন্যতম আরেকটি হারাম উপার্জনের মাধ্যম। কোনো ক্ষমতাধর ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার জন্য যা কিছু প্রদান করা হয়, তাকে ঘুষ বা উৎকাচ বলা হয়। কারো কারো মতে, অন্যায়ভাবে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা বা বাতিল করার নিমিত্তে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অর্থ বা অন্য কিছু প্রদান করাকে ঘুষ বলে।

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

“ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লা‘নত”। ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৩১৩; সহীহুল জামে‘, হাদীস নং ৫১১৪।

কেউ কেউ বলেন, ঘুষ হচ্ছে স্বাভাবিক ও বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থের ওপর অবৈধ পন্থায় অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা। একেক প্রতিষ্ঠানে একেক নামে এটি পরিচিত। নাম বদল করে অনেকে এ অপরাধ হালকাভাবে দেখতে চান। কিন্তু ঘুষ ঘুষই, তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে একজন কর্মচারী কিছু মাল এনে বলল, এটা আপনাদের (সরকারি) মাল, আর এটা আমাকে দেওয়া হাদিয়া। রাসুলুল্লাহ (সা.) এতে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সে তার মা-বাবার ঘরে বসে থাকল না কেন, তখন সে দেখতে পেত, তাকে কেউ হাদিয়া দেয় কি না? (বুখারি, হাদিস : ২৫৯৭)

ঘুষ আসে হাদিয়া বা উপহারের রূপ ধারণ করে।

অথচ ইসলামে হাদিয়া জায়েজ, কিন্তু ঘুষ হারাম। ঘুষ ও হাদিয়ার মধ্যে পার্থক্য হলো, হাদিয়ায় আর্থিক কোনো লাভের উদ্দেশ্য থাকে না, কিন্তু ঘুষে আর্থিক লাভের আশা থাকে।

ঘুষখোর আমানতের খিয়ানতকারী :খিয়ানতকারীকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমি যাকে ভাতা দিয়ে কোনো কাজের দায়িত্ব প্রদান করেছি, সে যদি ভাতা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করে তাহলে তা হবে আমানতের খিয়ানত। (আবু দাউদ, হাদিস : ২৯৪৩)

পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমানতের খিয়ানতকারীদের পছন্দ করেন না।' (সুরা : আনফাল, আয়াত : ৫৮)

ঘুষখোর মজলুমের বদদোয়ার শিকার : রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, তুমি মজলুমের বদদোয়া থেকে বেঁচে থাকো। কেননা মজলুমের বদদোয়া ও আল্লাহর মধ্যে কোনো পর্দা নেই। (বুখারি, হাদিস : ২৪৪৮)

ঘুষখোররা ইবাদত ও দান-খয়রাত করেও ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন,

«لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْم

"বিচার-ফায়সালায় ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের উপরে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন"।
মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৯০১১; সহীহুল জামে', হাদীস নং ৫০৯৩।

এসব নানাবিধ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সবার বিরুদ্ধে বদ দো'আ করেছেন।

পতিতাবৃত্তি

ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী, যে কোনো কাজের বৈধতা নির্ধারণের মূলনীতি হলো, তা কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে শরীয়তের বিধিবিধান মোতাবেক ও নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। এর বিপরীত হলে- তা অবৈধ কাজ বলে বিবেচিত হয়। পতিতাবৃত্তি শরীয়ত ও নৈতিকতার বিপরীতমুখী এমনই একটি অপরাধ।

ইসলামের পরিভাষায় পতিতাবৃত্তিকে যিনা ও ব্যভিচার আখ্যায়িত করা হয়।
এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন, 'তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।' (সুরা বনী ইসরাইল, আয়াত : ৩২)
আয়াতটির নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট হয় যে, যিনা ও ব্যভিচার হারাম ও মহাপাপ। সুতরাং কোনো মহাপাপের শ্রম ও তার বিনিময় কী হবে, তা বলাবাহুল্য।

হাদিস শরিফেও পতিতাবৃত্তি সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।
হজরত আবু মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, পতিতার উপার্জন এবং গনকের পারিতোষিক নিষিদ্ধ করেছেন।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ২১৩৮)

এক কথায়- ইসলাম মানব মর্যাদা, নৈতিক শুদ্ধতা এবং সমাজকল্যাণ ভিত্তিক পেশার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে এবং পতিতাবৃত্তিকে অবৈধ ও সমাজবিধ্বংসী কার্যকলাপ হিসেবে চিহ্নিত করে। একইভাবে ইসলামের পাশাপাশি পৃথিবীর অন্য সব ধর্ম শাস্ত্রেও পতিতবৃত্তি ও দেহব্যবসাকে বড় ধরনের পাপ বলা হয়েছে।

পতিতাবৃত্তিকে 'শ্রম' হিসেবে গণ্য করা এবং পতিতাদেরকে 'যৌনকর্মী' বলে আখ্যায়িত করে তাদের বৃত্তিকে অর্থোপার্জনের পেশা বলে স্বীকার করে নেওয়া ধর্মের মৌলিক নীতির পাশাপাশি অর্থনীতির সাথেও সাংঘর্ষিক। ইসলামি অর্থনীতিতে কেবলমাত্র সেই সব কাজই 'শ্রম' হিসেবে গণ্যযোগ্য, যা মানুষের কল্যাণে সহায়ক এবং ইসলামের নৈতিক বিধানসমূহ লঙ্ঘন করে না। কিন্তু পতিতাবৃত্তি উল্লিখত কোনো মানদণ্ডেই উত্তীর্ণ নয়। তাই পতিতাবৃত্তিকে শ্রমের একটি স্বীকৃত রূপ ঘোষণা করার প্রস্তাবটি অবশ্যই নৈতিকভাবে অত্যন্ত বিতর্কিত।

ইসলাম পতিতাবৃত্তি থেকে উদ্ধার, পুনর্বাসন ও তাদের জন্য বিকল্প পেশা এবং সম্মানজনক জীবনের সুযোগ তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করে। তাই পতিতাবৃত্তিকে বৈধতা নয় বরং এই ব্যাধি থেকে উদ্ধার, পুনর্বাসন ও বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে তাদেরকেও অন্যদের মতো স্বাভাবিক সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। নারীর জন্য পৃথক চাকরিক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। আর সকল প্রকার পতিতাবৃত্তি ও যৌন-ব্যবসা বন্ধ করতে হবে।

অশ্লীল শিল্পকর্ম

ইসলামে অশ্লীল শিল্পকর্ম নিষিদ্ধ, কারণ এটি পাপ হিসেবে গণ্য হয় এবং পবিত্র কোরআনে এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে নিষেধজ্ঞা রয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞা সাধারণত যৌনতাপূর্ণ বা অশালীন বিষয়বস্তুসহ যেকোনো শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা ইসলামী আইন শরীয়ত অনুসারে নিষিদ্ধ।

অশ্লীল শিল্পকর্মকে ইসলামে একটি পাপ হিসেবে দেখা হয় এবং পবিত্র কোরআনে এর বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

তবে, শিল্পকলায় মানব আকৃতির ব্যবহার কিছু সীমিত

ইসলামী আইন বা শরীয়ত অনুযায়ী, অশ্লীল ও যৌনতাপূর্ণ বিষয়বস্তু তৈরি বা প্রদর্শন করা হারাম বা নিষিদ্ধ। তাই একে উপার্জন হিসেবে নিলেও তাও হারাম হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, ‘যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। (সুরা : নুর, আয়াত : ১৯)

তাই এই পন্থায় উপার্জন হারাম বলে গন্য হয়।

চিত্রশিল্পী, ভাস্কোর নির্মাণকারী

ইসলামে মানুষের বা প্রাণীর ছবি আঁকা এবং মূর্তি তৈরি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ কারণ এটি আল্লাহর সৃষ্টিকর্মে হস্তক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি শিরক (অংশীদারিত্ব) এর দিকে নিয়ে যেতে পারে। তবে, প্রাণহীন প্রকৃতির ছবি, যেমন গাছপালা এবং জ্যামিতিক নকশা, সাধারণত অনুমোদিত এবং এগুলো ইসলামের শিল্পকলার একটি স্বতন্ত্র রূপ তৈরি করেছে। মূর্তি ও ভাস্কর্যের বেচাকেনাও হাদীস শরীফে সম্পূর্ণ হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

মানুষ ও যেকোনো প্রাণীর ছবি আঁকা বা মূর্তি তৈরি করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তাই তাঁর কোনো ছবি বা প্রতিকৃতি তৈরি করাও নিষিদ্ধ, কারণ এটি শিরক বা অংশীদারিত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে।
হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা ছবি তৈরি করে তাদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের তৈরি ছবিতে আত্মাও ফুঁকে দিতে বলা হবে।
ইসলামের প্রাথমিক যুগে চিত্রকলার প্রতি কঠোর মনোভাব ছিল বলে মনে হয় না। তবে, সময়ের সাথে সাথে প্রাণীর ছবি ও মূর্তি তৈরির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা শক্তিশালী হয়েছে।
আউন ইবনে আবু জুহাইফা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদ ভক্ষণকারী ও সুদ প্রদানকারী, উল্কি অঙ্কণকারী ও উল্কি গ্রহণকারী এবং প্রতিকৃতি প্রস্তুতকারীদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) উপর লানত করেছেন। -সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬২

হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় থাকা অবস্থায় এই ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহ ও তার রাসূল মদ ও মূর্তি এবং শুকর ও মৃত প্রাণী বিক্রি করা হারাম করেছেন।' -সহীহ বুখারী হা. ২২৩৬

এই হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে,ভাস্কর্য নির্মাণ অত্যন্ত কঠিন কবীরা গুনাহ। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা কুফরীরও পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তাই এর মাধ্যমে উপার্জন ও হারাম।

ভিক্ষাবৃত্তি

সাধারণ অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা হারাম। ইসলাম সর্বাবস্থায় হাত পাততে নিরুৎসাহিত করেছে।বিনা প্রয়োজনে ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নেওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

রাসূল (সাঃ) বলেন, ভিক্ষাবৃত্তি একটি হীন ক্লেশকর কাজ। এর দ্বারা মানুষ তার চেহারাকেই ক্লান্ত করে ফেলে। তবে শাসকের নিকট কিছু চাওয়া বা এমন অবস্থায় চাওয়া, যখন কোন গত্যন্তর নেই, তাহ'লে সেটি ভিন্ন কথা (তিরমিযী হা/৬৮১; ছহীহুত তারগীব হা/৭৯২)।

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন, তোমাদের কেউ এক আঁটি লাকড়ি রশি দিয়ে বেঁধে পিঠে বহন করে এবং তা বিক্রি করে। আল্লাহ তা'আলা এ কাজের দ্বারা তার ইয্যত-সম্মান বহাল রাখেন

(যা ভিক্ষা করার মাধ্যমে চলে যায়)। এ কাজ মানুষের কাছে হাত পাতা অপেক্ষা তার জন্য অনেক উত্তম। মানুষ তাকে কিছু দিতে পারে আবার নাও দিতে পারে (বুখারী হা/১৪৭০; মিশকাত হা/১৮৪১)।

তিনি বলেন, যে নিজের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায়, সে নিশ্চয়ই (জাহান্নামের) আগুন কামনা করে। (এটা জানার পর) সে কম বা বেশী যা খুশী চাইতে থাকুক (মুসলিম হা/১০৪১; মিশকাত হা/১৮৩৮)।

ইসলামে সাধারণ অবস্থায় ভিক্ষাবৃত্তিকে পেশা হিসেবে নেওয়া হারাম ও নিন্দনীয়, যা একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কখনোই উচিত নয়। ইসলাম সবসময় হাত পেতে চাওয়ার চেয়ে কঠোর পরিশ্রমকে উৎসাহিত করে, যেমন নিজের বোঝা নিজে বহন করে কাজ করা বা ব্যবসা করা। তবে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, চরমপ্রয়োজন, অপারগতায়, যখন চরম দারিদ্র্য থাকে, যেমন খাদ্য, বাসস্থান বা চিকিৎসার অভাব হয়, যখন অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন এ পরিস্থিতিতে হাত পাতা বৈধ, যতক্ষণ না বিপদ কেটে যায়। তবে ইসলাম এটা করতে নীরউৎসাহিত করেছে।
'উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম': এই হাদিসের মাধ্যমে দাতার হাতকে ভিক্ষুকের হাতের চেয়ে উত্তম বলা হয়েছে।
(সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম ১৪৭৪, ১০৪০)

ইসলামের নবী হজরত মুহাম্মদ সা. ভিক্ষাবৃত্তিকে অপছন্দ করতেন। কোনো ভিক্ষুক চোখে পড়লেই তাকে কাজের পথ দেখিয়ে দিতেন। একটি ঘটনা তো বেশ পরিচিত। এক লোক নবীজির কাছে এসে ভিক্ষা চেয়েছিল। নবীজি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে বিক্রি করার মতো কী আছে? লোকটি একটি কম্বল এনে বলল, এটা বিক্রি করা যায়। নবীজি সেটা বিক্রি করে কিছু টাকা দিয়ে খাবার খেতে বললেন, আর কিছু টাকা দিয়ে একটি কুড়াল কিনে দিলেন। বললেন, এবার বনে গিয়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করো।

যার ফলে ভিক্ষাবৃত্তি এখন আর ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেই। সিন্ডিকেটরা একে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন। এমনকি কৃত্রিম উপায়ে সুস্থ সবল মানুষকে প্রতিবন্ধী বানিয়ে ভিক্ষা করাচ্ছে অনেক চক্র। কিন্তু বর্তমানে রীতিমতো এসব প্রতিষ্ঠান এবং চক্রগুলোতে তিনবেলা খাবার এবং থাকার বিনিময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে দিনের পুরোটা সময় দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভিক্ষা করাচ্ছেন।

এমন ধোঁকা ইসলামে স্পষ্ট হারাম। মহানবী হযরত মহাম্মদ(সা.) প্রবঞ্চনাকারীকে নিজের উম্মত নয় বলে ধমকি দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি নিজের অভাব-অনটনের কথা অন্যের নিকট প্রকাশ করে হাত পেতে ভিক্ষা করে বেড়ায়, আসলে তার অভাব-অনটন কমে না বরং আরো বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে রসুল (স) বলেছেন, 'কেউ যদি অভাব-অনটনে পড়ে অতপর তা মানুষের নিকট উপস্থাপন করে, তাহলে তার অভাব-অনটন দূর হবে না।

ইসলামি শরিয়তের বিধান অনুযায়ী বলা যায়, যার কাছে একদিন একরাতের জীবিকাও আছে, তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি সম্পূর্ণ হারাম।

হাদিস শরিফের স্পষ্ট বাণী, শক্ত-সমর্থ ও দৈহিক সুস্থ-সবল ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করা হালাল নয়। (তিরমিজি)

ভিক্ষাবৃত্তিকে চরমভাবে ঘৃণা করে ইসলাম। তবে ভিক্ষাবৃত্তিকে যারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কর্ম করে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করেন তাদের জন্য বলা হয়েছে যারা ভিক্ষাবৃত্তি পেশাকে ছেড়ে দিয়ে কর্ম করে জীবন পরিচালনা করবে, তাদের সম্পর্কেও রসুল (স) একটি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে রসুল (স) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে নিশ্চয়তা দিবে যে, সে অন্যের কাছে কিছু চাইবে না, তাহলে আমি তার জান্নাতের জিম্মাদার হব।' (আবু দাউদ:১৬৪৩)

প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন

ইসলামে ধোঁকা-প্রতারণার সুযোগ নেই। এর সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র নেই। নানাভাবে মানুষ প্রতারণার শিকার হয়, কথাবার্তা, কাজেকর্মে, লেনদেন, ব্যবস্যা-বাণিজ্যে ভেজাল মেশানো, পণ্যদ্রব্যের দোষ গোপন করা, মানুষকে ঠকানো, লটারি, খাদ্যজাত দ্রব্যে ফরমালিন মেশানো, জাল টাকা চালানো, ওজনে কম দেওয়া, উত্তমের সঙ্গে অনুত্তম পণ্য সরবরাহ করা, মিথ্যা শপথ করা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, হাসপাতালের দায়িত্ব ছেড়ে প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখা, স্কুল ফাঁকি দিয়ে কোচিং-বাণিজ্য করা ইত্যাদি। এক কথায়, যে কোনোভাবে মানুষ বা প্রাণীকে ঠকানোই প্রতারণা-ধোঁকা।

কোরানে আছে, 'তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারদের সঙ্গে প্রতারণা করে। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে প্রতারিত করে না। কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।' (সুরা বাকারা : ৯)।

হাদিস আছে,
"যে ব্যক্তি আমাদের মধ্যে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।"
(সাহিহ মুসলিম, হাদিস: ১০১)

প্রতারণা করা ইসলামে অত্যন্ত নিন্দনীয়। একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনোই ধোঁকা বা প্রতারণার আশ্রয় নিতে পারে না। যারা এমন কাজ করে, তারা প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলি ধারণ করে না।
তাই প্রতারণা করে উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করা হারাম।

নিষিদ্ধ পণ্য ক্রয় বিক্রয়

অর্থ উপার্জনের আবেদন উপেক্ষা করে কেউ চলতে পারবে না। জীবনের জন্য অর্থের খুব প্রয়োজন। মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে পৃথিবীতে বুক টান দিয়ে দাঁড়াতে হলে অর্থে স্বাবলম্বী হতে হবে। অর্থ উপার্জনের জন্য হালাল পন্থা অবলম্বন করতে হবে। হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন নিষেধ। ব্যবসায় এমন কিছু পদ্ধতি রয়েছে, যা ইসলাম সমর্থন করে না। এখানে চারটি পদ্ধতির কথা বলা হলো—

বিক্রি করা, মুখাবারা (এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ বা এমন নির্দিষ্ট কোনো অংশ) এবং খেজুর লাল বা মেটে লাল অথবা খাদ্যোপযোগী হওয়ার আগে বেচাকেনা করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম, ৩৭৬৭)

তালাককিয়ে জালব: 'তালাককিয়ে জালব' আরবি পরিভাষা। ফকিহরা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'শহরের বাইরে থেকে যেসব ব্যবসায়ী কাফেলা পণ্য নিয়ে শহরে আসে, শহরে পৌঁছার আগে তাদের থেকে পণ্য কেনা বা শহরতলি থেকে সব পণ্য কিনে নিয়ে ওই পণ্য শহরে এনে বেশি দামে বিক্রি করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এভাবে পণ্য কিনতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'বাজারে পৌঁছার আগে পণ্য যেন ক্রয় করা না হয়।' (মুসলিম, ১৫১৮)
বাজারে যদি বিক্রীত পণ্যের দাম অনেক বেশি হয়, তা হলে বিক্রেতা ক্রেতা থেকে তার পণ্য ফেরত নিতে পারবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এভাবে ক্রয়ের পর ব্যবসায়ী দল শহরে এলে চুক্তি রহিত করার অধিকার থাকবে।' (মুসলিম, ১৫১৯)

তাশরিয়া: 'তাশরিয়া' অর্থ জমা করা। গরু বা ছাগল বেশি দামে বিক্রির জন্য দুধ দোহন না করে ওলানে জমা করে রাখা হলো তাশরিয়া। এই পদ্ধতিতে ধোঁকা আছে।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা উট, ছাগল ইত্যাদিকে এভাবে দুধ আটকে রেখে বিক্রি করো না। কেউ যদি এভাবে বিক্রি করে, তাহলে দুধ দোহনের পর ক্রেতার ওই পশু নেওয়া বা না নেওয়ার ইচ্ছা থাকবে। তবে না নিলে পশু ফেরত দেওয়ার সময় এর সঙ্গে সাড়ে তিন সের খেজুর দিতে হবে।' (মুসলিম, ১৫১৫)

সামসারা: 'সামসারা' হলো দালালি করা। আমাদের দেশে গরু-ছাগলের হাটে দালালচক্রের আনাগোনা বেশি পরিলক্ষিত হয়। ধোঁকা দেওয়ার জন্য দালালি করা গুনাহ।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'এক মুসলমান যেন অপর মুসলমানের ওপর গিয়ে পণ্যের দাম না বলে এবং বিয়ের আলোচনা চলা অবস্থায় প্রস্তাব না দেয়; তবে যদি অনুমতি দেয়। (মুসলিম, ১৪১২)

জুয়া, বাজি, লটারির মাধ্যমে উপার্জন

সব ধরনের জুয়া হারাম। জুয়া খেলা কবিরা গুনাহ। জুয়া বলতে সেসব খেলাকে বোঝানো হয়, যাতে বাজি কিংবা হার-জিতের প্রশ্ন আছে। জুয়া যে ধরনেরই হোক না কেন, তা হারাম। আর এর মাধ্যমে উপার্জন ও হারাম।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

»يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنَّمَا الْـخَمْرُ وَالْـمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِيْ الْـخَمْرِ وَالْـمَيْسِرِ، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ«

"হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ (নেশাকর দ্রব্য), জুয়া, মূর্তি ও লটারীর তীর এ সব নাপাক ও গর্হিত বিষয়। শয়তানের কাজও বটে। সুতরাং এগুলো থেকে তোমরা সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকে। তা হলেই তো তোমরা সফলকাম হতে পারবে। শয়তান তো এটিই চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে তোমরা বিরত থাকো। সুতরাং এখনো কি তোমরা এগুলো থেকে বিরত থাকবে না?" (মা'য়িদাহ্ : ৯০-৯১)

উক্ত আয়াতে জুয়াকে শির্কের পাশাপাশি উল্লেখ করা, উহাকে অপবিত্র ও শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা, তা থেকে বিরত থাকার ইলাহী আদেশ, তা বর্জনে সমূহ কল্যাণ নিহিত থাকা, এরই মাধ্যমে শয়তানের মানুষে মানুষে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করা এবং আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ ও নামায থেকে গাফিল রাখার চেষ্টা এবং পরিশেষে ধমকের সুরে তা থেকে বিরত থাকার আদেশ থেকে জুয়ার ভয়ঙ্করতার পর্যায়টি সুস্পষ্টরূপেই প্রতিভাত হয়।

জুয়ার অনেকগুলো নতুন-পুরাতন ধরন রয়েছে যা হাতেগুনে উল্লেখ করা সত্যিই কষ্টকর। নিম্নে জুয়ার কয়েকটি ধরনের কথা উল্লেখ করা হলো:

লটারি বা ভাগ্যপরীক্ষা অর্থের বিনিময়ে কোন সংস্থা বা সংগঠনের প্রাইজ বন্ড খরিদ করে বেশি, সমপরিমাণ কিংবা কম মূল্যের পুরষ্কার পাওয়া অথবা একেবারেই কিছু না পাওয়া। এ পন্থা একেবারেই হারাম। চাই উক্ত লটারির অর্থ জনকল্যাণেই ব্যবহার হোক না কেন। কারণ, পরকালের সাওয়াব তো শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন পন্থায় অর্জন করা যায় না।

জাহিলী যুগে দশজন লোক একত্রে মিলে একটি উট খরিদ করতো। প্রত্যেকেই সমানভাবে উট কেনার পয়সা পরিশোধ করতো। কিন্তু জবাইয়ের পর তারা লটারির মাধ্যমে শুধু সাত ভাগই নির্ধারণ করে নিতো। আর বাকি তিনজনকে কিছুই দেয়া হতো না। এটি হচ্ছে জুয়ার প্রাচীন রূপ।

কার্ডের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে জুয়া খেলা তো বর্তমান সমাজে খুবই প্রসিদ্ধ। যা ছোট-বড় কারোর অজানা নয়। শুধু এরই মাধ্যমে মানুষের কতো টাকা যে আজ পর্যন্ত বেহাত হয়েছে বা হচ্ছে তার কোন ইয়ত্তা নেই।

এমন কোন পণ্য খরিদ করা যার মধ্যে অজানা কিছু পুরস্কার রয়েছে। কখনো পাওয়া যায় আবার কখনো কিছুই পাওয়া যায় না। তেমনিভাবে পণ্য খরিদের সময় দোকানদাররা গ্রাহকদের মাঝে কিছু নাম্বার বিতরণ করে থাকে। যার ভিত্তিতে পরবর্তীতে লটারির মাধ্যমে অথবা লটারি ছাড়াই পুরস্কার ঘোষণা দেয়া হয়। তাতে কেউ পায় আবার অনেকেই কিছুই পায় না।

জায়িয খেলাধুলাসমূহ খেলোয়াড়দের পক্ষ থেকে পুরস্কার সম্বলিত হলে তাও জুয়ার অন্তর্গত। কিন্তু পুরস্কারটি তৃতীয় পক্ষ থেকে হলে তা অবশ্য জায়িয। তবে শরীয়তের কোন ফায়েদা

রয়েছে এমন সকল খেলাধুলা পুরস্কার সম্বলিত হলেও তাতে কোন অসুবিধে নেই। আর ইসলাম বিরোধী খেলাধুলা তো কোনভাবেই জায়িয নয়। চাই তাতে পুরস্কার থাকুক বা নাই থাকুক।

লটারি আসলে একধরনের প্রতারণামূলক ব্যবসা, যেখানে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে পণ্য বিক্রি করা হয়। এটি ইসলামিক বাণিজ্যনীতি পরিপন্থী। এবং হারাম ও নিষিদ্ধ ।
"লটারির লোভে নয়, বরং ভালোবাসায় কোরআন গ্রহণ করুন!

চুরি, ডাকাতির মাধ্যমে জীবিকা অর্জন

এক শ্রেণীর লোক রয়েছে যারা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাকার কর্মকান্ড করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকায় নতুন ব্র্যান্ডের মোটর সাইকেল, জীপ ছিনতাইয়ের সচিত্র রিপোর্ট প্রকাশ হয়ে থাকে। গভীর রাতে রাস্তায় গাছ ফেলে ডাকাতি করার ঘটনা এদেশে নতুন নয়।
আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,
وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِيْنَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِن ٌ
‘চোর যখন চুরি করে তখন তার ঈমান থাকে না। ডাকাত যখন জনসমক্ষে ডাকাতি করে তখন তার ঈমান থাকে না’। অর্থাৎ তার ঈমান এ অবস্থা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত উপরে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।

সুতরাং এইভাবে উপার্জন শুধু হারাম উপার্জনকারীই নয় বরং সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবারের জন্য অভিশাপ।

আত্মসাৎ

আত্মসাৎ এর মাধ্যমে উপার্জন ইসলামে হারাম।

এ ধরনের কাজের জন্য পরকালে কঠোর শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'যে ব্যক্তি আত্মসাৎ করবে, সে ক্বিয়ামত দিবসে আত্মসাৎকৃত বস্তু নিয়েই হাযির হবে' (আলে ইমরান ৩/১৬১)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مَخِيْطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلًا يَأْتِيْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -

'যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করলাম, আর সে একটি সুতা বা তদুর্ধ্ব কিছু গোপন করল সেটা আত্মাসাৎ হিসাবে বিবেচিত, যা নিয়ে সে কিয়ামত দিবসে হাযির হবে'।

গনকের মাধ্যমে উপার্জন

গণকের পেশাকে ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম এবং নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কারণ এটি আল্লাহ্‌র উপর কুফরির শামিল। গণক বা জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্য জানা, ভবিষ্যতের কথা জিজ্ঞেস করা অথবা তাদের কথা বিশ্বাস করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এর ফলে ব্যক্তির ঈমান নষ্ট হয়, কারণ আল্লাহ্‌ ছাড়া কেউ গায়বের খবর জানেন না, এবং যে এমন দাবি করে তাকে বিশ্বাস করলে তা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে অবিশ্বাস করার সমতুল্য।

গায়েবের খবর একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ গায়েবের খবর জানে না। দূর আকাশ থেকে শুরু করে সাগরের অন্ধকার তলদেশের সব খবর মহান আল্লাহর ইলমে আছে। পৃথিবীর একবিন্দু ধূলিকণাও তাঁর ইলমের বাইরে নেই।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, মহান আল্লাহ বলেন, 'আর গায়েবের চাবি তাঁরই কাছে আছে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ তা জানে না। স্থল ও সাগরের অন্ধকারে যা কিছু আছে তা তিনিই অবগত আছেন, তাঁর অজানায় একটি পাতাও পড়ে না। মাটির অন্ধকারে এমন কোনো শস্যকণাও অঙ্কুরিত হয় না বা রসযুক্ত কিংবা শুষ্ক এমন কোনো বস্তু নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।'

(সুরা : আনআম, আয়াত : ৫৯)

যদি কেউ দাবি করে যে সে গায়েবের খবর জানে, মানুষের ভাগ্য গণনা করে শতভাগ সত্য বলতে পারে সে মিথ্যাবাদী।

তাই মুমিনের উচিত গণকদের কাছে যাওয়া থেকে বিরত থাকা। নিজেকে এই পেশা থেকে দূরে রাখা। কেননা এই পেশার উপার্জন মুসলমানের জন্য হালাল নয়। আবু মাসউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) কুকুরের মূল্য, গণকের পারিশ্রমিক ও পতিতার উপার্জন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারি, হাদিস : ৫৩৪৬)

যে কাজকর্ম ফরজ ইবাদতে ব্যাঘাত ঘটায়

উপার্জন কখনো আল্লাহর বিধান পালনে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। অনেক সময় উপার্জন করতে করতে আল্লাহর কথা স্মরণ থাকে না। আল্লাহর ইবাদাতের কথা ভুলে যায়। এটা মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَاۤ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

"হে মুমিনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে উদাসীন না করেছে, আর যারা এরূপ করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (মুনাফিকুন-০৯)

পৃথিবীতে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ তালার ইবাদতের জন্য। আল্লাহর তরফ থেকে ফরজ ইবাদত হলো অত্যাবশকীয় ইবাদত। এর থেকে গুরুত্বপূর্ণ এমন কোন কাজ বা এমন কোন কারণ থাকতে পারেনা যা ফরজ ইবাদত থেকে কোন বান্দাকে বিরত রাখে। তাই এর মাধ্যমে উপার্জন হারাম। ফরজ ইবাদত বাদ দিয়ে যেই উপার্জন করা হয় তাতে বরকত-রহমত থাকে না, রিজিক কমে যায়।

সন্দেহ জনক উপার্জন পরিত্যাগ করা

সুস্পষ্ট হালাল ও হারামের মধ্যে কিছু বিষয় সন্দেহযুক্ত রয়েছ, অধিকাংশ মানুষ এগুলো সম্পর্কে অবগত নয়। ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে مُشْتَبِهَات দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এগুলো হালাল না হারাম তা সুস্পষ্ট নয়। ফলে অধিকাংশ মানুষ এগুলো পরিচয় করতে পারে না, এগুলোর হুকুমও জানে না। তবে মুজতাহিদ উলামায়ে কিরাম নস তথা কুরআন-

সুন্নাহ’র দলীল, কিয়াস, ইস্তিসহাব কিংবা অন্যান্য বিষয়াদির দ্বারা এগুলো পরিচয় করতে পারেন। যখন কোনো বিষয় হালাল ও হারাম উভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত হয় এবং এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ’র কোনো দলীল কিংবা ইজমা না থাকে তখন মুজতাহিদ শরঈ দলীলের আলোকে সে বিষয়ে ইজতিহাদ করে কোনো একটি হুকুম সাব্যস্ত করেন। মুজতাহিদ বিষয়টিকে হালাল সাব্যস্ত করলেও তার দলীল সন্দেহমুক্ত নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে তাকওয়ার দাবি হলো বিষয়টি পরিত্যাগ করা। এটি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরবর্তী উক্তি-

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ

(যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দ্বীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে) এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়টি মুজতাহিদের নিকট সুস্পষ্ট হয়নি এর হুকুম কী হবে এ বিষয়ে চারটি মত রয়েছে। প্রথম ও বিশুদ্ধ মত হলো, এ বিষয়ে হালাল, হারাম, মুবাহ কিংবা অন্য কোনো হুকুম প্রদান করা যাবে না। কেননা, হকপন্থী উলামায়ে কিরামের মতে শরঈ দলীল ছাড়া কাউকে কোনো বিষয়ে বাধ্য করা যায় না। দ্বিতীয় মত হলো, বিষয়টি হারাম বলে গণ্য হবে। তৃতীয় মত হলো, বিষয়টি মুবাহ বলে গণ্য হবে। চতুর্থ মত হলো, এ বিষয়ে তাওয়াক্কুফ করতে হবে। (শরহু মুসলিম লিন নববী)

সন্দেহজনক উপার্জন পরিত্যাগ করা মানে হলো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থেকে সৃষ্ট যেকোনো ধরনের আয় বা সম্পদ থেকে দূরে থাকা, যা ধর্মীয় এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপরিহার্য। এর অর্থ হলো, যে আয় স্পষ্ট হালাল নয় অথবা সন্দেহজনক, তা থেকে বিরত থাকা, যাতে পাপের পথে পা না বাড়ানো যায় এবং নিজের দ্বীন ও সম্মান রক্ষা করা যায়।

কারণসমূহ

সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে দূরে থাকলে নিজের দ্বীন ও সম্মান নিরাপদ থাকে, যা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে।

হযরত আবূ আবদিল্লাহ নু’মান ইবন বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মধ্যে অনেক সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে বহু মানুষ জানে না। এমতাবস্থায় যে সন্দেহজনক বিষয় পরিহার করে চলবে তার দ্বীন ও ইয্যত-সম্মান নিরাপদ থাকবে। আর যে সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হবে সে (অচিরেই) হারামের মধ্যেও লিপ্ত হবে। যেমন কোনো রাখাল যদি নিষিদ্ধ সীমানার আশে-পাশে পশু চরায়, হতে পারে তার পশু

নিষিদ্ধ এলাকার মধ্যেও মুখ ঢুকিয়ে দিবে। জেনে রাখো, প্রত্যেক বাদশাহর চারণভূমি (নিষিদ্ধ এলাকা) রয়েছে। আর আল্লাহর নিষিদ্ধ এলাকা হলো তার হারামসমূহ। জেনে রাখো, মানব দেহের অভ্যন্তরে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে, যা সঠিক থাকলে সারা দেহ সঠিক থাকে আর এটি বিনষ্ট হলে সারা দেহ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই মাংসপিন্ড হলো কলব-অন্তর। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের ব্যাখ্যা, এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীআতের বিধানসমূহের সারকথা তুলে ধরেছেন। শরীআতের বিধানসমূহ তিন প্রকার: ১. হালাল হিসেবে সুস্পষ্ট, ২. হারাম হিসেবে সুস্পষ্ট, ৩. সন্দেহযুক্ত অর্থাৎ তা হালাল না হারাম এ বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম নববী (রাঃ) বলেন, উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এ হাদীসের বিশেষ গুরুত্বের কারণ হলো, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাবার, পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র সকল কিছু সংশোধনের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। সকল ক্ষেত্রে সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেননা এটি দ্বীন ও ইযযত-সম্মান রক্ষার মাধ্যম।
তাই যেকোনো সন্দেহ জনক উপার্জন মাধ্যম থেকে বিরত থাকা অন্যথায় হারাম উপার্জনের স্বীকার হতে হবে।

ইসলামে হারাম উপার্জনের অপকারিতা

হারাম উপার্জন শুধু ইহকাল নয় পরকালেরও ক্ষতির কারণ। হারাম উপার্জনের তোয়াক্কা না করার ফলে আজ সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি, সূদ, ঘুষ, জুয়া, প্রতারণা, মজুতদারী, মাপে ঠকানো, ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা, অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা সহ বিভিন্ন প্রকার গর্হিত কাজ ব্যাপকতা লাভ করেছে।
এতে যেমন দুনিয়াবি ক্ষতি হচ্ছে তেমন আখিরাতে ও কঠিন হচ্ছে।
মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন হালাল উপার্জনের বিষয়টিকে তারা তুচ্ছ জ্ঞান করবে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই ছাড়াই উপার্জনে লিপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَام-
'মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ উপার্জনের ক্ষেত্রে হারাম-হালাল বিবেচনা করবে না'।

(সহীহ বুখারী শরীফে ২০৫৯ এবং ২৭৬)

মানুষ রয়েছে, যারা জেনেশুনে স্বপ্রণোদিত হয়ে আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করে হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম বানায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ,

مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً، قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُوْن -َ

'বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের যে রিযিক দিয়েছেন তোমরা এর কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ? বল, আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ'? (ইউনুস ১০/৫৯)।

হারাম উপার্জন আল্লাহর নির্দেশ অবজ্ঞা করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা কোনটি হালাল ও কোনটি হারাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে হারাম পথ বেছে নেবে সে আল্লাহর নির্দেশকে অবজ্ঞা করলো এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলো। উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল উপায় অবলম্বন করতে হবে। যারা হালাল ও হারামের প্রশ্নে সতর্কতা অবলম্বন করে না, তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে বলেন, يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَام(সহীহ বুখারী, ২০৫৯) "

একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই আমাদের হালাম হারাম বুঝে উপার্জন করতে হবে।

হারাম উপার্জনের কুফল

হারাম উপার্জন মানুষের দুনিয়া আখিরাত ধ্বংস করে দেয়। এর পরও কিছু মানুষ এ কাজ করে থাকে। অনেকে চাকরি করার আগে সেখানে বৈধ বেতনের সঙ্গে অবৈধ কত টাকা উপার্জন করতে পারবে, সে হিসাব করে। অথচ পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, 'হে মুমিনরা, আহার করো আমি তোমাদের যে হালাল রিজিক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর করো, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ১৭২)
এই আয়াতে মহান আল্লাহ আমাদের জন্য হালাল খাবার, হালাল উপার্জন ফরজ করেছেন।

নিম্নে অবৈধ উপার্জনের কিছু কুফল নিয়ে আলোচনা করা হলো :

বরকত কমে যায় :

হারাম উপার্জন মানুষের রিজিক কমিয়ে দেয়। আর্থিক, পারিপারিক, ব্যাক্তিগত জীবনে বরকত, রহমত কমে যায়।
মহান আল্লাহ বলেন,'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দান-সদকা বাড়িয়ে দেন। ' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৭৬)
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন,
'যে সম্পদের সঙ্গে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, বেশির ভাগ সময় সেগুলো ধ্বংস হয়, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তাও সঙ্গে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকিরে পরিণত হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সৎ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে তাকে এর মধ্যে বরকত দেওয়া হয়। (মুসলিম, হাদিস : ২৩১১)। তাই একজন মুসলমানের জন্য হালাল উপার্জন করা অপরিহার্য দায়িত্ব।

হারাম উপার্জন মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। মহান আল্লাহ হারাম উপার্জনকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
'হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও—যদি তোমরা মুমিন হও। অতঃপর যদি তোমরা না করো, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও...। ' (সুরা : বাকারা, আয়াত ২৭৮-২৭৯)

এতে বুঝা যায় যে হারাম উপার্জন দিয়ে উপরে উঠার চেষ্টায় আছে, সবই বৃথা কারন আল্লাহর নিয়মের অবাধ্যতা অবশ্যই ধ্বংসের কারণ হবে।

আল্লাহর অসন্তুষ্টি :

একজন মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। যে সৃষ্টিকর্তাকে পেয়েছে সে সব পেল। আর যে তাকে হারালো সে সব হারালো।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,
'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর সঙ্গে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য খরিদ করে, আখিরাতে তাদের কোনো অংশ নেই। আর আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে তাকাবেন না কেয়ামতের দিন। আর তাদের পরিশুদ্ধও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। ' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৭৭)

রাসুল (সা.)-এর অভিশাপ :

মানুষের জন্য হারাম উপার্জন এতটাই ঘৃনিত যে রাসুল (সা.) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর এই অভিশাপ মানুষকে ধংস করে দেয়। যারা হারাম উপার্জন বা সুদভিত্তিক লেনদেনে লিপ্ত, রাসুল (সা.) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। জাবের (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও তার সাক্ষীদ্বয়ের ওপর অভিসম্পাত করেছেন এবং বলেছেন এরা সবাই সমান অপরাধী। (মুসলিম, হাদিস : ৩৯৮৫)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, ঘুষদাতা ও গ্রহীতার ওপর আল্লাহর অভিশাপ। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৩১৩)

কবরের শাস্তি :

হারাম উপার্জন মানুষকে যেভাবে দুনিয়াতে শাস্তি দেয়, তেমনি কবরেও তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন,

আজ রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি, দুই ব্যক্তি আমার কাছে আগমন করে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানের লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হলো সুদখোর। (বুখারি, হাদিস : ২০৮৫)

আখিরাতের শাস্তি :

হারাম উপার্জনকারী দুনিয়ার সাথে সাথে তার আখিরাতটাও ধংস করে। আখিরাতেও অবৈধ বা হারাম উপার্জনকারী কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। খাওলা আনসারিয়া (রা.) বলেন,
'আমি নবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিছু লোক আল্লাহর দেওয়া সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত। ' (বুখারি, হাদিস : ৩১১৮)

দান-সদকা কবুল হয় না :

অনেকে মনে করে, হারাম পথে উপার্জন করে সেখান থেকে কিছু সদকা করে দিলে হয়তো শাস্তি কিছুটা হালকা হবে। অথবা আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন। কিন্তু ব্যাপারটা এরকম নয়। রাসুল (সা.) বলেছেন,
'আল্লাহ তাআলা পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করেন না এবং অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদের সদকা গ্রহণ করেন না। ' (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৯)

অতএব আমাদের সবার উচিত, হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা। কারণ এর দ্বারা সাময়িক সচ্ছলতা অর্জিত হলেও এর ক্ষতি চিরস্থায়ী। চাইলেও এর অর্থ দ্বারা ভালো কোন কাজ করা যায় না। দান-সদকার মতো মহান কাজও করা যায় না। তাই হারাম উপার্জন বর্জন ওরা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কাজ। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে হালাল উপার্জন করার তাওফিক দান করুন।

হৃদয় ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আনুগত্যে স্থবিরতা :

হারাম উপার্জনের বহু ক্ষতিকর দিক রয়েছে, যা হারামের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অন্তরে আসন গেড়ে বসে। তা হল অন্তরের কাঠিন্য ও আল্লাহর আনুগত্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহের স্থবিরতা। যার ফলাফল হল ইহলৌকিক জীবন ও জীবিকায় বরকত হ্রাস হওয়া।

রাসূল (সাঃ) বলেন

إِنَّهُ لاَ يَرْبُوْ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ إِلاَّ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ'

অবৈধ খাদ্যে যে গোশত বৃদ্ধি পায় জাহান্নামই তার জন্য উত্তম বাসস্থান'।
(সুনান তিরমিজি-এর ৬১৪)

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, ভাল কাজের নূরানী ছাপ অন্তরে অবশ্যই গ্রোথিত হয়, মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়, শরীরে শক্তি বর্ধিত হয়, জীবিকায় প্রাচুর্য আসে। অপরপক্ষে খারাপ কাজের প্রভাব মুখমন্ডলে প্রস্ফুটিত হয়, অন্তর তমসাচ্ছন্ন হয়, চেহারা হয় দুর্বল এবং জীবিকায় আসে ক্ষীণতা।

সৎকর্ম কবুলে প্রতিবন্ধক :

হারাম উপার্জন হল সৎকর্ম কবুলের পথে অন্তরায়। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, খাইবারে অমুক অমুক শহীদ হয়েছেন। অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তারা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কখনই না। গনীমাতের মাল থেকে চাঁদর আত্মসাৎ করার কারণে আমি তাকে জাহান্নামে দেখেছি। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! যাও লোকেদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র প্রকৃত মুমিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। উমর ইবনু খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে দিলাম, "সাবধান! শুধুমাত্র প্রকৃত মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২১০, ইসলামিক সেন্টারঃ ২১৭)
এতে বুঝা যায় সৎকর্ম কবুলের জন্য সৎ বা বৈধভাবে উপার্জন করতে হবে অন্যথায় সকল সৎকর্ম বৃথা হবে যা একজন মুসলিম হিসেবে কাম্য নয় এর ফলে দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই ধ্বংস হবে।

মহাশক্তিধর আল্লাহর ক্রোধ :

আল্লাহর সন্তুষ্টি যেমন বান্দাকে জান্নাতে নিয়ে যায় তেমনি আল্লাহর ক্রোধ বান্দাকে জাহান্নামে প্রবেশ করায়। আর আল্লাহর বিধান অমান্য করা তাঁর ক্রোধের কার হয়, হারাম উপার্জন করা হলো তাঁর অবাধ্যতা করা যার পরিণাম জাহান্নাম।

হারাম উপার্জন আল্লাহর ক্রোধকে বাড়িয়ে দেয় এবং জাহান্নামে প্রবেশে সহায়তা করে। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاَثَ مِرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ.

'তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! এমন ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কারা? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার পুনরুল্লেখ করে বললেন, (১) টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী (২) মিথ্যা শপথে পণ্য বিক্রয়কারী (৩) উপকারের খোটা দানকারী ব্যক্তি'।

ইবাদত কবুল না হওয়ায় হারাম উপার্জনের ভুমিকা

ইবাদত কবুলের প্রধান পূর্বশর্ত হলো হালাল উপার্জন।

পৃথিবী শুরু শেষ পর্যন্ত আমাদের মূল লক্ষ্যই হলো আল্লাহর ইবাদত যদি সেই ইবাদতেই কবুল না হয় তাহলে দুনিয়া আখিরাত দুই বৃথা।

যেহেতু হারাম উপার্জন আল্লাহর অবাধ্যতা, নীতিমালার বাইরে তাই তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট থাকেন ফলে তার সকল কর্ম সৎকর্ম আমল ইবাদত গ্রহণ করেন না নষ্ট হয়ে যায়।

অবৈধ, অননুমোদিত বা শরিয়ত পরিপন্থি যেকোনো উপায় উপার্জনকারীর ইবাদত আল্লাহ কবুল করেন না। ইবাদত কবুলের জন্য আমাদের হালাল উপার্জন করতে হবে এবং হারাম উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে- মাওলানা মুহিবুর রহমানের উক্তিটি ইসলামের আলোকে যথার্থ। ইসলামি শরিয়তে যেসব বিষয়ের অনুমতি রয়েছে এবং যা সম্পর্কে কোনো নিষেধ বাণী নেই তাকে হালাল বা বৈধ বলে। আর শরিয়তে যেসব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে তা হারাম বা অবৈধ। জীবনের সবক্ষেত্রে হালাল জিনিস গ্রহণ ও হারাম জিনিস বর্জন করা ইসলামের বিধান। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় এ বিধানটি মেনে চলার গুরুত্ব অপরিসীম।

হালাল জিনিস গ্রহণ ও হারাম জিনিস বর্জন করা একজন মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক। হালাল-হারামের বিধান মেনে চলার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করা হয়। উপার্জনে সামান্য হারাম প্রবেশ করলে ইবাদতের বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

দোয়া কবুল না হওয়ায় হারাম উপার্জনের ভুমিকা

হারাম জীবিকা উপার্জনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর দিক হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয় না। হালাল উপার্জন হলো দোয়া কবুলের প্রধান এবং অত্যাবশতীয় উপাদান। হারাম উপার্জন আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার শামিল। যে জীবনে হারাম প্রবেশ করে,সেই দোয়া আসমানের দরজায় পৌঁছায় না।
যারা হারাম পন্থায় উপার্জন করে, মহান আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ.

'হে মানুষ সকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি পাক-পবিত্র বৈ কিছুই কবুল করেন না। আর আল্লাহ মুমিনদেরকে সেই নির্দেশ দিয়েছেন, যে নির্দেশ তিনি রাসূলদেরকে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, যে দীর্ঘ সফর করেছে, ধূলাধূসরিত, এলোমেলো কেশবিশিষ্ট, হস্তযুগল আকাশপানে উত্তোলন করে দো'আ করে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিচ্ছদ সবই হারাম। এমনকি সে হারাম দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে। সুতরাং তার দোয়া কিভাবে কবুল করা হবে'? যে, হারাম উপার্জন দোয়া প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ।

হারাম ভক্ষণকারীর দোয়া কবুল হয় না কারণ দোয়া কবুলের পূর্বশর্ত হচ্ছে হালাল রোজগার ও হালাল ভক্ষণ। যে হারাম কামাই করে তার দান—সদকাও আল্লাহ তাআলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। তার দোয়াও আল্লাহ কবুল করেন না।

আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে, "কোন কোন কাজ দো'আ কবুল হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক হয়?" তখন রাসুল (সা.) বলেন, "যাদের দো'আ কবুল হয় না, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, 'আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, কিন্তু আমার দোয়া কবুল হয় না।' কিন্তু তারা হারাম খাবার খায়, হারাম পোশাক পরে এবং হারাম পথে অর্থ উপার্জন করে, তখন তাদের দো'আ কবুল হয় না।" (আহমদ)
এতে বুঝা যায় দোয়া কবুলের জন্য অবশ্যই হালাল উপার্জন করতে হবে ও হারাম উপার্জন বর্জন করতে হবে।

জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক হারাম উপার্জন

হারাম উপার্জন জান্নাতে যাওয়ার প্রতিবন্ধক।
অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জনকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত।
ইবন আববাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বর্ণিত হাদীসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ

كُلَّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِه ِ

"আর যে দেহ হারাম খাদ্য দ্বারা গড়ে উঠে তার জন্য দোযখের আগুনই উত্তম। " (তিরমিজি শরিফ ৬১৪)

হারামখোর পরকালে একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত। জান্নাতের নয়।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

كُلُّ لَـحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِه.ِ

"যে শরীর হারাম দিয়ে গড়া তা একমাত্র জাহান্নামেরই উপযুক্ত"। (ত্বাবারানী/কবীর ১৯/১৩৬ সা'হীহুল্ জামি', হাদীস ৪৪৯৫)

কাব ইবন উজরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَام" ٍ

যে শরীর হারাম খেয়ে হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে, তা জান্নাতে যাবে না।
(তিরমিজি :৬১৪ এবং নাসায়ী :৪২০৭)

উপার্জনের উৎস সম্পর্কে কিয়ামাতে জিজ্ঞাসা করা হবে কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে তার উপার্জনের উৎস সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। সেজন্য মুমিনের জন্য হালাল উপার্জন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

এ বিষয়ে হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ َلসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেন,

ا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِم .َ

“কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এক কদমও স্বস্থান হতে নড়তে দেওয়া হবে না। ১. তার জীবনকাল কিভাবে অতিবাহিত করেছে, ২. যৌবনের সময়টা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৩. ধন সম্পদ কিভাবে উপার্জন করেছে, ৪. তা কিভাবে ব্যয় করেছে, ৫. সে দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে সেই অনুযায়ী আমল করেছে কিনা।”(তিরমিযী (হাদিস নং: ২৪১৬))

একজন মুসলিম হিসেবে যদি উপার্জনে হালাল ও হারাম না মানা হয় তাহলে ইসলামের মূলনীতি মানা হলো না, আল্লাহর আদেশ অমান্য করা হলো যার ফলাফল নিকৃষ্ট জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই না।

পারিবারিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব

হারাম উপার্জন পারিবারিক সদস্যদের ওপর পাপের বোঝা চাপায়। অনৈতিকতা ও অন্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, যা পরবর্তী প্রজন্মের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। হারাম উপার্জন পরিবারে পাপ বহন করে আনে তাই এ থেকে দূরে থাকা জরুরি।

যদি পরিবারের প্রধান অভিভাবক বা স্বামীর উপার্জন হারাম হয়, তাহলে ওই ব্যক্তির স্ত্রীর জন্য জরুরি হলো স্বামীকে হারাম উপার্জনের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। কিন্তু স্ত্রীর আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও যদি স্বামী হারাম উপার্জন ত্যাগ করতে রাজি না হয়, তাহলে স্ত্রীর যদি বৈধ জীবিকার ব্যবস্থা থাকে, তিনি সেখান থেকে জীবনধারণের ব্যবস্থা করবেন। তাঁর জন্য স্বামীর হারাম সম্পদ খাওয়া জায়েজ হবে না। কিন্তু যদি স্ত্রীর বৈধ জীবিকার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে স্বামীর সম্পদ থেকে খাওয়া তাঁর জন্য জায়েজ হবে। তবে হারাম সম্পদ খাওয়ার গুনাহ স্বামীর ওপর বর্তাবে।

আর অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুসন্তানদের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য। তবে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানরা নিজে উপার্জন করে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করবে। পিতার সম্পদ থেকে খাওয়াদাওয়া করবে না। এ বিষয়ে আল্লামা ইবনে আবেদিন (রহ.) লেখেন : 'যদি স্বামী খাবারদাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম সম্পদের দ্বারা কিনে নিয়ে আসে, তাহলে স্ত্রীর জন্য তা খাওয়া এবং পরিধান করা জায়েজ হবে। তবে এই কাজের গুনাহ স্বামীর ওপর বর্তাবে।' (ফাতাওয়া শামী : খণ্ড-৬, পৃষ্ঠা-১৯১)

ব্যক্তিগত জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব

একজন মানুষ হারাম উপার্জন দিয়ে যতই অর্থের পাহাড় তৈরি করুক না কেন, ধন-দৌলত,আরাম- আয়েশের মধ্যে থাকুক না কেন সে মানসিকভাবে এমনকি শারীরিকভাবে কোন সময় ভালো থাকে না, শান্তি লাভ করে না। তার দোয়া কবুল হচ্ছে না,ইবাদত কবুল হচ্ছে না, সে আল্লাহর সান্নিধ্য পাচ্ছে তার জীবনে বরকত, রহমত কিছুই থাকে। না সে পায় মানসিকভাবে শান্তি, না পায় শারিরীক। জীবনসঙ্গী,সন্তান,বন্ধু কারো কাছ থেকে আশা সুলভ আচরণ পায় না। মানুষের জন্য যতই করুক মানুষের প্রিয় হতে পারে না। যদিও তার সামনে সবাই তাকে সালাম দেয় পিছনে তাকে ঘৃণা করে আর এটাই হারাম উপার্জনের প্রতিফল। অবৈধ উপার্জনের কারণে জীবন অশান্তিপূর্ণ ও ব্যর্থতায় ভরে যায়,অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি করে। হারাম উপার্জনকারীর হৃদয় কঠোর হয় এবং তার ঈমানের আলো কমে যায়।

সামাজিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব

হারাম উপার্জন সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করে। উদাহরণ: সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, এবং অবৈধ জিনিস (যেমন-মদ, মূর্তি) বিক্রি করা। এই হারাম উপার্জনের কারনে আজ সমাজে অসংখ্য ফেতনা-অশান্তি ও অরাজকতার জন্ম দিতে পারে। তাই ফেতনা-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টির বিরুদ্ধে ইসলামের কঠোর অবস্থান।

ফেতনা-বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি পরিহারকারীদের প্রকৃত মুসলিম বলে আখ্যা দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি বলেছেন, 'প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে' (বুখারি : ৬৪৮৪; মুসলিম : ৪০)

এছাড়া হারাম উপার্জনকারীকে সামনাসামনি সামাজিক মর্যাদা, সম্মানিত করলেও কেউ থাকে ভালো চোখে দেখে না, সে সমাজের চোখে ঘৃণিত থাকে।

রাষ্ট্রীয় জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব

রাষ্ট্রীয় জীবনে সংঘাত ও সহিংসতাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হারাম উপার্জন হলো অশান্তি-বিশৃঙ্খলা তথা ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারীর মধ্যে অন্যতম। কোরআনে হত্যার চেয়েও গুরুতর পাপ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।
আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ফেতনা (দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য) হত্যা অপেক্ষা গুরুতর পাপ।' (সুরা বাকারা, আয়াত, ১৯১)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, আল্লাহ ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের ভালোবাসেন না।' (সুরা মায়েদা, আয়াত, ৬৪)

হারাম উপার্জন হলো পাপ আর এ পাপ আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন মুসলিম হিসেবে অবশ্যই আমাদের দেশপ্রেম থাকতে হবে এটাও দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। হারাম উপার্জন দেশ ও দেশের মানুষের ক্ষতির কারন যা রাষ্ট্রীয়ভাবে গুরুতর অন্যায়, আমানত খিয়ানতের সমান। তাই যেন হারাম উপার্জন দ্বারা রাষ্ট্রে ও জনগণের কোন ক্ষতি না হয় তার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

আর্থিক জীবনে হারাম উপার্জনের প্রভাব

হারাম উপার্জনে বাহ্যিকভাবে প্রাচুর্য দেখা গেলেও মূলত তা মানুষের জীবন থেকে বরকত তুলে নেয়। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন আর দান-সদকা বাড়িয়ে দেন। ' (সুরা বাকারা, আয়াত : ২৭৬)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরবিদরা বলেন, যে সম্পদের সঙ্গে সুদ মিশ্রিত হয়ে যায়, বেশির ভাগ সময় সেগুলো ধ্বংস হয়, অধিকন্তু আগে যা ছিল, তা-ও সঙ্গে নিয়ে যায়। সুদ ও জুয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, অজস্র পুঁজির মালিক কোটিপতি দেখতে দেখতে দেউলিয়া ও ফকিরে পরিণত হয়।
তাদের ইনকাম বেশি হলেও অর্থের কোন বরকত থাকে না। আল্লাহর তরফ থেকে রিজিকে বরকত কমে যায়।

হারাম উপার্জন করে এমন ব্যক্তির উপহার গ্রহণ বা তার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার বিধান

যেহেতু হারাম সম্পদ দু প্রকার, প্রথমত মূল সম্পদটাই হারাম। দ্বিতীয়ত মূল সম্পদটা হালাল কিন্তু তা উপার্জনের পদ্ধতি হারাম অথবা যে সম্পদে হালাল ও হারামের মিশ্রণ রয়েছে। যেমন, সুদী ব্যাংক, বীমা ইত্যাদিতে চাকুরী করে প্রাপ্ত বেতন, এমন ব্যবসা যাতে হালাল-হারামের মিশ্রণ রয়েছে ইত্যাদি। এ প্রকার সম্পদ থেকে যদি উপহার দেয়া হয় বা এমন ব্যক্তি যদি দাওয়াত খাওয়ায় তাহলে সে উপহার গ্রহণ করা বা তার বাসায় দাওয়াত খাওয়া জায়েয।

কেননা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে,

"তকে জিজ্ঞেস করা হল, সুদ খায় এমন প্রতিবেশী যদি দাওয়াত দিলে তাতে অংশ গ্রহণ করা যাবে কি না?

তিনি বলেন, দাওয়াতে অংশ গ্রহণ কর। এটা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দে গ্রহণীয় জিনিস। গুনাহ তার উপর বর্তাবে।" (জামেউল উলুম ওয়াল হেকাম)

তবে উত্তম হল, উপহার গ্রহণ না করা বা সে সম্পদ থেকে উপকার গ্রহণ না করা। বিশেষ করে তা যদি গ্রহণকারীর অন্তরে কুপ্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এমন সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহু আলাম।

ইসলামে অনলাইনের মাধ্যমে উপার্জন

ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তলব অনুযায়ী কাজ করার নাম হচ্ছে ফ্রিল্যান্সিং বা আউটসোর্সিং। বর্তমানে ফেসবুক, টিউব আরো বিভিন্ন অনলাইন ক্ষেত্রগুলোকে পেশা হিসাবে নিচ্ছে। হালাম,হারাম বিবেচনা না করেই তারা এই পেশা থেকে উপার্জন করছে।

এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, কাজের ওপর নির্ভর করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কখনো বৈধ, আবার কখনো অবৈধ। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যদি আপনি এমন কাজ করেন, যেটা মূলত শরিয়তে হালাল; যাতে হারামের সংস্পর্শ নেই, তাহলে তা হালাল এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থও হালাল, আর যদি কাজটা হারাম হয় তাহলে তা করা হারাম এবং সেখান থেকে উপার্জিত অর্থও হারাম। তবে উপার্জনের ক্ষেত্রে সর্বদা হালাল-হারামের বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে এবং হারাম ও সন্দেহপূর্ণ বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে।

অনলাইনে অনেক ফ্রিল্যান্সিং কোম্পানী রয়েছে যেমন ওডেক্স, এলান্স, ল্যান্সটেক, ফ্রিল্যান্সার ইত্যাদি। এ কোম্পানীগুলিতে কোনরূপ ফি ছাড়াই রেজিস্ট্রেশন করে স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স, ডাটাএন্ট্রি ইত্যাদি কাজ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন কোম্পানী স্পন্সর অনুযায়ী অনলাইনে এসব কোম্পানীর মাধ্যমে কাজ দেয় এবং নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রদান করে। এর মধ্যে কোন সূদী বা হারাম লেনদেনের প্রসঙ্গ নেই। বরং স্বীয় কর্মদক্ষতা এবং পরিশ্রমের বিনিময়ে এখানে উপার্জন করতে হয়। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই ‘হালাল কাজে সহযোগিতা এবং হারাম কাজে অসহযোগিতা’ নীতি অবলম্বন করতে হবে। কোন এ্যালকোহল, সিনেমা বা কোন সূদী প্রতিষ্ঠানের কাজে অংশ নেয়া যাবে না।

প্রথমত, দেখতে হবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড ইসলামী নীতির মধ্যে আছে কি না। কোনো অবৈধ বা অনৈসলামিক বিষয় নিয়ে ওই প্রতিষ্ঠান কায়কারবার করে কি না।

এমন অনেক বস্তু আছে, যার ব্যবসা করাকে ইসলাম বৈধ মনে করে না। যেমন মৃত প্রাণীর ব্যবসা, শূকর বেচাকেনা, নেশাজাতীয় বস্তু, মূর্তি ইত্যাদি।

এসব কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়া যাবে না।

সুদ বা জুলুমের অন্য কোনো বিষয়ের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক আছে কি না, সেটাও বিশেষভাবে বিবেচ্য।

আর অবশ্যই সদ্ভাবে, ঘুষ ও প্রতারণা ছাড়া তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে হবে। সততা ও দায়িত্ববোধের জায়গা থেকে তাঁকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তা হলেই ওই ব্যক্তির উপার্জন হালাল হবে।

যারা নতুন নতুন সোর্স থেকে অর্থ উপার্জন করতে চায়, তাদের জন্য নিম্নোক্ত হাদিস মনে রাখা দরকার। ইরশাদ হয়েছে, 'যে বিষয়ে তোমার সন্দেহ হয়, তা ছেড়ে দিয়ে যাতে সন্দেহের সম্ভাবনা নেই তা গ্রহণ করো। যেহেতু সত্য হলো শান্তি ও স্বস্তি এবং মিথ্যা হলো দ্বিধা-সন্দেহ।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৫১৮)

ইসলামে বিনোদন জগৎের মাধ্যমে উপার্জন

বিনোদন জগৎ থেকে উপার্জন হালাল বা হারাম, তা নির্ভর করে কাজের ধরনের উপর। যদি উপার্জন হালাল পদ্ধতিতে হয় (যেমন - শিক্ষামূলক, কোরআন-হাদিস সম্মত বা ইসলামি নীতি মেনে), তাহলে তা হালাল। কিন্তু যদি তাতে মিথ্যা, অশ্লীলতা, সুদ, বা কোনো হারাম কাজের সাথে জড়িত থাকে, তাহলে তা হারাম হবে।

হালাল উপার্জনের উদাহরণ:

শিক্ষামূলক বা গঠনমূলক কনটেন্ট তৈরি করা: যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষামূলক, তথ্যবহুল, অথবা ইসলামের নীতি ও মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিনোদনমূলক কনটেন্ট তৈরি করে আয় করেন, তবে তা হালাল হবে।
ইসলামিক ভিডিও বা কনটেন্ট: ইসলামিক আলোচনা, শিক্ষামূলক ভিডিও তৈরি করে আয় করা একটি হালাল উপায়।

সৎ পথে থাকা: সব সময় হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা উচিত। হারাম উপার্জনে বাহ্যিক সমৃদ্ধি দেখা গেলেও তা অনেক অপকারিতা ডেকে আনে।

হারাম উপার্জনের উদাহরণ:

অশ্লীল বা বেহায়াপনা: যদি কোনো কাজ অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, বা ইসলামি আইন লঙ্ঘন করে, তবে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ হারাম।

মিথ্যা বা প্রতারণা: মিথ্যা তথ্য বা প্রতারণার মাধ্যমে উপার্জন করা হারাম।

সুদভিত্তিক কার্যক্রম: সুদ গ্রহণ বা প্রদান করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, তাই এই ধরনের কোনো কাজে জড়িত থাকলে তা হারাম হবে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:

বিনোদন জীবনের একটি অংশ হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে ইসলামী সীমারেখা মেনে চলা উচিত। অতিরিক্ত বিনোদন, যা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে রাখে, তা অনুচিত।

ইসলামে খেলাধুলার মাধ্যমে উপার্জন

ইসলামে খেলাধুলার মাধ্যমে উপার্জন জায়েজ যদি তা কোনো শরীয়ত পরিপন্থী কাজ যেমন জুয়া, বেটিং, বা হারামের সাথে যুক্ত না হয় এবং এতে নামাজ, দ্বীনি ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। উপার্জনের বৈধতার জন্য খেলাধুলাকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো, এতে সময়ের অপচয় করা বা হারাম স্পনসরশিপ গ্রহণ করা উচিত নয়।

সাহাবি সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, একজন আনসারি সাহাবি দৌড়ে খুবই পারদর্শী ছিলেন। দৌড় প্রতিযোগিতায় কেউ তাকে হারাতে পারত না। একদা তিনি ঘোষণা করলেন, আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে কেউ প্রস্তুত আছে কি? আমি রাসুল (সা.)-এর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন। এ প্রতিযোগিতায় আমি জয়ী হলাম।
(সহিহ মুসলিম সূত্রে মাআরিফুল কোরআন : ৭/৮)

বর্ণিত হাদিসের আলোকে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে খেলাধুলা শুধু জায়েজই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রশংসিত ও পছন্দনীয়। তবে এর সীমারেখা ও চৌহদ্দি অতিক্রম করা

যাবে না এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। কারণ প্রত্যেক বিষয়েরই একটি সীমারেখা আছে।

যা লঙ্ঘিত হলে সাধারণ মুবাহ ও বৈধ কাজ তো অনেক পরের কথা; নেক আমল ও মুস্তাহাব কাজও জায়েজ থাকে না; বরং তা হয়ে যায় আপত্তি ও প্রতিবাদের উপযুক্ত। হাল জামানায় এই খেলাধুলা ও বিনোদনের অবস্থা এই যে এখন তা আর শুধু খেলাধুলা ও বিনোদন নয়; বরং তা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। নিম্নে এর ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করব, ইনশাআল্লাহ।
খেলা যেন আল্লাহ ও পরকালবিমুখ না করে

যখন বিশেষ কোনো খেলা বিশেষত ফুটবল বা ক্রিকেট বিশ্বকাপের আয়োজন করা হয়, তখন গোটা জাতি ও দেশ এর উন্মাদনায় বুঁদ হয়ে আল্লাহ-রাসুল, নামাজ-রোজা, ইবাদত-বন্দেগি ও পরকালকে বেমালুম ভুলে যায়। হয়ে উঠে আল্লাহ ও পরকালবিমুখ।
অথচ খেলাধুলা ও বিনোদনে এভাবে মত্ত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ব্যাপারে আছে বিশেষ সতর্কবাণী ও কঠিন শাস্তির ঘোষণা। কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, ‘এক শ্রেণির মানুষ এমন আছে, যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশ্যে ‘লাহওয়াল হাদিস’ তথা অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে অন্ধভাবে এবং তা নিয়ে করে ঠাট্টা-বিদ্রুপ। এদের জন্য আছে অবমাননাকর শাস্তি। ’ (সুরা লুকমান, আয়াত :৬)

সময়ের অপচয় নিষিদ্ধ

সময় মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শুধু ইসলামই নয়, পৃথিবীর সব ধর্ম, মতবাদ ও ইজমই সময়ের গুরুত্ব দিয়েছে যারপরনাই এবং উপদেশ দিয়েছে সময়কে সর্বোচ্চ কাজে লাগানোর। সময়ের গুরুত্ব প্রসঙ্গে দয়ার নবী (সা.) বলেন, ‘দুটি নিআমত এমন আছে, যেগুলোর ব্যাপারে অনেক মানুষ প্রতারণার শিকার। একটি হলো সুস্থতা, অন্যটি অবসর। ’ (বুখারি, হাদিস : ৬৪১২; তিরমিজি, হাদিস : ২৩০৪)
মানুষের সময় নষ্ট করে নিজে উপার্জন করা মোটেও যৌক্তিক না এটা হারাম পর্যায়ের উপার্জন।

অর্থের অপচয় নিষিদ্ধ

বিশ্বকাপ উপলক্ষে বা অন্যান্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রামে যে পরিমাণ অর্থের অপচয় হয় তা বলা বাহুল্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যে পরিমাণ অর্থের অপচয় করেছে তার
তা কোন ভালো কাজে ব্যবহৃত হলে দেশে আর উন্নতি হতো।
আর্থিকভাবে ছোট দেশ গুলা বা একটি দরিদ্র দেশের যদি এ পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়ে থাকে, তাহলে সমগ্র বিশ্বের কী পরিমাণ অর্থের অপচয় হয়েছে তা অনুমান করা কঠিন কিছু নয়। অথচ অপচয়ের ব্যাপারে এসেছে কঠোর সতর্কবাণী। কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, কখনো অপচয় করবেন না। নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই (দোসর)। (সুরা ইসরা, আয়াত : ২৭)

রাসুল (সা.) বলেন, তোমরা খাবে, পান করবে, পরিধান করবে এবং সদকা করবে, তবে অপচয় ও অহংকার করবে না। ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, ইচ্ছামতো খাবে, ইচ্ছামতো পরবে। তবে দুটি কাজ থেকে অবশ্যই বেচে থাকবে—১. অপচয় ও ২. অহংকার। (বুখারি : ২/৮৬০)
তাই বলা যায় এর মাধ্যমে উপার্জন, হারাম উপার্জনের বৈশিষ্ট্য পরে।

খেলাধুলা উপলক্ষে নৈতিক স্খলন

বিশ্বমানের খেলা উপলক্ষে পতিতাবৃত্তি সব সীমা ছাড়িয়ে যায়। যে দেশ এ খেলার আয়োজন করে সে দেশে অসংখ্য পতিতা ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৬ সালের আসরে যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পরাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইসের আদম পাচারবিষয়ক উপদেষ্টা জন মিলার বলেছিলেন, বিশ্বকাপ নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। নারী পাচারের ক্ষেত্রে এর প্রভাব বেশি। বিশ্বকাপের সময় যৌনকর্মের জন্য হাজার হাজার নারী পাচার হচ্ছে। (দৈনিক ইত্তিফাক : ৭ জুন, ২০০৬)

এই পতিতাবৃত্তি ও অবৈধ যৌনকর্ম এক ভয়াবহ অপরাধ। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘তোমরা পতিতাবৃত্তি ও ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই ব্যভিচার অশ্লীল ও নিকৃষ্টতম কাজ এবং যৌন সম্ভোগের কদর্য পথ। ’ (সুরা ইসরা, আয়াত : ৩২)

সাহাবি আনাস (রা.) বলেন, আমি নবীজি (সা.)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামত হবে না অথবা তিনি বলেছেন, কিয়ামতের আলামতগুলো হলো, ১. ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। ২. মূর্খতা ও

অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাবে। ৩. মাদকদ্রব্য সেবন ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাবে। ৪. ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। (বুখারি, হাদিস : ৬৮০৮)
এতে বুঝা যায় এ ধরনের খেলা হারাম উপার্জনের ক্ষেত্র তৈরি করে যা আমাদের জন্য পাপ।

খেলা যখন জুয়া /বাজি

বিশ্বকাপ উপলক্ষে জুয়ার মাত্রা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পায়। আগে একটি ম্যাচে ম্যাচের আগে একবারই বাজি ধরার সুযোগ থাকত। এখন ঘরে বসে টেলিভিশনে খেলা দেখে দেখে বাজি ধরা হয় অসংখ্যবার। যদি একটি দেশের পরিসংখ্যানকৃত লেনদেনের পরিমাণ এত হয়, তাহলে সে দেশের যে লেনদেনগুলো পরিসংখ্যানে আসেনি সেগুলো এবং বিশ্বের অন্য দেশগুলোর বাজির লেনদেনের পরিমাণ একসঙ্গে যোগ করা হলে এর সংখ্যা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? অথচ এই জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম ও নাজায়েজ। এ সম্পর্কে কোরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদাররা, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, পূজার বেদি ও ভগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু ও শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো। এতে তোমরা (ইহকাল ও পরকালে) সফল হবে। নিশ্চয়ই শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামাজে বাধা দিতে। অতএব তোমরা কি এ কাজগুলো পরিহার করবে?' (সুরা মায়েদা, আয়াত : ৯০-৯১)
এ ছাড়া জুয়ার দুনিয়াবি ক্ষতিও মারাত্মক। খেলায় বাজি ধরে সর্বস্বান্ত হয়েছে এমন লোকের সংখ্যা সমাজে নেহাত কম নয়। এ নিয়ে পারিবারিক কলহে অনেক সংসার ও পরিবারও হুমকির মুখে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সব ধরনের অবৈধ খেলাধুলা ও বিনোদন থেকে অর্জিত হারাম উপার্জন থেকে আমাদের আল্লাহ হেফাজত করুন।

ইসলামে পেশা হিসাবে রাজনীতি

বর্তমানে রাজনীতিকে মানুষ পেশা হিসাবে নিচ্ছে। কিছু সংখ্যক মানুষ তার পছন্দ মতো দল নির্বাচন করে সেই দলের সাথে কাজ করে টাকা উপার্জন করছে। যদিও ইসলামে রাজনীতিকে একটি পেশা হিসেবে না দেখে 'প্রতিনিধিত্ব' বা 'দায়িত্ব' হিসেবে দেখা হয়। ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায়, শাসকদের জনগণের কল্যাণে কাজ করতে হয় এবং পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই, ইসলামে রাজনীতি পেশা নয়, বরং এটি একটি আমানত বা দায়িত্ব, যা আল্লাহর নির্দেশনা অনুযায়ী পালন করতে হয়।

ইসলামে রাজনীতি পেশা জায়েজ কিনা তা নির্ভর করে রাজনীতির ধরণ ও উদ্দেশ্যর উপর। যদি রাজনীতি জনকল্যাণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামী আদর্শের প্রচারে হয়, তাহলে তা জায়েজ। তবে, যদি রাজনীতি ক্ষমতা দখল, দুর্নীতি, অন্যায় বা ইসলামের পরিপন্থী কাজের জন্য হয়, তাহলে তা জায়েজ নয়। অনেক ইসলামী আলেম মনে করেন যে, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলিমদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত, তবে অবশ্যই নৈতিকতা ও ইসলামী মূল্যবোধ বজায় রেখে।

রাজনীতি জায়েজ হওয়ার কারণসমূহ:

জনকল্যাণ: রাজনীতি যদি জনগণের কল্যাণ এবং দেশ ও সমাজের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে তা জায়েজ।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাজনৈতিক অংশগ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হতে পারে।

ইসলামী আদর্শ প্রচার: রাজনীতিকে একটি মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার করা যায়।

রাজনীতি জায়েজ না হওয়ার কারণসমূহ:

ক্ষমতার অপব্যবহার: যদি রাজনীতি শুধুমাত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং এর অপব্যবহারের জন্য করা হয়, তবে তা জায়েজ নয়।
দুর্নীতি ও অন্যায়: যদি রাজনীতিতে দুর্নীতি, অন্যায়, এবং নীতিহীনতা থাকে, তবে তা ইসলামে নিষিদ্ধ।

ইসলামের পরিপন্থী কাজ: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড যদি ইসলামের মূলনীতি বা বিধানের পরিপন্থী হয়, তবে তা জায়েজ নয়।
মূল বিষয়:

উদ্দেশ্য: রাজনীতির উদ্দেশ্যই এখানে মূল বিষয়। যদি উদ্দেশ্য জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচার হয়, তাহলে তা জায়েজ।

নৈতিকতা ও মূল্যবোধ: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড অবশ্যই নৈতিকতা, সততা ও ইসলামী মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে যদি জুলুম ও দুঃশাসন মুক্ত ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা রাজনীতির উদ্দেশ্যে হয় তাহলে বলতে হবে কুরআনের সাথে রাজনীতির গভীর সম্পর্ক সম্পর্ক রয়েছে। কেননা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআনের ভাষায়,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ.

নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরা নাহল ১৬/৯০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ.

(হে নবী) নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি যথাযথভাবে কিতাব (আল কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মধ্যে শাসনকার্য পরিচালনা কর সে অনুযায়ী যা আল্লাহ তোমাকে দেখিয়েছেন। (সূরা নিসা ৪/১০৫)

মুমিনগণ রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের করণীয় কি, সে বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

তারা এমন যাদেরকে আমি পৃথিবীর বুকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে; আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই অধিকারে। (সূরা হজ্জ ২২/৪১)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

الْإِسْلَامُ وَالسُّلْطَانُ أَخَوَانِ تَوْأَمٌ، لَا يَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ، فَالْإِسْلَامُ أُسٌّ وَالسُّلْطَانِ حَارِسٌ، وَمَا لَا أُسَّ لَهُ مُنْهَدِمٌ، وَمَا لَا حَارِسَ لَهُ ضَائِع.

ইসলাম ও রাষ্ট্রব্যবস্থা দুই সহোদর ভাইয়ের ন্যায়। তাদের একজন অপরজনকে ছাড়া সংশোধন ও পরিপূর্ণ হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম হচ্ছে কোন অট্টালিকার ভিত। আর রাষ্ট্রশক্তি তার পাহারাদার। যে অট্টলিকার ভিত নেই তা যেমন পড়ে যেতে বাধ্য, তেমনি যার পাহারাদার বা রক্ষক নেই তাও ধ্বংস হয়ে যেতে বাধ্য। (ইমাম দাইলামী, আল ফিরদাউস ১/১১৭; ইমাম সুয়ূতী, জামউল জাওয়ামি হাঃ ১০১২২; কানযুল উম্মাল হাঃ ১৪১৬১৩)

অবশ্যই যে যেই পেশাই হোক না কেন আগে যাচাই-বাছাই করে দেখতে হবে যেন ইসলামী নীতিমালার মধ্যে পরে অন্যথায় সেই পেশা বর্জন করতে হবে। হারাম সদৃশ্য কোন উপার্জনে মুসলিম হিসাবে করা যাবে না।

ইসলামে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) এর মাধ্যমে উপার্জনের বিধান

বর্তমান সময়ে এম এল এম একটি বহুল চলিত ব্যবসা।

ইসলামের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত কিনা অনেকেই না জেনে হালাল হারাম না বুঝে অর্থ ইনভেস্টের মাধ্যমে উপার্জন করে যা ইসলামে হারাম।

ডেসটিনি, নিউওয়ে, এ্যাপটেক, ইউনিপেটু ইত্যাদি প্রতারক কম্পানির মতো ডোলেন্সারও দেশের বেকার তরুণদের কাজে লাগিয়ে মাউসের সামান্য ক্লিকে আকাশকুসুম লাভের স্বপ্ন দেখাচ্ছে। মূলত তারা মানুষের সস্তা আবেগকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার নতুন ফাঁদ পেতেছে। তাই এদের থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং (এমএলএম) বা বহুজাত বিশিষ্ট পণ্য বাজারজাত পদ্ধতি বাংলাদেশে নতুন হলেও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে অর্ধ শতকের বেশি সময় আগে এটি চালু হয়েছিল। নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, ডিরেক্ট সেলিং ও রেফারেন্স মার্কেটিং হিসাবেও এটি পরিচিত। মাল্টিলেভেল মার্কেটিং মূলত ডিস্ট্রিবিউটরদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রি করার একটি প্রক্রিয়া।

'মাল্টি লেভেল মর্কেটিং যা এএলএম বৈশিষ্ট্য

'মাল্টি লেভেল মর্কেটিং যা এএলএম বা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নামেও পরিচিত, তা হল একটা ব্যবসায় পদ্ধতি যেখানে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় করা হয়। আর তা মূলত ডিস্ট্রিবিউটরদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা বিক্রি করার একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায়

আপলাইন ও ডাউনলাইন নামে বহু স্তরের (Multi level) ডিস্ট্রিবিউটর তৈরি হয়। ডাউনলাইনের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিক্রিত পণ্যদ্রব্যের একটি কমিশন আপলাইনের ডিস্ট্রিবিউটররা পেয়ে থাকে। একে সংক্ষেপে MLM বলা হয়। যেসব দেশে এ ব্যবসা প্রচলিত রয়েছে সেখানে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো আইন না থাকায় তা এখনও চালু রয়েছে। ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্বোচ্চ বিকাশের কারণে অনেকাংশেই ব্যবসাটি বহাল রয়েছে। কিন্তু সেসব দেশের সচেতন মহল প্রতিনিয়তই জনগণকে এ ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে নিরুৎসাহিত করছে।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর শরয়ী বিধান

মাল্টিলেভেল মার্কেটিং-এর শরয়ী বিধান আলোচনা করার পূর্বে ইসলামি শরী'আতের কতিপয় বিধান ও নীতিমালা যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ব্যবসা ও লেনদেনের বৈধতা-অবৈধতা নির্ভর করে সেগুলো আলোচনা করা দরকার। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোকপাত করা হলো:

১) ইসলামি শরী'আতে হালাল ও হারাম উভয়টিই সুস্পষ্ট। শরীআত যেটা হালাল করেছে সেটাকে হারাম করা বা ঘোষণা দেয়া আবার যেটা হারাম করেছে সেটাকে হালাল ঘোষণা দেয়ার অধিকার আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারও জন্য প্রযোজ্য নয়। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারীদের সাবধান করে ঘোষণা দিয়েছেন,

﴿قُلۡ أَرَءَيۡتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزۡقٖ فَجَعَلۡتُم مِّنۡهُ حَرَامٗا وَحَلَٰلٗا قُلۡ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمۡۖ أَمۡ عَلَى ٱللَّهِ تَفۡتَرُونَ ٥٩﴾ [يونس: 59]

"তুমি বল, তোমরা কি কখনো এ কথা চিন্তা করে দেখেছ, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য যে রিযক নাযিল করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু অংশকে তোমরা হারাম আর কিছু অংশকে হালাল করে নিয়েছ; তুমি বল, এসব হালাল-হারামের ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কোনো অনুমতি দিয়েছেন, না তোমরা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করছ? [সূরা ইউনুস, আয়াত : ৫৯]

২) ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো তা বৈধ ও অনুমোদিত। সুতরাং যে ব্যবসার ক্ষেত্রে শরী'আতের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেগুলো ছাড়া অন্য সকল ব্যবসা বৈধ। কোনো ব্যবসাকে হারাম সাব্যস্ত করতে হলে এর পক্ষে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা থাকতে হবে। কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকলে ধরে নিতে হবে তা হালাল ও অনুমোদিত।

৩) ইসলামি শরীআত যা যা হালাল করেছে এবং যা যা হারাম করেছে তা সম্পূর্ণ ইনসাফের ভিত্তিতে করেছে। যার মধ্যে মানুষের কল্যাণ রয়েছে শরী'আত প্রণেতা শুধু তাই তাদের জন্য হালাল করেছেন এবং যার মধ্যে তাদের অকল্যাণ রয়েছে তাই তাদের জন্য হারাম করেছেন। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে হালালের কল্যাণ এবং হারামের অকল্যাণ বুঝে আসুক বা না আসুক তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের দাবি। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إِصۡرَهُمۡ وَٱلۡأَغۡلَٰلَ ٱلَّتِي كَانَتۡ عَلَيۡهِمۡۚ﴾ [الأعراف: 157]

"যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করে; আর যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার ও শৃংখল হতে, যা তাদের ওপর ছিল।" [সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত : ১৫৭]।

৪) ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতি ও আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা। বেচা-কেনা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি ও সন্তুষ্টি। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে এ মর্মে ঘোষণা করেছেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ﴾ [النساء : 29]

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ" [সূরা আন-নিসা : ২৯]।

তবে সম্মতি ও সন্তুষ্টি বলতে সব ধরনের সম্মতি ও সন্তুষ্টিই এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং হাদীস থেকে জানা যায় এখানে সম্মতি ও সন্তুষ্টি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেচা-কেনার ক্ষেত্রে শরী'আত যে সকল নীতিমালা নির্ধারণ করেছে সেগুলোর আওতায় থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি ও আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকা। কাজেই শরী'আত অসংগত কোনো বিষয়ে কারও পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি ও সম্মতি থাকলেও সেটা ইসলামি শরী'আতের বিচারে হালাল ব্যবসার অন্তর্ভুক্ত হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মদ ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর যদি ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে সম্মতি ও আন্তরিক সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তথাপি তা বৈধ হবে না। কারণ মদটাকে ইসলাম হারাম করেছে। অনুরূপ সুদের কারবার যদি কেউ সন্তুষ্টচিত্তে করে তথাপি তা বৈধ হবে না। কারণ ইসলাম সুদকে হারাম করেছে। আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে যদি প্রতারণা ও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া হয় তবে সেখানেও ক্রেতা-বিক্রেতার সম্মতি ও আন্তরিক সন্তুষ্টি সেটাকে বৈধ করতে পারে না। কারণ ইসলাম প্রতারণাকে হারাম করেছে।

ভিত্তিগত দিক :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর পদ্ধতি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের হলেও তত্ত্বগত ভিত্তিটি (theoretical basis) সবসময় একই। তা হলো, নিম্ন লেভেলের ডিস্ট্রিবিউটর কর্তৃক বিক্রিত পণ্যের একটি কমিশন সর্বোচ্চ লেভেল পর্যন্ত পায়। যেটাকে এক কথায় 'শ্রমের বহুস্তর সুবিধা' বলা যায়। কোনো কোনো লেখক এর নাম দিয়েছেন "Chain reaction of labour", কেউবা আবার ব্যক্ত করেছেন "Chain pyramidal commission" কিংবা "Compound brokerage" ইত্যাদি নামে। তাদের এ নীতিটির সাথে ইসলামের শ্রমনীতির রয়েছে সরাসরি সংঘর্ষ। কারণ ইসলামের শ্রমনীতি হলো,

﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزۡرَ أُخۡرَىٰ ٣٨ وَأَن لَّيۡسَ لِلۡإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾[النجم: 38-39]

"কোনো মানুষই অপরের বোঝা উঠাবে না। মানুষ ততটুকুই পাবে যতটুকু সে চেষ্টা করে" [সূরা আন-নাজম, আয়াত : ৩৮-৩৯]।

এ আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, মানুষ কেবল তার নিজের শ্রমের প্রত্যক্ষ ফল লাভের অধিকারী। কারও নিযুক্ত কর্মী না হলে একজন আরেকজনের শ্রমের ফলে অংশীদার হতে পারে না। একইভাবে মানুষ তার শ্রমের ফল কেবল নিকটবর্তী লেভেল থেকে আশা করতে পারে। কোনো ক্রমেই তা বহুস্তর (multi level) পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে না।

শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং পদ্ধতি শরীআতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হলো এতে 'শ্রমবিহীন বিনিময় এবং বিনিময়বিহীন শ্রম' রয়েছে যা ইসলামি আইন সমর্থন করে না।

বিনিময়বিহীন শ্রমের বিষয়টি ফুটে উঠে তাদের প্রচলিত সে নীতিতে যাতে রয়েছে, একজন ডিস্ট্রিবিউটর (পরিবেশক)-এর ডান ও বাম উভয় দিকের নেট না চললে সে কমিশন পাবে না। অর্থাৎ কেউ যদি নির্ধারিত পয়েন্টের একজন ক্রেতা জোগাড় করে কিন্তু আরেকজন জোগাড় করতে অক্ষম হয়, তবে লোকটি কমিশন থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হবে। এমনিভাবে কেউ যদি দু'জন ক্রেতাও কোম্পানিকে এনে দেয়, কিন্তু তারা কোম্পানির নির্ধারিত পয়েন্ট থেকে কম পয়েন্টের মালামাল ক্রয় করে তবে এর জন্যও ঐ ব্যক্তি কমিশন পায় না। ফলে

এটি বিনিময়বিহীন শ্রমে পরিণত হয় যা ইসলামি আইনে নিষিদ্ধ। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন,

»ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَه«

‘‘কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করবো। (এক) যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে। (দুই) যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্য ভোগ করে এবং (তিন) যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে কাজ আদায় করার পর মজুরী পরিশোধ করে না’’ [সহীহ বুখারী : ২২২৭]।

ইসলামি শরীআতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ করতে না পারলে পারিশ্রমিক পাবে না’ এ ধরনের শর্ত দিয়ে কোনো চুক্তি করা বৈধ নয়। আল্লামা ইবন রুশদ তার ‘আল-মুকাদ্দামাত’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘‘কাপড়ের নির্দিষ্ট সংখ্যার ওপর এ চুক্তি করে লোক নিয়োগ দেয়া যে, ‘কাপড়ের এত সংখ্যক বিক্রয় করতে না পারলে সে কোনো পারিশ্রমিক পাবে না’ তাহলে চুক্তিটি বৈধ হবে না। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে নিয়োগদাতা কর্মচারীর অল্প সংখ্যক বিক্রয় দ্বারা যে উপকৃত হচ্ছে তা তার জন্য বৈধ হবে না।’’ [২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৯]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট যে, তাদের এ কারবারে বিনিময়বিহীন শ্রম ও শ্রমবিহীন বিনিময় দু’টিই পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান রয়েছে যা শরী‘আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

একটি চুক্তি এর জন্য আরেকটিকে শর্ত করা :

মাল্টি লেভেল নেটওয়াকিং বৈধ না হওয়ার আরও একটি অন্যতম কারণ হলো এতে হাদীসে নিষিদ্ধ ‘একই চুক্তির জন্য আরেকটিকে শর্ত করা’-এর বিষয়টি রয়েছে। কারণ মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এ পণ্য ক্রয়ের শর্তেই শুধু ডিস্ট্রিবিউটর হওয়া যায়। অর্থাৎ কোম্পানি থেকে পণ্য ক্রয় ছাড়া ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তাহলে এখানে পণ্য ক্রয়কে ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার জন্য শর্ত করা হচ্ছে, যা হাদীসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

»لاَ تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِيْ صَفْقَة«

‘‘একই আকদের জন্য আরেকটিকে শর্ত করা হালাল নয়’’ [তবারানী : ১৬১০]।

অপর এক হাদীসে রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ
‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই আকদে (চুক্তিতে) দু’টি আকদ (চুক্তি) করতে নিষেধ করেছেন’’ [মুসনাদ আহমাদ : ৩৭৮৩]।

এ প্রকারের বেচা-কেনা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বলেন,

صَفْقَتَانِ فِيْ صَفْقَةٍ رِبًا

‘‘একটি আকদ (চুক্তি)-এর জন্য আরেকটিকে শর্ত করা সুদী কারবার।’’ [সহীহ ইবন হিব্বান : ১০৫৩]

ইমাম শাফিঈ রহ. এ ধরনের হাদীসের দু’টি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন,

১) বিক্রেতা বলল, আমি এ পণ্যটি তোমার নিকট নগদে বিক্রি করলে এত টাকায় বিক্রি করব আর বাকিতে বিক্রি করলে এত টাকায় বিক্রি করবো। অর্থাৎ নগদে কিনলে মূল্য কম ধরা হবে।

২) বিক্রেতা বলল, আমি তোমার নিকট এটি ধরা যাক একশত টাকায় বিক্রি করছি, তবে শর্ত হলো আমার নিকট তোমার ঘরটি এত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করতে হবে।

ইসলামিক স্কলারদের সর্বসম্মতিক্রমে এ দু’প্রকারের লেনদেনই বাতিল ও অবৈধ।

হাসিল হওয়া না-হওয়ার অনিশ্চয়তা:

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং অবৈধ হওয়ার আরো একটি কারণ হলো তাতে হাদীসে নিষিদ্ধ الغرر (হাসিল হওয়া না-হওয়ার অনিশ্চয়তা) রয়েছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, আবূ হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বলেন,

«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

রাসূলুল্লাহ স. নুড়ি পাথর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করা এবং বাইয়ুল গারার (অনিশ্চিত ক্রয়-বিক্রয় করা) থেকে বারণ করেছেন। [সহীহ মুসলিম : ৩৮৮১]

বাইয়ুল গারারের সংজ্ঞা : ইসলামি পণ্ডিতগণ বাইয়ুল গারার -এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে প্রদান করেছেন। নিম্নে তা প্রদত্ত হলো :

(ক) আল্লামা কাসানী রাহ. বলেন, ‘‘গারার হচ্ছে এমন একটি অনিশ্চয়তা, যাতে হওয়া এবং না-হওয়া উভয় দিক বিদ্যমান।’’ [বাদায়ে‘উস সানায়ে‘উ, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৬৬]

(খ) আল্লামা ইবনুল আসীর জাযারী রাহ. বলেন, ‘‘যার এমন একটি প্রকাশ্য রূপ রয়েছে যা দ্বারা মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হয়; কিন্তু এমন অদৃশ্য কারণ রয়েছে যে কারণে তা অস্পষ্ট। এর প্রকাশ্য রূপ ক্রেতাকে ধোঁকায় ফেলে। আর এর ভিতরের রূপ অজানা’’ [জামেউল উসূল, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৫২৭]

(গ) আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. বলেন, ‘‘বাইয়ুল গারার ঐ কারবারকে বলা হয় যাতে পণ্য বা সেবা পাওয়া যাবে কিনা তা অনিশ্চিত অথবা চুক্তিভুক্ত ব্যক্তি নিজে তা যোগান দিতে অক্ষম অথবা যারা পরিণাম অজানা’’ [যাদুল মা‘আদ, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ৭২৫]।

(ঘ) কারো কারো মতে, বাইয়ুল গারার হলো, ‘‘যে কোনো কারবারের চুক্তির মধ্যে অনিশ্চয়তা।’’ যেমন, পুকুরে বা নদীতে মাছ কেনা-বেচা, আকাশে উড়ন্ত পাখি বেচা-কেনা ইত্যাদি।

মোটকথা, যাতে হাসিল হওয়া বা না-হওয়ার অনিশ্চয়তা রয়েছে তাই হচ্ছে আল-গারার। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী যে ব্যবসায় এ গারার পাওয়া যাবে তা অবৈধ ও নাজায়িয।

কোনো কোনো মাল্টি লেভেল কোম্পানিতে ‘ট্রি প্লান্টেশন’ নামে একটি পদ্ধতি রয়েছে। গাছ লাগানোর জন্য আদৌ কোনো জায়গা ক্রয়া করা হয়েছে কি না বা কতজন গাছ লাগানোর জন্য টাকা দিয়েছে— এসব বিষয়ে একটা অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে। এ সকল অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতার কারণে ইসলামি শরী‘আত এ লেনদেনকে বৈধ সাব্যস্ত করে না।

সুদের সাদৃশ্য ও দৃঢ় সন্দেহ :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং হালাল না হওয়ার আরেকটি কারণ হলো, এতে শরী‘আত নিষিদ্ধ সুদের সাদৃশ্য ও সন্দেহ বিদ্যমান। ইসলামি আইন অনুযায়ী যে সকল কারবারে সুদের সাদৃশ্য ও সন্দেহ রয়েছে তা না জায়িয। ইসলামি আইনবিদগণ এ কারণে বহু কারবারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

কারণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

»الْحَلالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَام«

"হালাল সুস্পষ্ট এবং হারাম সুস্পষ্ট। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে সন্দেহ ও সাদৃশ্য বিষয় যা অধিকাংশ মানুষই জানে না। কাজেই যে সাদৃশ্য ও সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকে সে নিজের দ্বীন ও ইজ্জত রক্ষা করল। আর তাতে জড়ালো সে হারামে নিপতিত হলো" (সহীহ বুখারী : ৫২)।

অপর এক হাদীসে এসেছে,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَالا يَرِيبُكَ

"তোমাকে যা সন্দেহে ফেলে তা ছেড়ে তুমি নিশ্চিত জিনিসের দিকে ধাবিত হও।" (সুনান তিরমিযী : ২৫১৮, হাদীসটি সহীহ)

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ

"কুরআনের সর্বশেষ আয়াত হচ্ছে রিবা (সুদ)-এর আয়াত। রাসূলুল্লাহ স.-এর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে কিন্তু তিনি সুদের আয়াতের ব্যাখ্যা দেন নি। কাজেই তোমরা সুদ এবং এমন জিনিস যাতে সুদের সন্দেহ রয়েছে তা বর্জন করো" (মিশকাত : ২৮৩০, সুনান ইবন মাজাহ : ২৪৭, হাদীসটি সহীহ)

উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘোষণা হলো, যেহেতু
রাসূলুল্লাহ স. রিবার আয়াতের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়ে যান নি সেহেতু যাতে সরাসরি রিবা রয়েছে তাতো বর্জন করতেই হবে পাশাপাশি যাতে রিবার সন্দেহ ও সাদৃশ্য রয়েছে তাও বর্জন করতে হবে।

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এ সুদের সাদৃশ্য-এর বিবরণ এভাবে দেয়া যায় যে, এসব কোম্পানিগুলোতে ডিস্ট্রিবিউটররা পণ্য ক্রয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় কমিশন পাওয়ার আশায়। এতে বুঝা যায়, সে পণ্য ক্রয় বাবদ যে টাকাটি দিয়েছে তা শুধু ঐ পণ্যের মূল্য হিসেবেই দেইনি বরং তা দেয়ার পেছনে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ডাউনলাইনদের কাছ থেকে কমিশন ভোগ করা। পণ্যের মূল্য প্রদানের পাশাপশি কমিশনের যে সুযোগের আশায় সে এ কারবারটি করছে তাই ইসলামি শরী'আতের পরিভাষায় সুদের সাদৃশ্য।

জুয়ার সাদৃশ্য :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং ব্যবসা না জায়িয হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, এর সাথে জুয়ার সাদৃশ্য রয়েছে। ইসলামি পণ্ডিতগণ এ ব্যবসাকে জুয়ার সাথে তুলনা করে একে হারাম ফতোয়া দিয়েছেন। এ ব্যবসায় একজন ডিস্ট্রিবিউটর পণ্য ক্রয় করার পর সে যদি তার ডান ও বাম হাত উভয় দিকে সমান্তরাল ডিস্ট্রিবিউটর বাড়াতে পারে তবে সে কমিশন পাবে অন্যথায় সে কোনো কিছুই পাবে না। এটি জুয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর জুয়াকে ইসলামি আইন হারাম করেছে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,
﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: 90]

“হে মু’মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপুজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কার্য। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো— যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো” [সূরা মায়িদা, আয়াত নম্বর : ৯০]।

ইন্টারন্যাশনাল ফিকহ একাডেমি কর্তৃক প্রদত্ত এক ফতোয়ায় মাল্টি লেভেল মার্কেটিংকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

বাতিল পন্থায় মানুষের মাল ভক্ষণ :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং হালাল না হওয়ার আরো একটি অন্যতম কারণ হলো, এর মাধ্যমে ‘অন্যায়ভাবে অন্যের মাল ভক্ষণ’ করা হয় যা ইসলামি আইনে নিষিদ্ধ। এ ব্যবসায় আপলাইনের ডিস্ট্রিবিউটররা ডাউনলাইন ডিস্ট্রিবিউটরের বিক্রি থেকে “তত্ত্বাবধানের” নাম দিয়ে যে বিশাল কমিশন ভোগ করে, ইসলামি আইনের পণ্ডিতগণ সেটাকে ‘অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ’-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ তাতে শ্রমবিহীন বিনিময় রয়েছে যা আমরা ইতোপূর্বের আলোচনায় সাব্যস্ত করে এসেছি।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ অন্যায়ভাবে অন্যের মাল ভক্ষণকে সম্পূর্ণভাবে হারাম করে ঘোষণা দিয়েছেন,

“হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা” [সূরা আন-নিসা : ২৯]।
বিখ্যাত মুফাসসির আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং প্রখ্যাত তাবিঈ হাসান বসরী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, “বিনিময়ের শর্তযুক্ত চুক্তিতে বিনিময়বিহীন উপার্জনই হল বাতিল পন্থায় উপার্জন” [আহকামুল কুরআন (জাসসাস) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা : ১৭২]

অত্র আয়াতে “অন্যায়ভাবে” বলতে এমন সব কারবারকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষিদ্ধ করেছেন। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেন, এখানে “অন্যায়ভাবে” বলতে “এমন সব পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে যা সত্য ও ন্যায়নীতি বিরোধী এবং নৈতিক দিক দিয়ে ও শরী‘আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয” [সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯]

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এর কমিশন, জুয়াবাজী ও অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভোগ পদ্ধতি

Business Fraud বা প্রতারণা :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং হালাল না হওয়ার আরো একটি কারণ হলো, তাতে রয়েছে বড় ধরনের প্রতারণা। অর্থনীতির হিসাবে কোনো অবস্থাতেই তাদের এ ব্যবসায় এক মাসে ১০ বা ২০ শতাংশ লাভ হতে পারে না। তাই এ ধরনের লাভ দিতে হলে কাউকে না কাউকে ঠকাতে হবেই। ফলে শর্তের মারপ্যাঁচ বুঝে উঠার আগেই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এক শ্রেণীর লোকেরা।
অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

“যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার দলভুক্ত নয়” (সহীহ মুসলিম : ১৯৫)

গ্রাম পর্যায়ে সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা গেছে এ সকল কোম্পানির অধিকাংশ ক্রেতাই আপলাইনের অগণিত মধ্যস্বত্বভোগীদের কমিশনের কথা জানে না। এ হিসেবে তো এটি সুস্পষ্ট প্রতারণার শামিল। পৃথিবীতে যত মাল্টি লেভেল ব্যবসা রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ সফল হয়েছে মিশিগানের ‘অ্যামওয়ে’ নামের এমএলএম কোম্পানি।

সেখানে ১০ শতাংশ ডিস্ট্রিবিউটর লাভ বা সফলতার মুখ দেখেছে, বাকী ৯০ শতাংশ তাদের কস্টার্জিত অর্থ কোম্পানির ওই ১০শতাংশের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেরা প্রতারিত হয়েছে।

বর্ধিত মূল্যে বিক্রয় :

মাল্টি লেভেল মার্কেটিং জায়েজ না হওয়ার আরও একটি কারণ হলো, এ সকল কোম্পানি পণ্যের যথাযথ মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যে তা বিক্রয় করে থাকে। আর এক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয় যা শরী'আত অসঙ্গত। আমরা জানি, ট্রাডিশনাল মার্কেটিং-এ একটি পণ্য উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছতে উৎপাদক + এজেন্ট + পাইকার + খুচরা বিক্রেতা + ভোক্তা ইত্যাদি কতিপয় মধ্যস্বত্বভোগী থাকে। কিন্তু মাল্টি লেভেল মার্কেটিং-এ এসকল মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের বাদ দিয়ে তারা নিজেরাই ডাউনলাইন ও আপলাইন নাম দিয়ে শত সহস্র মধ্যস্বত্ত্বভোগী সৃষ্টি করে চলছে। এ বিপুল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগীকে কমিশন দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কোম্পানিকে বর্ধিত মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে হয়। ইসলামি শরী'আতে ক্রয়-বিক্রয় ও যাবতীয় চুক্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতার প্রতি জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। ইসলামি আইনে পণ্যের গুণগত মান ও ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতিতে বাজার নিয়ন্ত্রিত হবে। ভিন্ন কোনো পদ্ধতিতে বাজার প্রভাবিত করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। সুতরাং পণ্যের মান বৃদ্ধি না করে কোনো কৌশল অবলম্বন করে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করাকে ইসলাম কখনোই সমর্থন করে না। যে সব কৌশলের মাধ্যমে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয় তার প্রতিটিই ইসলাম হারাম করেছে। যেমন দাম বাড়ানোর জন্য দ্রব্য মজুত করা। যারা এরূপ করে ইসলামের পরিভাষায় তারা অভিশপ্ত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ»

"যে ব্যক্তি বর্ধিত মূল্যে বিক্রির উদ্দেশ্যে পণ্য আটকে রাখে সে গুনাহগার" [সহীহ মুসলিম : ২১৬৪]।

অনুরূপ কৌশলে শহরের বাইরে থেকে আগত লোকদের থেকে অল্প মূল্যে মাল ক্রয় করে তা বেশি দামে বিক্রি করা হলে তা থেকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরত থাকতে বলেছেন। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- «نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ»

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরে বসবাসকারী কোনো ব্যক্তি শহরের বাইরে থেকে আগত কোনো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে পণ্য কিনে তা শহরের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করা থেকে বারণ করেছেন’’ [সহীহ মুসলিম: ৩৫২৪]

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «نَهَى عَنِ التَّلَقِّى لِلرُّكْبَانِ»

‘‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহরবাসীকে শহরমুখী ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করে পণ্য ক্রয় করে তা শহরে এনে বেশি দামে বিক্রয় করতে বারণ করেছেন’’ [সহীহ মুসলিম : ৩৮৯১]

এটি সুস্পষ্ট যে, ইসলামি আইন দ্রব্যমূল্যের বিষয়টি গুরুত্বসহ নিয়েছে। কোনো প্রকার কৌশল অবলম্বন বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা শরীআত সঙ্গত নয়। বৃহৎ অর্থনীতির অনিবার্য ক্ষেত্রসমূহে কিছু নিয়ন্ত্রিত মধ্যস্বত্বভোগীর অনুমতি দিলেও ভোক্তা ও উৎপাদকের মাঝে অনর্থক মধ্যস্বত্ত্বভোগীর সংখ্যা বাড়ানো ইসলামে নিষিদ্ধ।

সুতরাং ইসলাম এল এম এল উপার্জন মাধ্যম সম্পূর্ণ হারাম।

ইসলামে অবৈধ উপার্জনকারীর অবস্থান

আল্লাহর অবাধ্যতা ইসলামে গ্রহণযোগ্য না। যে ব্যক্তি
এই অবাধ্যবা করেন আল্লাহ তাকে ইহকাল এবং পরকালে অপমান-লাঞ্ছিত করেন।
তাকে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, পারিবারিকভাবে অগ্রহণযোগ্য করে তোলেন।
হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত, দোয়া, দান সদগা কোন কিছু করার গ্রহণ করা হয় না।
এমনকি হারাম উপার্জনকারীকে আমাদের নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিশাপ করেছেন।
অবৈধ উপার্জন ইসলামে নিষিদ্ধ। অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং কারো অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও তার সম্পদ গ্রহণ করা আল্লাহ তাআলা হারাম করে দিয়েছেন।
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘হে মুমিনরা, তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ কোরো না। (সুরা নিসা, আয়াত : ৫৯)।

সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারি, জুলুমের সম্পদ ইত্যাদি অবৈধ উপার্জন অন্যায়ভাবে অপরের সম্পদ ভক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। তা ছাড়া সুদ ও জুয়া স্বতন্ত্রভাবেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। (সুরা বাকারা, আয়াত : ৬৭৮)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘কোনো মুসলমানের অন্তরের সন্তুষ্টি ছাড়া তার মাল অন্য কারো জন্য হালাল নয়।’ (সহিহুল জামে, হাদিস : ৭৬৬২)।

ফরজ আদায় হয় ঠিকই। কিন্তু সওয়াব ও নৈকট্য লাভ হয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে রাসুলরা, তোমরা উত্তম খাবার ভক্ষণ করো এবং নেক আমল করো।’ (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫১)। এখানে নেক আমল করার পূর্বে হালাল খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাসুলগণ দ্বারা উম্মতের সব ঈমানদারই উদ্দেশ্য।

এতে বুঝা যায় হালাল উপার্জনকারী লোকো চোখে সম্মানিত হলেও ইসলাম, আল্লাহর রাসূলের কাছে অপমানিত, এর অবস্থান নিকৃষ্ট জাহান্নাম হয়।

হারাম উপার্যন থেকে বাঁচার উপায়

মানুষ সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ মাখলুকাত, সে চাইলে তার বুদ্ধিমত্তা বিবেক কাজ করিয়ে অনেক কিছু করতে পারে। আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ও ভালোবাসা থাকলে হারাম উপার্জন থেকে বাঁচা যায়। আর হারাম থেকে বেঁচে থাকা মহান আল্লাহর বিধান। এর থেকে বেঁচে থাকতেই হবে। হালালের মাধ্যমেই আমাদের অর্থনীতির সার্বিক সমাধান খুঁজতে হবে। হালাল কখনোই অসম্ভব নয়। তবে হালালের জ্ঞান ও অনুসন্ধানে ত্রুটি থাকার কারণে কখনও মনে হতে পারে, সব কিছুই হারাম, এ যুগে হালাল অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা সম্ভব নয়। এ ধারণা একেবারেই ভুল। আর হারাম উপার্জন এমন একটি ধ্বংসাত্মক বিষয়, এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে ইবাদতেরও প্রত্যাশিত মূল্য পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত; তিনি বলেন, 'হারাম খাদ্য গ্রহণ করে ইবাদত করা মূলত গোবরের ওপর ইমারত নির্মাণের মতোই।' (কিতাবুল আরবাঈন ফি উসুলিদ্দীন ফিল আকায়েদ ওয়াল আসরার : ৭৫)।

সেজন্য ইমাম আবু ইউসুফ আল গাসুলি (রহ.) বলেন, 'আমি ষাট বছর আমার উপার্জনের হালাল-হারাম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করেছি।' (আল হাসসু আলাত তিজারা : ৪৩)।

হারাম উপার্যন থেকে বাঁচার উপায় নিম্নে দেয়া হলো :-

হারামের ভয়ে হালাল অর্জন করা সর্বোচ্চ তাকওয়া:

বর্তমানে স্পষ্ট হারাম জানার পরও আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারি না। চাকরি-ব্যবসায় হারাম আছে কি-না, তা খোঁজ করে দেখি না। এ ব্যাপারে উদাসীন থেকে ইবাদত করি।

অথচ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'সর্বোচ্চ তাকওয়া হলো, হারামের ভয়ে হালালও ছেড়ে দেয়া।' (ইরশাদুস সারি লি শারহি সহিহিল বোখারি : ১/১৯১)।

সুতরাং যে কোনো লেনদেনে সম্পৃক্ত হওয়ার আগে সেটি হালাল কি-না, তা বিজ্ঞ আলেমদের কাছ থেকে নিশ্চিত হয়ে নেয়া জরুরি। হালাল গ্রহণের নগদ ফায়দা হলো, অন্তর নরম হয়ে যাওয়া। এতে আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা সহজ হয়। মানুষের সঙ্গে সদাচরণ বৃদ্ধি পায়।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'অন্তরসমূহ নরম হয় কীসে?' তিনি বললেন, 'হালাল গ্রহণের মাধ্যমে।' (তাবাকাতু হানাবিলা : ১/২১৯)।

আর্থিক সংকটে সবর করা হারাম উপার্জনের চেয়ে শ্রেয় :

ইসলামে সরকারীদের অবস্থান অনেক উপরে রেখেছে এদের জন্য পুরস্কার রয়েছে। অভাব অনটনের সময় অধৈর্য হয়ে খারাপ উপার্জন না করে ধৈর্য নিয়ে হালাল উপার্জন খোঁজা আল্লাহর কাছে দোয়া করা ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কোন উত্তম ব্যবস্থা করে দিবেন।

সালাফের নারীদের রীতি ছিল, তাদের স্বামীরা যখন উপার্জনের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হতেন, তখন তারা তাদের এ বলে বিদায় দিতেন, 'আমাদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আমাদের হারাম কিছু খাওয়াবে না। জেনে রেখো, আমরা আর্থিক সংকটের কারণে ক্ষুধা ও কষ্টের ওপর সবর করতে প্রস্তুত। তবে (হারাম খেয়ে) আখেরাতের আগুনে আমরা সবর করতে পারব না।'

বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরিন (রহ.)-এর রীতি ছিল, তিনি যখন কাউকে বিদায় জানাতেন, তখন বলতেন, 'আল্লাহকে ভয় করবে। তোমার জন্য যে পরিমাণ হালাল রিজিক বরাদ্দ রয়েছে, শুধু সেই হালাল রিজিকই সন্ধান করবে। তুমি যদি হারাম রিজিক গ্রহণ করো, তাহলে এতেও তোমার জন্য যে পরিমাণ রিজিক বরাদ্দ রয়েছে, এর চেয়ে অধিক গ্রহণ করতে পারবে না।' (তাবাকাতে কোবরা : ৭/২০১)।

উপার্জনে দ্বীনকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে :

অবশ্যই সবার আগে আমাদের দ্বীন। যে দ্বীনের বাইরে গেল সে সব হারালো। যে যাই কিছু করুক না কেন অবশ্যই দুনিয়ায় আগে দ্বীনকে প্রাধান্য দিতে হবে।
বাগদাদের বিখ্যাত বুজুর্গ আবু আবদুল্লাহ হারেস ইবনে আসাদ আল মুহাসিবি (রহ.)-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে; তার পিতা বিত্তবান ছিলেন। ইন্তেকালের সময় সত্তর হাজার দিরহাম রেখে গেলেন। একবার হারেস (রহ.)-এর এক দিরহামের এক ষষ্ঠাংশ প্রয়োজন দেখা দিলো। কিন্তু তিনি তার পিতার এ বিশাল সম্পদ থেকে সামান্য পরিমাণ সম্পদও গ্রহণ করেননি। কারণ, তার পিতার আকিদা-বিশ্বাসে মারাত্মক পর্যায়ের ত্রুটি ছিল। তাই তাকওয়ার দিকে লক্ষ্য করে তিনি তার পিতার সম্পদ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন। (তাহজিবুত তাহজিব : ২/১৩৫)।

জীবনের শেষ মুহূর্তেও হারামের ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা :

সত্যিকারের আল্লাহ ভীরু, আখিরাতে বিশ্বাসী, নবী-রাসূল বিশ্বাসী, জান্নাত-জাহান্নাম বিশ্বাসী, সঠিক আকিদায় বিশ্বাসী মানুষ জীবনের প্রথম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হালাল ও হারামের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে এমনকি যুদ্ধও করে । সে যে যেকোনো উপার্জন ভক্ষণ করে না।
ফকিহ ইবনু হামেদ আল ওয়াররাক (রহ.) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মানুষের নানা গ্রন্থ হাতে অনুলিপি করে দিতেন। সেই লব্ধ অর্থ দিয়ে হজ করতেন। এক হজের সফরে পথিমধ্যে তার প্রচুর পানির তেষ্ঞা পায়। পিপাসার তীব্রতায় তার প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়। তখন এক হাজি সামান্য পানি নিয়ে এলো। এমন কঠিন সময়ে তিনি সেই হাজিকে বললেন, 'এ পানি কোত্থেকে এনেছেন?' আগত হাজি বললেন, 'আপনার প্রাণ যায় যায় অবস্থা। এ পরিস্থিতিতেও এ রকম প্রশ্ন করছেন!' জবাবে ইবনে ওয়াররাক (রহ.) বললেন, 'হ্যাঁ, ভাই! এটিও প্রশ্ন করার সময়। এ সময় তো আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। এ সময়েও আমার জানা দরকার, পানির উৎস কী?' ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, 'এরপর ওই সফরেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়।' (তাবাকাতে হানাবিলা : ২/১৭৭)।

হারাম উপার্জন ত্যাগ করলে হালাল পথ বের হয় :

অনেক সময় আমরা হারাম পথে উপার্জন করি। ভাবি, আমার সামনে তো হালাল পথ নেই। অথচ বাস্তবতা হলো, কেউ যদি আল্লাহর ভয়ে হারাম পরিত্যাগ করে, তাহলে আল্লাহতায়ালা তাকে হালাল পথ বের করে দেন। ইবনে আতাউল্লাহ এস্কেন্দারি (রহ.) বলেছেন, 'বান্দা নগদ হারাম পরিত্যাগ করবে, আর আল্লাহ তাকে বাকিতে প্রতিদান দেবেন, এমন হবে না।' (প্রাগুক্ত : ৯১)। শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রহ.) লিখেছেন, 'শরিয়তের বিধান পালন করতে গিয়ে যে হারাম থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহতায়ালা তাকে এর পরিবর্তে হালালের ব্যবস্থা করে দেবেন।' (প্রাগুক্ত : ৮৭-৯১)।

হারাম উপার্জন থেকে ফিরে আসা

হারাম উপার্জন থেকে ফিরে আসার প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো তাওবা করা। খাঁটি দিলে তওবা করলে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করেন। ইসলামে তাওবার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ অত্যন্ত দয়ালু এবং তিনি তওবার দরজা উন্মুক্ত রেখেছেন, এমনকি বড় পাপে লিপ্ত হলেও। তওবার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব।

তাওবা মানুষকে গুনাহ থেকে দূরে সরিয়ে সঠিক ও কল্যাণকর পথে নিয়ে যায়। যদি অতীতের হারাম উপার্জনের গুনাহ করে থাকে তাহলে খাঁটি তওবা করলে আল্লাহ পাপ মোচন করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

ভবিষ্যতে আর যেন হারাম উপার্জন না করে হালাল উপায় জীবন জীবিকা নির্ধারণ করে তার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

প্রথম কথা হচ্ছে, অতীতের হারাম উপার্জনের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবেন। মনেপ্রাণে নিজেকে নিবেদন করতে হবে। ক্ষমা চাইতে হবে। তওবা করতে হবে। দ্বিতীয় কথা হলো, যে সমস্ত উপার্জন মানুষের হারাম ভাবে কামাই করা হয়েছে তা ভালো কাছে দিয়ে দেয়া বা আল্লাহর রাস্তায় দান করআ। তখন নিয়ত করবে যে, আল্লাহ পথে থ দান করছি। হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে পরিপূর্ণরূপে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে হালাল উপার্জন দিয়ে হজ করলে আল্লাহ সেটা কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ।

তাওবার সাথে কিছু অত্যাবশকীয় কাজ নিম্নে দেয়া হলো,

হারাম উপার্জন করার জন্য অনুতপ্ত হওয়া:

নিজের উপার্জনের মধ্যে হারাম কোনো কিছু থাকলে তার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে এবং অনুশোচনা করতে হবে। হারাম উপার্জন করার পর নিজের মনের মধ্যে ব্যাকুলতা অনুভব করবে, এজন্য নিজেকে হীন মনে করবে । এ বিষয়ে কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ-وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"নিশ্চয় তাওবা কবুল করা আল্লাহর বদান্যতার জিম্মায় তাদের জন্য, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করেছে। তারপর শীঘ্রই তাওবাহ করে। অতঃপর আল্লাহ এদের তাওবা কবুল করবেন আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।"(নিসা-১৭)

হারাম উপার্জন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত :

হারাম উপার্জনরত অবস্থায় তাওবা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যে কোনো ধরণের হারাম উপার্জন না করার দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন

وَ الَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ- وَ مَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللهُ ۞ وَ لَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَ هُمْ يَعْلَمُوْنَ ١

"যারা অশ্লীল কাজ করার পর অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এরপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর আল্লাহ ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করতে কেউ সক্ষম নয় এবং তারা জেনে-শুনে নিজেদের কৃতকর্মের উপর অটল থাকে না "[আ-ল ইমরান-১৩৫]

হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে পৃথক করা বুঝা:

উপলব্ধির সাথে সাথে হালাল উপার্জন ও হারাম উপার্জনকে পৃথক করে ফেলতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَ الطَّيِّبُ وَ لَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ-فَاتَّقُوا اللهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"

বল, 'অপবিত্র ও পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে মুগ্ধ করে। অতএব হে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। যাতে তোমরা সফলকাম হও। (মা-ইদা-১০০)

অর্জিত হারাম উপার্জন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা :

অর্জিত হারাম উপার্জন সাওয়াবের আশা না করে শুধু দায়মুক্তির জন্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা হারাম পথে উপার্জন করা ধন-সম্পদ নিজের কাছে গচ্ছিত রাখার সুযোগ নেই। বরং তা সাওয়াবের আশা না করে কেবল দায়মুক্তির আশায় জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করে ফেলতে হবে। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَ مِمَّاۤ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ۪-وَ لَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَ لَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّاۤ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِؕ-وَ اعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ حَمِيْدٌ" ۟

হে মুমিনগণ, তোমরা ব্যয় কর উত্তম বস্তু, তোমরা যা অর্জন করেছ এবং আমি যমীন থেকে তোমাদের জন্য যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে এবং নিকৃষ্ট বস্তুর ইচ্ছা করো না যে, তা থেকে তোমরা ব্যয় করবে। অথচ চোখ বন্ধ করা ছাড়া যা তোমরা গ্রহণ করো না। আর জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত"। (বাক্বারা-২৬৭)

মানুষের হক ফেরত দেয়া :

কারও হক নষ্ট হলে বা খেয়ে ফেললে তা দ্রুত ফেরত দেওয়া কেউ কোনো প্রতিষ্ঠান, কোম্পানীর কোনো হক নষ্ট করলে বা মাল হারাম পন্থায় ভোগ করলে তা দ্রুত ফেরত দিতে হবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন

,مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِه فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

"যে ব্যক্তি তার নিজ হাতে কোনো মুসলিমের হক খেয়ে ফেলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেন। জান্নাত হারাম করে দেন। একজন লোক প্রশ্ন করলো, যদি তা সামান্য বস্তু হয়। তখন তিনি বললেন, দেখতে যদি তা আরাক গাছের ডাল পরিমাণও হয়। (সহীহ মুসলিম, ২৫০)

মাফ চেয়ে নেওয়া :

কারো কোনো মাল খেয়ে ফেলার পর যদি তা ফেরত দেওয়ার সামর্থ না থাকে, তবে সে মাফ চেয়ে নিবে। হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ، أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ، وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ

تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

'যদি কেউ তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করে থাকে, হোক তা মান-ইজ্জত অথবা সম্পদ বিষয়ক, সে যেন আজই তা থেকে দায়মুক্ত হয়ে নেয়, সে দিন আসার পূর্বে যখন কোনো টাকা পয়সার লেনদেন হবে না। যদি তার নেক আমল থেকে থাকে তবে যুলুম পরিমাণ নেক আমল তার

কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।আর যদি নেক আমল না থাকে তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ নিয়ে তার ওপর চাপানো হবে।
(সহি বুখারি ২৪৪৯)

বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করা:

বেশি বেশি সদকাহ বা ভাল কাজ করার মাধ্যমে পরিত্রাণ পাবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। কেননা সওয়াবের কাজের মাধ্যমে গুনাহ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন

,إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاتِ“ ۚ

নিশ্চয়ই ভাল কাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেয়। (হুদ-১১৪)

আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা:

আল্লাহ তা'আলা চান তার বান্দারা আল্লাহর নিকট বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুক। আর কোনো বান্দাহ অন্যায় করার পর তার নিকট ক্ষমা চাইলে তা ক্ষমা করে দেন। সেজন্য বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করতে হঅবে।

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন

,وَ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا“

আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি যুলম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (নিসা-১১০)

সঠিকভাবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা, ইস্তেগফার করলে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমাদের গুনা মাফ করবেন, উত্তম উপায়ে উপার্জন করার তৌফিক দান করবেন।

আল্লাহর জন্য হারাম পরিত্যাগ করার সুফল

আল্লাহর ভয়ে হারাম উপার্জন বর্জন করে হালাল উপার্জন মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, তুমি যদি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করো, তবে তিনি তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু দান করবেন। (মুসনদে আহমদ, হাদিস : ২১৯৯৬)

নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন
"আল্লাহর ভয়ে তুমি যা কিছু ছেড়ে দিবে, আল্লাহ পাক তোমাকে তার চেয়ে উত্তম কিছু অবশ্যই দান করবেন!"
(তিরমিযী শরীফ: ৬১৬)

যদি আল্লাহর জন্য কিছু ত্যাগ করতে পারো, তাহলে ভয় পেও না — কারণ তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন আরও উত্তম কিছু দিয়ে।
আল্লাহ তায়ালার জন্য যে ত্যাগ করে, সে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

হালাম-হারাম উপার্জনের বিষয় পারিবারিক শিক্ষা

একজন মানুষের জন্য পরিবার হলো প্রথম এবং প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র। ছোটবেলা থেকেই ইসলামের সকল বিষয়ের নীতিমালা শিক্ষা দেয়া পরিবারের কর্তব্য। ইসলামে পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান কর্তব্য হলো সন্তানকে ইসলামি মূল্যবোধ, দ্বীনি শিক্ষা এবং সঠিক নৈতিকতা শেখানো, যা তাদের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ বয়ে আনবে।

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা ব্যাপারে কোরানে আছে,

يٰبُنَیَّ اَقِمِ الصَّلٰوۃَ وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡہَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰی مَاۤ اَصَابَکَ ؕ اِنَّ ذٰلِکَ مِنۡ عَزۡمِ الۡاُمُوۡرِ ۚ

হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (৩১. লুকমান ১৭)

যদি বাবা নিজে সৎ থাকেন, বৈধভাবে উপারজনকারী হন সন্তান তা দেখে শিখে আর যদি বাবা অবৈধ বা হারাম উপার্জন করেন তারপর প্রভাবও সন্তানের উপর পরে।
পরিবারে হালাল উপার্জনের শিক্ষা দিলে তা সদস্যদের নৈতিক সততা ও বিবেক-বুদ্ধির বিকাশ ঘটায়।

یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا قُوۡۤا اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَہۡلِیۡکُمۡ نَارًا وَّ قُوۡدُہَا النَّاسُ وَ الۡحِجَارَۃُ عَلَیۡہَا مَلٰٓئِکَۃٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا یَعۡصُوۡنَ اللّٰہَ مَاۤ اَمَرَہُمۡ وَ یَفۡعَلُوۡنَ مَا یُؤۡمَرُوۡنَ ﴿۶﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়। (৬৬. তাহরীম ০৬)

পিতা-মাতার উচিত সন্তানদের হালাল উপার্জনের শিক্ষা দেওয়া এবং নিজে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। পরিবারে সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং হালাল উপার্জনের উপর জোর দেওয়া উচিত।

ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ

" يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ" . ُ

হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ্ তাআলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ্ তাআলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাআলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ্ তাআলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উন্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তাআলা তোমার জন্যে লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ্ তাআলা তোমার তাকদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে। (তিরমিজি ২৫১৬)

বর্তমানে দেখা যায় বেশিরভাগ পরিবার সামাজিক লোক দেখানো বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষার কারনে সন্তানকে সৎ বা হালাল উপার্জন করার চেয়ে অবৈধ বা হারাম উপার্জন করে সমাজে নাম প্রতিষ্ঠা করাকে সফলতা মনে করেন। অসুস্থ প্রতিযোগিতায় তারা ভুলে যায় দুনিয়াতে সফলতায় বড় নয় আখিরাতের হিসাব যেন সহজ হয় সেভাবে সন্তানকে লালন পালন করতে হয়।

বাস্তব জীবনে হালাল ও হারাম উপার্জনের ঘটনা

একজন মহিলা দ্বানের হেদায়েত পাওয়ার আগে তার একমাত্র মেয়েকে একজন হারাম উপার্জনকারীর কাছে বিবাহ দেন। পরবর্তীতে তিনি হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়ার পর যেহেতু তার মেয়ে নিজে উপার্জনকারী নন সে তার স্বামীর উপার্জনে নির্ভরশীল তার মেয়ের কাছ থেকে সেই হারাম উপার্জনের কোন খাবার, উপহার, নেন না। তাতে তার মেয়ে খুব কষ্ট পায়, স্বামীকে যেহেতু দ্বীনের পথে আনতে পারছে না, সে ক্ষেত্রে মাকেও কিছু দিতে পারছেনা। সেই মহিলা মেয়ের কষ্ট দেখে তার মেয়েকে অর্থ উপহার হিসেবে দেন এবং মেয়েকে বলেন তার মেয়ের যদি একান্তই তার মাকে কিছু দিতে হয় তাহলে যেনো সে অর্থ থেকে তাকে উপহার দেন তাতে সেও হালাল উপায়ে উপহার পেল এবং তার মেয়েও মাকে কিছু দিতে পারল।

এই ঘটনায় বুঝা যায় যে আল্লাহর পথে আসতে চায়,আল্লাহর নিয়ম মানতে চায় অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার জন্য রাস্তা তৈরি করে দেন।

আল্লাহ চান যেন মানুষ নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী চেষ্টা করে। আল্লাহ তাদের সাহায্য করেন যারা নিজেদের ভালো পথে আসার জন্য চেষ্টা করে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন যে তার নিজের চেষ্টা করে এবং ধৈর্য ধরে। (সূরা বাকার : ১৫৩)

হালাম ও হারাম উপার্জন নিয়ে উপলব্ধি

আল্লাহ যখন বান্দাকে ভালোবাসেন তাকে পরীক্ষা দেন। বিপদের মুহূর্তে আমরা কান্না করি, সেজদায় পড়ে যাই। তারপরও দোয়া কবুল হয় না, ইবাদতে সাওয়াব আসে না, এর একটাই উত্তর "আমাদের উপার্জন হয়তো হালাল নয়"। যে জীবনে হারাম প্রবেশ করে সেই দোয়া আসমানের দরজায় পৌঁছায় না।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদাররা! তোমাদের আমি যে পবিত্র রিজিক দিয়েছি, তা থেকে আহার করো এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।" (সুরা বাকারা : ১৭২)

আল্লাহ সব নবীকেও বলেছেন,"হে রাসূলগণ! পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো এবং সৎকর্ম করো।" (সুরা মুমিনুন : ৫১)

রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন, "হারাম খাবার থেকে গঠিত দেহ জান্নাতে যাবে না। সেই দেহের আবাস জাহান্নাম।" (ইবনে হিব্বান ১৭২৩, তিরমিজি ৬১৪)

ইসলামের সৌন্দর্য এমন যে, ইসলাম সুদ হারাম করেছ
কিন্তু দিয়েছে হালাল মুনাফার ব্যবসা। ইসলাম যিনা হারাম করেছে কিন্তু দিয়েছে বিবাহের পবিত্র সম্পর্ক।
ইসলাম মাদক হারাম করেছে কিন্তু দিয়েছে সুস্থতা ও শান্তির হালাল পানীয়। ইসলাম নোংরা খাবার হারাম করেছে কিন্তু দিয়েছে উত্তম খাদ্যের প্রশস্ততা।
আল্লাহর করুণা সীমাহীন। তিনি কিছু পথ বন্ধ করেছেন,অসীম পথ খুলে দিয়েছেন।
যা হারাম করেছেন,তার চেয়েও উত্তম বিকল্প হালাল করেছেন।

কোরআনে তিনি বলেন "আল্লাহ চান তোমাদের ক্ষমা করতে...তিনি চান তোমাদের ভার লাঘব করতে,
কারণ মানুষ দুর্বল।"(সুরা নিসা : ২৭-২৮)

উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা থেকে সাব্যস্ত হলো যে, আমাদেরকে উপার্জনের জন্য অবশ্যই হারাম উপার্জন বর্জন করে হালাল উপার্জন করতে হবে।

মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন শুধুমাত্র তার ইবাদতের জন্য—হালাল উপার্জন করা এবং হারাম উপার্জন বর্জন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। হালাল উপার্জন গ্রহণ করা আর হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু আজ আমরা অনেকেই ভুলে যাচ্ছি সেই নির্দেশনা। শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে হারামের দিকে ঝুঁকছি, অথচ ইবাদত করছি আল্লাহরই নামে!

উপার্জন করার সময় অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কোনোভাবেই হারাম উপার্জনের দিকে আমরা না যাই এবং যাবতীয় হারাম উপার্জনের পথ থেকে বিরত থাকতে হবে।

যেমনিভাবে সতর্ক থাকতেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু একদা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু'র এক চাকর তাঁকে কিছু খাবার দিল। খাওয়া শেষ হলে তিনি দাসকে জিজ্ঞেস করলেন,

فمن أين الطعامُ يا غلام؟ قال: دَفعه إليَّ أناسٌ كنتُ أحسنتُ إليهم في الجاهلية بكهانةٍ صنعتُها لهم، وهنا ارتعدتْ فرائصُ الصديق، وأدخلَ يده في فمه، وقاء كلَّ ما في بطنهِ وقال: "واللهِ لو لم تخرجْ تلك اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها

"এটা কোথা থেকে এসেছে? এ প্রশ্নের জবাবে সে বলল, আমি জাহিলী যুগে এক ব্যক্তির ভাগ্য গণনা করেছি। অথচ আমি ভাগ্য গণনায় পারদর্শী নই। আমি লোকটিকে ধোঁকা দিয়েছি। আর সে আমাকে এটা দিয়পছো। আর তা আপনি এইমাত্র খেলেন। এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ মুখে হাত ঢুকিয়ে বমি করে দিলেন। পেটে যা ছিল সব বের করে দিলেন। অত:পর বললেন, আল্লাহর শপথ, 'যদি তা বের করতে গিয়ে আমার জীবন দিতে হতো তবে আমি তাই করতাম'।

ইসলামে হালাল উপার্জন উৎসাহিত করা হয়েছে এবং হারাম উপার্জন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ. একজন মুমিনের জন্য হালাল রিজিক গ্রহণ করা জরুরি, কারণ এটি তার ঈমান, ইবাদত ও সামগ্রিক জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করে। তাই আমাদের উপার্জন যেন হালাল হয়, অসততা, দুর্নীতি, জুলুম ও অন্যান্য অসদুপায়ে উপার্জিত না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। হালাল উপার্জনকারীর অল্প আমলের মূল্যও আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। হারাম উপার্জনকারীর অনেক বেশি আমলেরও কোনো মূল্য নেই।

সার্বিকভাবে হালাল উপার্জনের ওপর গুরুত্বারোপ করা। পবিত্র ও হালাল উপার্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য অনুপ্রাণিত করা। হালাল উপার্জন শুধু জীবিকা নয়, এটাই ইবাদতের ভিত্তি, দোয়া কবুলের দরজা, জান্নাতের সোপান।
হালাল হবে তবেই ইবাদতে আলো আসবে,দোয়া হবে কবুল, মনের শান্তি হবে পূর্ণ।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃত মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে হলে হালাল রুযী উপার্জনের কোন বিকল্প নেই।

শেষ কথা

এ থিসিসিটি আমার অতি নগণ্য একটি প্রচেষ্টা। এ থিসিসের মধ্যে কল্যাণকর যা আছে সকল কিছু শুধু রহিম-রহমান প্রতিপালকের দয়া ও তৌফিক। আর এর মধ্যে যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে সবই আমার অযোগ্যতা এবং শয়তানের কারণে।
আমি রব্বুল আলামিনের দরবারে সকল ভুল, অন্যায় ও বিভ্রান্তি থেকে তওবা এবং ক্ষমাপ্রার্থনা করছি।

সালাত ও সালাম সাইয়েদুল মুরসালিন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার,পরিজন ও সহচরদের জন্য। প্রথমে ও শেষে সর্বদা ও সর্বত্র সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

রেফারেন্স

এ থিসিসটি সম্পূর্ণ করার জন্য আমার কিছু গ্রন্থ এবং আর্টিকেলের সাহায্য নিতে হয়েছে, যার নামসমূহ নিম্নে দেয়া হলো।

১)
হালাল হারামের বিধান
ড. ইউসুফ আল-কারযাবি

২)
রিজিক (হালাল উপার্জন)
অনুবাদ ও সম্পাদনা, কায়সার আহমদ

৩)
হাদীসের আলোকে সমাজ জীবন
মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী

৪)
রাহে বেলায়াত
ডা.খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাঃ)

৫) https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2025/03/17/1493597

৬)
://banglacaption.blog/rijik-niye-ukti/

৭) (http://dictionary.reference.com/browse/income).

৮)
https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1612

৯) https://assunnahtrust.org/2014/12/14/halal-uoarjon-o-haram-borjon/

১০)
https://www.deshrupantor.com/

১১)
https://www.hadithbd.com/hadith/error/?id=45129

১২)
https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=77&section=1077

১৩)
https://priyocareer.com/babasa-niye-islamik-ukti/#gsc.tab=0

১৪)
https://www.google.com/amp/s/www.dhakapost.com/amp/religion/78284

১৫)
https://www.tawheederdak.com/article_details/762

১৬)
https://www.bangladesherkhabor.net/religion/15405

১৭)
https://ahlehaqmedia.com/6237

১৮)

https://www.kalerkantho.com/online/Islamic-lifestylie/2024/04/20/1380726

১৯)
https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=47&chapter=6680

২০)
https://www.alokitobangladesh.com/print-editio

২১)
https://at-tahreek.com/article_details/7758

২২)
https://al-itisam.com/view_question_answer/605

২৩)
https://www.hadithbd.com/books/fullbook/?book=163

২৪) https://www.facebook.com/share/p/1D2kEW7ieF/